উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৮৫,৬৪১.৯০ (-৬৪.৭৭)

নিফটি : ২৬,১৭৫.৭৫ (-২৭.২০)

ভারতের চক্রান্ত!

পিলখানা বিদ্রোহ নিয়ে চাঞ্চল্যকর দাবি। ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারই নাকি এই বিদ্রোহ এবং হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিল। আর মদত জুগিয়েছিল ভারত! » ৭

সংসদে সঙ্গী কুকুর

সোমবার শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনেই কুকুর নিয়ে সংসদে প্রবেশ করে বিতর্ক তৈরি করলেন কংগ্রেস সাংসদ রেণুকা চৌধুরী। তিনি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে হইচই পড়ে যায়। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৭°	১৫°	২৮°	১৫°	২৭°	১৬°	২৫°	১৪°

রোকো বনাম গম্ভীর 'যুদ্ধে' উত্তাপ » ১১

১৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 2 December 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 193

কথায় কথায়

এসআইআর কি বুমেরাং, প্রশ্ন উঠছে বিজেপিতেই

আশিস ঘোষ

ভোট আসছে। তাই সব দলই যে যার মতো গা-ঝাড়া দিয়ে উঠছে। ধীরে ধীরে তেতে উঠছে হাওয়া। কে কোনপথে এগোবে তা নিয়ে ছক কষা শুরু হয়েছে। আপাতত সবার নজর এসআইআর মানে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনে। কত নাম বাদ পড়ল, তাতে কোন দলের কপাল পুড়বে- তা নিয়ে নানারকম জ্ঞানগর্ভ বিশ্লেষণ চলছে কাগজে, টিভিতে। চাপানউতোর হচ্ছে পাড়ায় পাড়ায় চায়ের ঠেকে।

এসআইআর বাজারে আসার ঢের আগে থেকে বাজার গরম করছেন রাজ্যের বিধানসভার বিরোধী দলনেতা। সভায় সভায় এক কোটি, সওয়া এক কোটি বাংলাদেশি, রোহিঙ্গার নাম বাদ দিয়ে বাংলাকে অনুপ্রবেশকারীমুক্ত করা হবে বলে হুংকার দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন তিনি। অস্বাভাবিক তাড়াহুড়োয় এসআইআর করা নিয়ে গোড়া থেকেই লোকের মনে সন্দেহ ছিল ষোলোআনা। সেইসঙ্গে লিস্ট থেকে ধরে ধরে নাম বাদ দেওয়ার হুঁশিয়ারিতে এসআইআর-এর আসল মতলব নিয়ে ভোটারদের মনে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। যার ফায়দা তুলছে তৃণমূল।

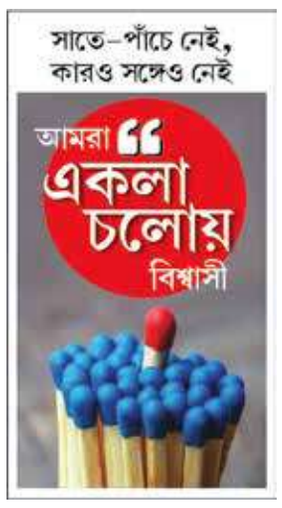

বিহারে ভোটের ফলের পর দুইয়ে দুইয়ে চার করে হেলায় বাংলা জয়ে তাঁদের হিসেব নিয়ে খুব রাখঢাকও করেননি পদ্ম নেতারা। মুসলিম ভোট বিজেপি পায় না, তাই সবকা সাথ সবকা বিকাশ তিনি মানেন না বলে বীরদর্পে ঘোষণাও করেছিলেন বিরোধী দলনেতা। তখন খোলাখুলি তিনি বলে বেড়িয়েছেন, মুসলিম ভোট চাই না। মাত্র পাঁচ পার্সেন্ট বেশি হিন্দু ভোট পেলেই নবান্ন নাকি তাঁদের হাতের মুঠোয় থাকবে।

এখন সুর বদলে 'রাষ্ট্রবাদী' মুসলিমদের ভোটের জন্য ডাক দিচ্ছেন সেই তাঁরাই। ঠেলা সামলাতে মতুয়াদের এলাকায় সিএএ'র ফর্ম বিলোচ্ছেন। বিজেপির রাজ্য সভাপতি এখন উলটে গালমন্দ করছেন নির্বাচন কমিশনকে। তারপর কমিশন তাঁদের আবদার মতো এক গন্ডা অফিসারকে পত্রপাঠ

এরপর দশের পাতায়

কমলার কাঁটা!

মান্দারিনকে জিআই তকমা, কবে ঘুচবে দুর্দশা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : 'সুনতালা'। নেপালি শব্দটির বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায় 'কমলা'। পাহাড়ের লেবু মূলত তিন ধরনের হয়। এর মধ্যে যেটা সবথেকে উৎকৃষ্টমানের, সেটা মান্দারিন বা মান্দারিন কমলা নামেই পরিচিত। মূলত নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত বিজনবাড়ি, সৌরিণী, মিরিক, মংপু, লাটপাংচার এবং সিটংয়ে গেলে চোখে পড়বে ফলটি। উজ্জ্বল কমলা রঙের। রূপে-গুণে যার জুড়ি মেলা ভার। সেই মান্দারিনকে জিওলজিক্যাল ইন্ডিকেশন বা জিআই ট্যাগ দিয়েছে চেন্নাইস্থিত জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশনস রেজিস্ট্রি।

টয়ট্রেন, চায়ের পর ফের একবার দার্জিলিংয়ের মুকুটে জুড়ল পালক। এই সুখবর বয়ে আনা গোলাপগুচ্ছের মধ্যেও রয়েছে 'কাঁটা'। অনন্য হওয়ার তকমা যে পেল, তার ভবিষ্যৎ নিয়েই রয়েছে ঘোর অনিশ্চয়তা। প্রতিবছর পাহাড়ে কমলা চাষের এলাকা কমছে। স্বাভাবিকভাবেই হ্রাস পাচ্ছে উৎপাদনের হার। এই পরিস্থিতিতে জিআই তকমাপ্রাপ্ত দার্জিলিংয়ের মান্দারিন কমলাকে বাঁচাতে কী পদক্ষেপ করা হবে, সেদিকেই তাকিয়ে বিশেষজ্ঞরা।

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ তুলসী শরণ ঘিমিরে বলছিলেন, 'দার্জিলিংয়ের কমলা নিয়ে প্রচুর সমস্যা রয়েছে, এটা ঠিক। তবে, এবার জিআই ট্যাগের মতো একটি মান্যতা পাওয়ায় আশা করছি রাজ্য সরকার ও গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) তৎপর হবে।' এরপর দশের পাতায়

মান্দারিন কী?

দার্জিলিং পাহাড়ে চাষ হওয়া কমলার একটি বিশেষ প্রজাতি। আকারে মাঝারি বা ছোট হয়। খোসা অপেক্ষাকৃত পাতলা, মসৃণ এবং উজ্জ্বল কমলা রংয়ের হয়ে থাকে। সহজেই খোসা ছাড়ানো যায়। অন্যান্য প্রজাতির কমলার চাইতে রসালো হয়, তবে তীব্র মিষ্টির বদলে হালকা টক স্বাদের হয়ে থাকে। সবথেকে উল্লেখযোগ্য এর সুগন্ধ। ফলের পাশাপাশি খোসার মধ্যেও তীব্র ও মিষ্টি সুগন্ধ থাকে। এই প্রজাতির কমলার খোসায় অন্য প্রজাতির চাইতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট অনেক বেশি থাকে।

ইতিহাস ঘেঁটে

- ব্রিটিশ আমলে দার্জিলিং মান্দারিন ইউরোপে রপ্তানি শুরু হয়। বিশ্ব বাজারে তখন পাহাড়ি কমলাকে 'হিমালয়ান সাইট্রাস জুয়েল' বলা হত। ১৯৬০-এর দশকে দার্জিলিং কমলা এত বিখ্যাত হয় যে, কলকাতা বন্দর দিয়ে নিয়মিত জাহাজে রপ্তানি হত
- রাজ-অতিথিদের খাবার টেবিলে বিশেষ ফল হিসেবে পরিবেশন করা হত দার্জিলিং মান্দারিন
- দার্জিলিং মান্দারিন দিয়ে তৈরি জ্যাম ও মার্মালেড (রস ও খোসা দিয়ে তৈরি) ব্রিটিশরাই প্রথম জনপ্রিয় করে। এখনও অনেক হোমস্টে ব্রিটিশ রেসিপি মেনে কমলার জ্যাম ও মার্মালেড তৈরি করে।

বুড়া গাছ

পাহাড়ে কিছু পুরোনো বাগানে এখনও এমন কিছু বিস্ময়কর মান্দারিন গাছ আছে যাদের বয়স ঠিক কত তা কেউ জানেন না। স্থানীয়রা ওই গাছগুলোকে 'বুড়া গাছ' নামে ডাকেন। সেই গাছগুলো এখনও ফল দেয়।

স্বীকৃতি

দার্জিলিং মান্দারিনের জিআই ট্যাগের জন্য প্রথম উদ্যোগী হয়েছিল উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক নথিপত্র জোগাড় করে আবেদনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছিলেন। পরবর্তীতে বৃহত্তর স্বার্থে আবেদনকারীর নাম পরিবর্তন করা হয়। সেখানে স্বত্বাধিকারী করা হয় দার্জিলিং অর্গানিক ফার্মার্স প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনকে।

রাতপাহারা

বাঁদরের দল তো আছেই, পাকা কমলার লোভে পাহাড়ের জঙ্গল থেকে হরিণও দলবেঁধে বাগানে হামলা চালায়। হরিণের হাত থেকে কমলা বাঁচাতে এখনও অনেক বাগানে আলো জ্বালিয়ে রাতে পাহারা দেওয়া হয়।

আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু। এই করে কেটে গিয়েছিল বহু বছর। তারপর ৯ আসনের বিমানে ভর করে আকাশে ডানা মেলেছিলেন কোচবিহারবাসী। কিন্তু সেই দিন এবার ফুরোতে চলেছে।

বন্ধ হচ্ছে উড়ান

ফেব্রুয়ারিতেই থমকে যাবে পরিষেবা

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১ ডিসেম্বর : মাত্র একটা বিমান সংস্থাই কোচবিহারে বিমান চালাত। নির্বাচনের মুখে সেই পরিষেবাও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সোমবার সংশ্লিষ্ট সংস্থার তরফে এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার কোচবিহার বিমানবন্দরের আধিকারিককে চিঠি দিয়ে এই কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা জানিয়েছে, ফেব্রুয়ারি মাস থেকে আর কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে তাদের বিমান চলবে না। তবে কী কারণে তারা কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে বিমান পরিষেবা বন্ধ করে দিচ্ছে, সে বিষয়ে অবশ্য স্পষ্টভাবে কিছু জানানো হয়নি। বন্ধের কারণ প্রসঙ্গে তারা শুধু 'অপারেশনাল মোড'-এর কথা উল্লেখ করেছে। চিঠি পাওয়ার পর কোচবিহার বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকেও বিষয়টি জানিয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কি কোচবিহার বিমানবন্দরে আবার অন্ধকার নেমে আসবে?

বিমানবন্দর সূত্রেই খবর, এখনও পর্যন্ত কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে বিমান পরিষেবা চালু করার ব্যাপারে বিকল্প কোনও বিমান সংস্থার নাম উঠে আসেনি। একটা সংস্থা আগ্রহ প্রকাশ করলেও সেটা মৌখিক স্তরেই রয়েছে। অফিশিয়াল কিছু হয়নি।

বিষয়টি নিয়ে কোচবিহার বিমানবন্দরের এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার আধিকারিক শুভাশিস পাল বলেন, 'ইন্ডিয়া এয়ার ওয়ান নামে বিমান কোম্পানি গত প্রায় তিন বছর ধরে কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে তাদের বিমান চালাত। সংশ্লিষ্ট কোম্পানিটি আজকে আমাদের চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত তারা এখান থেকে তাদের বিমান চালাবে। তারপর আর চালাবে না। বিষয়টি আমরা আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।'

কলকাতার এই উড়ানে স্বপ্ন দেখে কোচবিহার।

রাজার শহর কোচবিহারে বিমান পরিষেবা রাজ আমল থেকেই চালু ছিল। রাজ্যে বাম আমলে বিভিন্ন সমস্যার কারণে এই পরিষেবা ক্রমশ অনিয়মিত হয়ে পড়ে। শেষপর্যন্ত ১৯৯৫ সালে কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে বিমান পরিষেবা পাকাপাকিভাবে বন্ধ হয়ে যায়। বাম সরকার এরপর একাধিকবার চেষ্টা করেও কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে বিমান পরিষেবা আর চালু করতে পারেনি। ২০১১ সালে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে পুনরায় বিমান

এরপর দশের পাতায়

প্রেমের ভবনে

বেঙ্গালুরুর একটি পার্কে যুগলের সেলফি। সোমবার। -পিটিআই

বহির্বিভাগে ভোগান্তি

দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসকের সংকট

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১ ডিসেম্বর : সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিন অনুযায়ী সোমবার দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের বর্হিবিভাগে ১০ জন চিকিৎসকের বসার কথা ছিল। কিন্তু বেলা ১২টার দিকেও এদিন বেশকিছু বিভাগে চিকিৎসকের দেখা মেলেনি। এর ফলে দূরদূরান্ত থেকে আসা রোগীরা খুব সমস্যায় পড়েন। পাশাপাশি, কর্তৃপক্ষের ভূমিকায় অনেকে ক্ষোভও উগরে দিন। পর্যাপ্ত সংখ্যক চিকিৎসক না থাকায় সমস্যা হচ্ছে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। পাশাপাশি, দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে বলে তারা আশ্বাস দিয়েছে।

সুপার রণজিৎ মণ্ডলের কথায়, 'বেশকিছু বিভাগে চিকিৎসক সংকট থাকার কারণে পরিষেবা দিতে সমস্যা হচ্ছে। চক্ষু ও দন্ত বিভাগে চিকিৎসক নেই। অস্থিরোগ বিভাগে একজন মাত্র চিকিৎসক রয়েছেন। স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞের অভাব রয়েছে। এসবের কারণেই পরিষেবা দিতে আমাদের রীতিমতো হিমসিম খেতে হচ্ছে।' সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলিতে চিকিৎসক এলে সমস্যা মিটবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ডাক্তারের অপেক্ষায় রোগী ও তাঁদের পরিজনরা।

এদিন বেলা ১২টার কিছু পরে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের আউটডোরে যাওয়া হয়েছিল। দেখা গেল, কিছু বিভাগে চিকিৎসক এলেও বেশিরভাগ বিভাগে চিকিৎসক নেই। বহির্বিভাগে দেওয়া তালিকা অনুযায়ী ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ১১, ১২, ১৩ এবং ১৪ নম্বর ঘরে বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসকদের বসার কথা। সেই অনুযায়ী এদিন গিয়ে দেখা গেল ২,৩, ৪, ৬, ১৩ নম্বর ঘরগুলিতে চিকিৎসকের দেখা পাওয়া গেলেও ৫, ১১, ১২, ১৪ নম্বর লেখা ঘরগুলিতে চিকিৎসকের দেখা নেই।

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

আঁচল দেওয়া মায়ের কদর বেশি

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : কে ভারতীয়, কে বাংলাদেশি, বলা দায়। এটাই হল তিস্তা চরের বাস্তবতা। বর্তমানে এসআইআর-এর পাল্লায় পড়ে বাংলাদেশ থেকে আসা অনেকের মধ্যেই ত্রাহি ত্রাহি রব। এদেশের নাগরিক হিসেবে দেখানোর মতো উপযুক্ত নথি তো নেই অনেকের কাছেই। কাজেই নাগরিকত্বের তালিকায় নাম তোলা নিয়ে চাপে পড়েছেন তাঁরা। আর এক্ষেত্রে মুশকিল আসান হয়ে দাঁড়িয়েছে বিয়ের সময় পাতানো বাবা-মায়েরা।

আঁচল দেওয়া মায়ের রীতিটা মূলত প্রচলিত মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে। কনের মায়ের বদলে মাতৃস্থানীয় কোনও মহিলা অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেন। নিজের মেয়ের মতো আঁচলের আশ্রয় দেন কনেকে। তাঁকেই বলে আঁচল দেওয়া মা। আর সম্পর্কের সুবাদে তাঁর স্বামী তখন হয়ে যান ওই কনের আঁচল দেওয়া বাবা। ওপার বাংলার কোনও তরুণীর এপারে বিয়ে হওয়ার সময় যদি স্থানীয় কোনও দম্পতি এই আঁচল দেওয়া বাবা-মায়ের ভূমিকা পালন করে থাকেন, তবে তাঁদের অনেকক্ষেত্রে দেখানো হচ্ছে জন্মদাতা বাবা বা জন্মদাত্রী মা হিসেবে।

সীমান্তে সামগ্রী আদান-প্রদান।

এসআইআর নিয়ে রাজ্যজুড়ে যখন হইচই চলছে, তখন মেখলিগঞ্জ সহ চ্যাংরাবান্ধা, ভোটবাড়ি, জামালদহ, কুচলিবাড়ি থেকে শুরু নিজতরফ

এরপর দশের পাতায়

বরমালার স্টেজে উঠেছে ছাঁদনাতলার শুভদৃষ্টি

বাঙালি বিয়েতে আইবুড়োভাত, গায়েহলুদ, গঙ্গা নিমন্ত্রণের মতো আচারকে ছাপিয়ে আজকাল মেহেন্দি ইভেন্ট, সংগীত নাইটের মতো ইভেন্টের বাড়বাড়ন্ত। বাঙালি আজ অবাঙালি আচারে মজেছে। জোরকদমে বদলে চলেছে উত্তরের বিবাহ-সংস্কৃতি।

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ১ ডিসেম্বর : চেনা ছবিটা পুরোপুরিভাবে বদলে যাওয়া শুরু হয়েছে উত্তরবঙ্গজুড়েই।

বাঙালি বিয়ের অঙ্গ বলতে পাকা দেখা, আইবুড়োভাত, গায়েহলুদ, গঙ্গা নিমন্ত্রণের মতো কত আচারই না রয়েছে। সবই কেমন যেন বদলে যেতে শুরু করেছে। কোনও কোনও জায়গায় এসব আচার ছোট করে পালন করা হচ্ছে। মূল উদ্দেশ্যটা অনেকাংশেই 'মেহেন্দি ইভেন্ট', 'সংগীত নাইট'-এর দিকে ঘুরে গিয়েছে। উত্তর ভারতীয় স্টাইলে হাত রাঙানো, ডিজাইনার মেহেন্দি আর সেইসঙ্গে থিমভিত্তিক সাজসজ্জা, ফোটোশুট, কোনওটিই এখন আর নতুন নয়। আগে বাঙালি বিয়ে মানেই পুরোদস্তুর আড্ডা, খালি গলায় গান আর হাসিঠাট্টার ছররা। আর এখন? সাউন্ড সিস্টেম, ডিজে, নাচের ট্রুপ, স্টেজ লাইট এবং ছন্দোবদ্ধ নাচে গোটা বিষয়টির অভিমুখ বদলে গিয়েছে।

চেনা ছবির এই বদলের বিষয়ে অনেকেই অকপট। সদ্য বিবাহিতা অর্পিতা দাসের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তরুণী বললেন, 'সংগীত নাইট না করলে বিয়েটা ব্যাকডেটেড হয়ে যাবে বলে মনে হয়েছিল। আর তাছাড়া সবাই এই আয়োজনে মাতছে। তাই আমার বিয়েতেও এই আয়োজন করা হয়েছিল।' সায় দিয়ে ইভেন্ট অর্গানাইজার অরিজিৎ রায়ের বিশ্লেষণ, ''বাঙালি পরিবারগুলি বিয়েকে আর শুধু আচার হিসেবে দেখে না। তারা বরং এটিকে 'গ্র্যান্ড সেলিব্রেশন' হিসেবে দেখা শুরু করেছে। সংগীত বা মেহেন্দি তাদের কাছে নতুন অভিজ্ঞতা।'' চাহিদা থাকাতেই তাঁরা এসবের আয়োজন করে থাকেন বলে তিনি জানালেন।

বাঙালি বরের আগমনে আগে শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, এক-আধজন আত্মীয়র নাচ দেখা যেত। আর এখন? বর আজকাল ডিজে সিস্টেম বাজানো গাড়িতে আসে। সঙ্গে পঞ্জাবি ডান্স ট্রুপ, বড় বড় ঢাকঢোল, ফগ গান, লাইট স্কোয়াড। 'শুভদৃষ্টি' পর্বে চোখ রাখা যাক। ছাঁদনাতলায় দাঁড়িয়ে বরকে উঁচু করে তোলা, কনের চোখ খুলে বরের দিকে তাকানো,

এরপর দশের পাতায়

বিজেপির আইটি সেলে তৃণমূল কর্মীর নাম

কালিয়াগঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : কালিয়াগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বিজেপির আইটি সেলের নবনির্মিত কমিটিতে সক্রিয় তৃণমূল যুব কর্মীর নাম ঘিরে চাঞ্চল্য। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই সোমবার শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল যুব কর্মী দীপঙ্কর বসুকে সামনে বসিয়ে শহর তৃণমূল কার্যালয়ে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করলেন কালিয়াগঞ্জের শহর তৃণমূল যুব সহ সভাপতি রতন বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন কালিয়াগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ কুণ্ডু। রতন বিশ্বাস জানিয়েছেন, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে পর্যন্ত দীপঙ্কর বিজেপি-মনস্ক ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে তিনি তৃণমূলের একজন একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে কাজ করে চলেছেন। দীপঙ্করেরও দাবি, 'একসময় বিজেপি করতাম। কিন্তু বিগত পাঁচ বছর ধরে বিজেপির সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। ওয়ার্ডে তৃণমূলের এসআইআর ক্যাম্পে নিয়মিত কাজ করছি। কেন আমার নাম বিজেপির আইটি সেলে রাখা হল, সেটা আমারও প্রশ্ন।' গত ২৮ নভেম্বর বিধানসভাভিত্তিক আইটি সেলের এই কমিটি প্রকাশ্যে আসে। তালিকাটিতে বিজেপির জেলা সভাপতি নিমাই কবিরাজের স্বাক্ষর ছিল। বিষয়টি নিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'কালিয়াগঞ্জ থেকে আমাকে এই কমিটি পাঠানো হয়েছে। ওদের কাছ থেকে বিষয়টি না শুনে আমি কিছু বলতে পারছি না।'

কোচবিহারের জহর রাজ্য ভলিবলের কোচ

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১ ডিসেম্বর : রাজ্য ভলিবল দলের কোচ হয়েছেন কোচবিহারের জহর রায়। তাঁর বাড়ি খাগড়াবাড়িতে। ইতিমধ্যেই তিনি কাজে যোগদান করেছেন। সামনে অনূর্ধ্ব-১৮ মেয়েদের জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতা রয়েছে। ওই দলকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন জহর সহ মোট তিনজন কোচ। কলকাতায় প্রশিক্ষণের ফাঁকেই জহর বলেন, 'বড় সুযোগ। খেলোয়াড়দের ভালো প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য আমার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আশা করছি রাজ্য দল ভালো ফল করবে।'

কয়েক দশক ধরে জহর ভলিবল খেলা ও কোচিংয়ের সঙ্গে যুক্ত। ১৯৯৮ সালে তাঁর নিজের ক্লাব নাট্য সংঘ ও পরবর্তীতে জেলা ক্রীড়া সংস্থার কোচ হিসেবে পথচলা শুরু। আগে ১৯৯৪ সালে বাংলা দলের হয়ে ভলিবল খেলেছেন। জহরবাবুর কোচিংয়ে ২০০৩ সালে রাজ্য আন্তঃবিদ্যালয় ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হয় কোচবিহার। ২০০৫ সালে রাজ্য ভলিবলের সাব-জুনিয়রে কোচবিহার জেলা দলকে রানার্স করার নেপথ্যেও ছিল তাঁর অগ্রণী ভূমিকা।

পরে ২০০৮ সালের জুনিয়ার বিভাগেও জহরের প্রশিক্ষণে কোচবিহার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ২০২২ সাল থেকে তিনি জেলা ক্রীড়া সংস্থার ভলিবল বিভাগের সচিবের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। জহরের দায়িত্বপ্রাপ্তির খবরে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুব্রত দত্ত বলেন, 'জহর একজন দক্ষ কোচ। তাঁর নেতৃত্বে বাংলা দল নিশ্চয় সাফল্য পাবে। জেলার আরও খেলোয়াড়রা রাজ্য দলে খেলার সুযোগ পাবে বলে আশা করি।'

> বড় সুযোগ। খেলোয়াড়দের ভালো প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আশা করছি, রাজ্য দল ভালো ফল করবে।
>
> **জহর রায়**

অদম্য ইচ্ছেশক্তিতে সাফল্য

ম্যাট নেই, নদীর পাড়ে কুস্তিচর্চা

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১ ডিসেম্বর : কবি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'ছন্নছাড়া' কবিতায় নেই রাজ্যের বাসিন্দাদের কথা উল্লেখ করেছিলেন। বর্তমানে এই কবিতা লিখলে তিনি নিঃসন্দেহে এই 'নেই রাজ্যের বাসিন্দা' হিসেবে আলিপুরদুয়ারের কুস্তিগিরদের কথাই বলতেন। বলবেন নাই বা কেন, জেলায় যে কুস্তিচর্চার কোনও পরিকাঠামোই নেই। কুস্তির আখড়া থেকে শুরু করে জুতো, কস্টিউম এমনকি কুস্তির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ম্যাট, কোনওটাই এখানে নেই।

কিন্তু এত নেই-এর মাঝেও যেটা আছে তা হল, কিছু ছেলেমেয়ের প্রতিভা এবং অদম্য ইচ্ছাশক্তি। সেটার ওপর ভর করেই তাঁরা কুস্তিচর্চা করে যাচ্ছেন। তাঁদের এই কসরতের সাফল্যও আসছে। ইতিমধ্যেই জেলার আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের বিন্দিপাড়া মজিদখানা, চেপানি সহ বিভিন্ন গ্রামের ছেলেমেয়েরা জেলা, রাজ্য এবং জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে সাফল্য পেয়েছেন। জেলার দুই তরুণ জাতীয় স্তরে খেলার সুযোগ পেয়েছেন। রাজ্য স্তরেও এসেছে স্বর্ণপদক। জেলার একমাত্র মহিলা কুস্তিগির মৌসুমি রায় প্রবল আর্থিক অনটনের মধ্যেও নিয়মিত পরিশ্রম করে রাজ্য স্তরে ব্রোঞ্জ জিতে নজির সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কথায়, 'আমরা যারা কুস্তি খেলছি, তারা প্রত্যেকেই অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে আসা। কুস্তির প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম কেনার সামর্থ্য আমাদের নেই।'

গদাধর নদীর চরে কুস্তির প্রশিক্ষণ।

কার্যত একই কথা শোনা যায় সৌরভ বর্মন, রজনী রায়, সুরজিৎ মোদক, জয়ন্ত রায়, বুবাই রায়, মানিক রায়, নিমাই দাস, নন্দগোপাল দাসদের গলাতেও। তাঁরা প্রত্যেকে বর্তমানে নিয়মিত বিন্দিপাড়া গ্রামে খেলার মাঠে কুস্তিচর্চা করে যাচ্ছেন। তাঁরা জানান, কুস্তিচর্চা করার জন্য একটি হলঘর তাঁদের বিশেষভাবে প্রয়োজন। এছাড়া ম্যাট, খেলার জন্য জুতো, কস্টিউম এবং অন্য সমস্ত সরঞ্জামের অভাব রয়েছে। কোনও পরিকাঠামো না থাকায় তাঁরা গদাধর নদীর চরে বালিমাটিতে গিয়ে অনুশীলন করতে বাধ্য হচ্ছেন। জেলায় কোনও প্রশিক্ষক নেই। আন্তর্জাতিক কোচ এবং রেফারি ভূমিপুত্র নন্দন দেবনাথ তাঁদের ভীষণভাবে সাহায্য করেন এবং উৎসাহ জোগান। বর্তমানে কলকাতায় থাকলেও যখনই বাড়ি আসেন লাগাতার প্রশিক্ষণ দেন। এছাড়া দূরে থাকলেও ভিডিও তৈরি করেও পাঠান। তাঁর সহযোগিতা ছাড়া আমরা কোনওভাবেই এই সাফল্য পেতাম না। তবে সঠিক পরিকাঠামো পেলে এলাকার অনেক ছেলেমেয়ে কুস্তির প্রতি আগ্রহী হবে বলে তাঁদের বিশ্বাস।

তাঁদের কথায়, 'নন্দন দেবনাথ না থাকলে আমাদের কোনওভাবেই কুস্তি খেলা সম্ভব হত না। আমাদের জেলায় রেসলিংকে এগিয়ে নিতে হলে উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলা একান্তভাবে জরুরি। খেলোয়াড়দের সরঞ্জাম দিয়ে সহযোগিতা করাও ভীষণভাবে প্রয়োজন। তার জন্য সরকারি উদ্যোগ গ্রহণের আবেদন জানাচ্ছি।'

পশ্চিমবঙ্গ রেসলিং অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক নন্দন দেবনাথ বলেন, 'দূরে থাকলেও ওদের সহযোগিতা বা উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছি। পরিকাঠামো এবং সরঞ্জামের ঘাটতি রয়েছে। সেই সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের চেষ্টা চালাচ্ছি। আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে যথাসাধ্য সহযোগিতা করা হবে।'

অ্যাফিডেভিট

আমি তপতী ভৌমিক স্বামী- পার্থ ভৌমিক, পান্ডাপাড়া রোড, জলপাইগুড়ি ভোটার কার্ডে ভুল থাকায় 29.11.2025 তারিখে LD. J.M. 2nd Court, Jalpaiguri affidavit No. 5048 বলে তপতী ভৌমিক এবং তপতী ভোমিক (বিশ্বাস) একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম। (C/119176)

●

আমি Pranab Ghosh, পিতা : Anil Ghosh, পোঃ আলিপুরদুয়ার কোর্ট, থানা ও জেলা : আলিপুরদুয়ার। ড্রাইভিং লাইসেন্স (No : WB6920050865149)-এ আমার ও পিতার নাম ভুল থাকায় গত ২৮/১১/২০২৫ তারিখে আলিপুরদুয়ার LD 1ST JM কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Pranab Ghossh, পিতা: Anil Ch Ghosh থেকে Pranab Ghosh, পিতা : Anil Ghosh হলাম। (C/118750)

ভর্তি

শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের আগামী শিক্ষাবর্ষের (২০২৬) পঞ্চম শ্রেণির বাংলা/ইং মাধ্যমের ভর্তির ফর্ম ৩রা ডিসেঃ থেকে ১২ই ডিসেঃ ২০২৫ পর্যন্ত দেওয়া ও নেওয়া হবে। প্রধান শিক্ষক। (C/119175)

কর্মখালি

সুবর্ণ সুযোগ- আলিপুর/ জলপাইগুড়ি/শিবমন্দিরবাসীদের বাড়ি থেকে 2/3 ঘণ্টা কাজে উচ্চ আয়। M : 9733170439. (K)

অ্যাফিডেভিট

আমি Prithwish Chandra Roy আমার কন্যা Poly Roy-এর জন্মশংসাপত্রে আমার নাম ভুল থাকায় গত ইং 13-11-25 তারিখে জলপাইগুড়ি J.M. 1st কোর্ট হইতে অ্যাফিডেভিট বলে আমার সঠিক নাম Prithwish Chandra Roy হবে। Pritish Ch. Roy ও Prithwish Chandra Roy উভয়ই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। শালবাড়ী, ধূপগুড়ি। (A/B)

●

আমি Prakash Das S/o Subal Das Vill-Chandipur P.O. Kajigram Chandipur P.S. English Bazar Dist. Malda Pin - 732103 আমার ছেলের জন্ম সংসাপত্রে যার No. B/2024/0561236 dt. 19/04/2024 আমার ছেলের নাম ভুল থাকায় গত 18/3/2025-এ প্রথম শ্রেণী J.M কোর্ট মালদহ অ্যাফিডেভিট বলে Pranajit Das থেকে Soumojit Das করা হল।

●

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB631996094 আমার এবং বাবার নাম ভুল থাকায় গত 14-10-2025, J.M. 3rd Court সদর, কোচবিহার, In Charge, অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Sammi Mahammad এবং Sammi Mahammed, পিতা Khalil Khan এবং MD. Khalil Khan এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। নতুন পল্লী, ওয়ার্ড নং 8, পোঃ ও জেলা ঃ কোচবিহার। (C/118921)

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
OFFICE OF THE REGISTRAR

Sealed quotations are invited for repairing, along with replacement of spare parts (IR Source (Part No. 1005855) Bruker FTIR Alpha) and service charges for Bruker FTIR Alpha II of the Department of Pharmaceutical Technology, University of North Bengal. For details, please see : www.nbu.ac.in

Advt. No. 36/R-2025
Dated : 02.12.2025
Registrar (Acting)

তিনসুকিয়া ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : টিএসকে/ইএনজিজি/৬৯ অফ ২০২৫, তারিখ ঃ ২৭-১১-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: আইটেম নং. ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ তিনসুকিয়া ডিভিশনের চেলেংহাট (এসএলএক্স) স্টেশনে উচ্চ স্তরের প্ল্যাটফর্মের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য ঃ ৫,০৬,৬৮,৯৫৯/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ৪,০৩,৪০০/- টাকা; আইটেম নং. ২; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ তিনসুকিয়া ডিভিশনে - নিউ সিলিগুড়িওয়ে পণ্য লোডিং এবং আনলোডিং সুবিধা এবং অন্যান্য বিবিধ কাজের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য ঃ ৯,৭৪,২১,৩৩২/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ৬,৩৭,২০০/- টাকা; আইটেম নং. ৩; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ তিনসুকিয়া ডিভিশনে - নিউ সিলিগুড়িওয়ে পণ্য লোডিং এবং আনলোডিং সুবিধা প্রদানের জন্য কিমি ৪২/৭-৮-তে ব্রিজনং ৫৯এ এবং কিমি ৪১/৭-৮ তে ব্রিজনং ৫৯ -এর সম্প্রসারণ। টেন্ডার মূল্য ঃ ২,৮১,২১,৩৪১/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ২,৯০,৬০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৮-১২-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৬:০০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৮-১২-২০২৫ তারিখ ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম(ওয়ার্কস), তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

e-TENDER Corrigendum

Vide notification no. 1718 & 1919/DCFS/JPG/25, Dt: 07/11/2025 bids are requested from interested bidders for engagement of vendors for Stationeries and Good Vehicles. Last Date of Submission: 04/12/2025 till 2 PM. For Stationeries & 04/12/2025 till 2 PM for Goods Vechicles. Please follow the website **https://www.wbtenders.gov.in** and notice board O/o DCF&S, Jalpaiguri.

Sd/-
DCF&S,
Jalpaiguri

কাটিহার মণ্ডলে সহযোগী সিগন্যালিং কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর-এন-২০২৫-কে-৬২ তারিখঃ ২৬-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ কাটিহার মণ্ডলের সামসি স্টেশনে য়ার্ড উন্নতকরণের সঙ্গে সম্পর্কিত সহযোগী সিগন্যালিং কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ২,০৮,৪৯,১৩৬/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৫৪,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৮-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ১৮-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম/(এসএন্ডটি)/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: কেআইআর/ইএনজিজি./৬৭অব ২০২৫, তারিখঃ ২৬-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এসএসই/ওয়ার্কস/গুন্ড মালদা অধিক্ষেত্রের অধীনে কুমেদপুর - একলাখির মধ্যে কেএম ১৭৯/৩-৪ এ লেভেল ক্রসিং নং. এনসি-৮৮ ও কেএম ১৭৬/৭-৮ এ লেভেল ক্রসিং নং. এনসি-৮৬ এর বদলে আরইউবি/এলএইচএস-এর ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্যঃ ১১,২০,৬৪,৫৬৪.৭৬ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৭,১০,৩০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ সিনিয়র ডিইএন/I/কাটিহারের অধিক্ষেত্রের অধীনে ওয়েল্ডিং-এর সিঙ্গেল শট ক্রসিবল মেথড এবং কম্প্রেসড এয়ার প্রিহিটিং সিস্টেম-এ ব্যবহারের জন্য ৬০কেজি / ৬০ইআই আর ২৬০ গ্রেড রেল-এর জন্য এটি ওয়েল্ডিং পোর্শনের উৎপাদন ও সরবরাহ। টেন্ডার মূল্যঃ ৬৫,০৮,৫২৫.৪৭ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ১,৩০,২০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ৩। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এডিইএন/বারসুই জংশন অধিক্ষেত্রের অধীনে আরইউবি-এর ভেতরে জমে থাকা পানী অপসারণ। টেন্ডার মূল্যঃ ১৭,৫৬,০৯৮.৭৫ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৩৫,১০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ৪। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ (ক) সিনিয়র ডিইএন/I/কাটিহারের অধিক্ষেত্রের অধীনে ওয়ার্ন আউট ১ ইন ১২ এবং ১ ইন ৮.৫ ক্রসিং বডি, সুইচ ইত্যাদির রিকন্ডিশনিং। (খ) সিনিয়র ডিইএন/II/কাটিহারের অধিক্ষেত্রের অধীনে ওয়ার্ন আউট ১ ইন ১২ এবং ১ ইন ৮.৫ ক্রসিং বডি, সুইচ ইত্যাদির রিকন্ডিশনিং। (গ) সিনিয়র ডিইএন/IV/কাটিহারের অধিক্ষেত্রের অধীনে ওয়ার্ন আউট ১ ইন ১২ এবং ১ ইন ৮.৫ ক্রসিং বডি, সুইচ ইত্যাদির রিকন্ডিশনিং। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৪৯,১২,৭৭৬.৫২ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ২,২৪,৬০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ৫। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ডিভিশনাল হাসপাতাল, কাটিহারঃ ছাদের লিকেজ, আইসোলেশন ওয়ার্ড, ফিজিওথেরাপিস্ট ইউনিট-এর মেরামত ও আপগ্রেডেশন। টেন্ডার মূল্যঃ ৮৭,৪৬,২৭৯.০৭ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ১,৭৪,৯০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৬-১২-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ২৬-১২-২০২৫ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৬-১২-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

e-TENDER NOTICE
Matiali Panchayat Samiti
Matiali :: Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No.WB BLOCK/36/BDO/MATIALI/2025-26
Last date of online bid submission : 09-12-2025 upto 18:00 hours.
For further details following site may be visited **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Matiali :: Jalpaiguri

e-TENDER NOTICE
Matiali Panchayat Samiti
Matiali :: Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No.WB BLOCK/37/BDO/MATIALI/2025-26.
Last date of online bid submission : 09-12-2025 upto 18:00 hours.
For further details following site may be visited **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Matiali :: Jalpaiguri

পূর্ব রেলওয়ে

অকশন ক্যাটালগ

অ্যাডমিন ইউনিট/জোন ঃ শিয়ালদহ ডিভিশন-কমার্শিয়াল, পূর্ব রেলওয়ে। অকশন আহ্বানকারী কর্তৃপক্ষ ঃ সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রুম নং ৪৪, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪। অকশন ক্যাটালগ নং ঃ এসডিএএইচ-পার্সেল-৪৯। অকশন শুরু (সব লটের জন্য) ঃ ১৫.১২.২০২৫, দুপুর ১২টা। অকশন বন্ধের তারিখ/সময় ঃ ১৫.১২.২০২৫, দুপুর ১২টা ৫০ মিনিট। অটো এক্সটেনশন জোন ঃ ১২০ সেকেন্ড। অটো এক্সটেনশনের মেয়াদ ঃ ১২০ সেকেন্ড। অকশনের ধরন ঃ ক্লোজ এন্ডেড। ইনিশিয়াল কুলিং অফ পিরিয়ড ঃ ৩০ মিনিট। পরবর্তী লটের ক্লোজিং ইন্টারভ্যাল ঃ ১০ মিনিট। সর্বোচ্চ অটো এক্সটেনশন ঃ ১০ বার। ক্যাটালগ প্রকাশের তারিখ ঃ ২৭.১১.২০২৫, সন্ধ্যা ৬টা ২৫ মিনিট। ডিসিশন মোড - অটো, আরপি প্রদর্শিত - না, আরপি-র নিচে অনুমোদিত বিড - হাঁ, প্রথম প্রত্যাখ্যানের অধিকার (আরওএফআর) প্রযোজ্য কিনা ঃ না, চুক্তির আদর্শ শর্তাবলী (সংস্করণ ২) - দৃশ্যমান, সংশোধনী। লটের বিবরণ ঃ ক্যাটিগরি/সাব ক্যাটিগরি ঃ সমস্ত ফিল্টার লট সিকুয়েন্স নং.; লট নং./ক্যাটিগরি; বিবরণ; বন্ধের তারিখ/সময় ঃ এএ/১; ১৩১৫৯-এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-এনওকিউ-২৫-১ (পার্সেল এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কমপার...); ১৫.১২.২০২৫ তারিখ, ১২.৩০ মিনিটে। এএ/২; ১৩১৮৫-এসএলআর-আর ১-এসডিএএইচ-জেওয়াইজি-২৫-১ (পার্সেল এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কমপার...); ১৫.১২.২০২৫ তারিখ, ১২.৪০ মিনিটে। এএ/৩; ১৩১৫৯-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-জেনিএন-২৫-১ (পার্সেল এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কমপার...); ১৫.১২.২০২৫ তারিখ, ১২.৫০ মিনিটে। রেট ইউনিট ঃ প্রতিটি সিকোয়েন্স নং-এর জন্য প্রতি ট্রিপ লাইসেন্সিং ফি। ট্রিপ/দিন ঃ সিকোয়েন্স নং এএ/১ ও এএ/২ জন্য ১০১৬ এবং সিকোয়েন্স নং এএ/৩-এর জন্য ৪৭০। ন্যূনতম বৃদ্ধি ঃ সব সিকোয়েন্স নং-এর জন্য ০.২%। ইএমডি ঃ সব সিকোয়েন্স নং-এর জন্য ১০%। প্রয়োজনীয় টার্নওভার ঃ সিকোয়েন্স নং. এএ/১ ও এএ/২-এর জন্য ২০০০০০০, সিকোয়েন্স নং. এএ/৩-এর জন্য ০। আরওএফআর প্রযোজ্য কিনা? ঃ সব সিকোয়েন্স নং-এর জন্য না। লটের অবস্থা ঃ সব সিকোয়েন্স নং-এর জন্য আরপি পেন্ডিং। অকশনস ঃ সব সিকোয়েন্স নং-এর জন্য ■।

(SDAH-277/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

হাওড়া ডিভিসনে নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

সংশোধনী

হাওড়া ডিভিসনের বর্ধমান-খানা শাখায় খানা স্টেশনে ০২.১২.২০২৫ থেকে ০৫.১২.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ০৪ দিনের প্রি নন-ইন্টারলকিং এবং ০৬.১২.২০২৫ থেকে ০৮.১২.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ০৩ দিনের নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত পূর্বে প্রকাশিত উপরোক্ত শীর্ষাঙ্কিত বিজ্ঞাপনের প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য যে ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কিছু পরিবর্তন করা হয়েছেঃ ● নিয়ন্ত্রণঃ (১) ১৩০২৪ গয়া-হাওড়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.১২.২০২৫) পথিমধ্যে ১ ঘণ্টার জন্য উপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে। (২) ১৩১৫৪ মালদা টাউন-শিয়ালদহ গৌড় এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.১২.২০২৫) পথিমধ্যে ১৫ মিনিটের জন্য উপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে। ● পুনঃনির্ধারণঃ (১) ২২৫০৪ ডিব্রুগড়-কন্যাকুমারী বিবেক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.১২.২০২৫) ১ ঘণ্টা ২০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে অর্থাৎ ডিব্রুগড় থেকে সন্ধ্যা ৭টা ৩৫ মিনিটের পরিবর্তে রাত ৮টা ৫৫ মিনিটে ছাড়বে। (২) ১২৫১০ গুয়াহাটি-এসএমভিটি বেঙ্গালুরু সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.১২.২০২৫) ২ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে অর্থাৎ গুয়াহাটি থেকে সকাল ৬টা ১৫ মিনিটের পরিবর্তে সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে ছাড়বে। (৩) ১৩১৬০ যোগবানী-কলকাতা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.১২.২০২৫) ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে অর্থাৎ যোগবানী থেকে দুপুর ৩টে ৪৫ মিনিটের পরিবর্তে বিকেল ৫টা ২৫ মিনিটে ছাড়বে। বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ স্পেশাল বা দেরিতে চলা ট্রেন এবং ব্লক চলাকালীন নতুনভাবে চালু হওয়া ট্রেন/পার্সেল ট্রেন/টিওডি, যদি থাকে, তাহলে তা পথিমধ্যে উপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ/পথ পরিবর্তন করা হবে। যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এপি/ইএল/১৮/২৫-২৬; তারিখ: ২৭-১১-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং. : এপি/ইএল/১৮/২৫-২৬। কাজের নাম ঃ বৈদ্যুতিক কাজ : আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে - ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতালে ওপিডি করিডোর, ফার্মেসি করিডোর প্রশস্তকরণ, ০১টি মহিলা টয়লেট, ০৩টি রোস্টাম এবং ০২টি ডাক্তারের চেম্বার স্থাপনের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য: ৬,৮৬,০৭৭.০৯/- টাকা; বায়না মূল্য: ১৩,৭০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৯-১২-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:৩০ টায়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখুন।

ডিআরএম/ইলেক্ট.(জি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এপি/ইএল/১৭/২৫-২৬ তারিখঃ ২৭-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ টেন্ডার সংখ্যা. এপি/ইএল/১৭/২৫-২৬। কাজের নামঃ বৈদ্যুতিক কাজের জন্যেঃ আলিপুরদুয়ার জংশন মণ্ডলের নিউ কোচবিহার, নিউ আলিপুরদুয়ার, কোকরাঝার, আলিপুরদুয়ার জংশন, নিউ মাল জংশন, হাসিমারা, দিনহাটা, দলগাঁও, ফকিরাগ্রাম জংশন, জলপাইগুড়ি রোড, ধুবড়ি, গোসাইগাঁও হাট, বামনহাট, ধূপগুড়ি এবং ফালাকাটা স্টেশনে স্থাপন করার জন্য ২১ টি এটিভিএম মেশিনে বিদ্যুৎ যোগানের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশিঃ ৪,৮৭,৭৯১.৬৯/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৯,৮০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৯-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট (জি)/ আলিপুরদুয়ার জংশন কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সহায়ক ডিইই/জিএন্ডসিএইচজি, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

BINA MOHIT MEMORIAL SCHOOL
MAHISHBATHAN, COOCHBEHAR
RECRUITMENT NOTICE

SL. NO.	POST	VACANCY	DESIRED QUALIFICATION
1	PGT Economics	1	MA., B.Ed.
2	PGT Mathematics	1	M.Sc., B.Ed.
3	PRT	2	Graduate, B.Ed./ D.El.Ed.
4	Secretary to the Principal	1	Graduate and knowledge of Computer

N.B.: i. Candidates applying must have proficiency in speaking English. ii. Work experience is must for PGT Mathematics. iii. Candidates with specialization in English and Mathematics will be preferred for PRT.

Please send your resume at the latest by 10th December, 2025.
E-mail ID: binamohitmemorialschool@rediffmail.com

ডিসেম্বর, ২০২৫ মাসের জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

লামডিং ডিভিশনের অধিক্ষেত্রের অধীনে রেলওয়ের বর্জিত সামগ্রী বিক্রির জন্য ডিসেম্বর, ২০২৫ মাসের জন্য নিম্নবর্ণিত হিসেবে তারিখে ই-নিলাম কর্মসূচি স্থির করা হয়েছে।

ক্র.নং.	মাস	স্থির করা তারিখ
১	ডিসেম্বর, ২০২৫	০৯-১২-২০২৫, ১৬-১২-২০২৫ ২৩-১২-২০২৫, ৩০-১২-২০২৫

আগ্রহী বিডাররা আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এর মাধ্যমে ই-নিলাম কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

সিনিয়র ডিভিশনাল ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

তিনসুকিয়া মণ্ডলে পার্সেল স্ক্যানার মেশিনের স্থাপন এবং পরিচালনের জন্যে ই-নিলাম

তিনসুকিয়া মণ্ডলের নিউ তিনসুকিয়া, ডিব্রুগড়, মরিয়ণি জংশন এবং যোরহাট টাউন রেলওয়ে স্টেশনের পার্সেল কার্যালয়ে পার্সেল স্ক্যানার মেশিনের স্থাপন এবং পরিচালনের জন্যে ই-নিলাম। রেট ইউনিটঃ বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। ট্রিপস/দিনঃ ১০৯৬।

অকশন ক্যাটালগ সংখ্যা. টিএসকে-পিএসএম-২০২৫-০৪

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	এমএসএস-টিএসকে-এমএক্সএন-পিএস-১৫-২৫-১ (এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-পার্সেল স্ক্যানার)	মরিয়ণি জংশন রেলওয়ে স্টেশনের পার্সেল কার্যালয়ে পার্সেল স্ক্যানার মেশিনের স্থাপন এবং পরিচালন
এএ/২	এমএসএস-টিএসকে-জেটিটিএন-পিএস-১৬-২৫-১ (এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-পার্সেল স্ক্যানার)	যোরহাট টাউন রেলওয়ে স্টেশনের পার্সেল কার্যালয়ে পার্সেল স্ক্যানার মেশিনের স্থাপন এবং পরিচালন
এএ/৩	এমএসএস-টিএসকে-এনটিএসকে-পিএস-১৩-২৫-১ (এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-পার্সেল স্ক্যানার)	নিউ তিনসুকিয়া রেলওয়ে স্টেশনের পার্সেল কার্যালয়ে পার্সেল স্ক্যানার মেশিনের স্থাপন এবং পরিচালন
এএ/৪	এমএসএস-টিএসকে-ডিবিআরজি-পিএস-১৪-২৫-১ (এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-পার্সেল স্ক্যানার)	ডিব্রুগড় রেলওয়ে স্টেশনের পার্সেল কার্যালয়ে পার্সেল স্ক্যানার মেশিনের স্থাপন এবং পরিচালন

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৯-১২-২০২৫ তারিখে ১১.০০ ঘণ্টায় এবং বন্ধ হবেঃ ১২.০০ ঘণ্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারেন।
টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল বাণিজ্য প্রবন্ধক (আইসি), তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৯৩০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৯৯৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৩৫০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৭৫৫৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৭৫৬৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

দুর্গা কি সত্যিই লোভী? না আছে অন্য পরিকল্পনা?
জগদ্ধাত্রী সন্ধে ৭.০০ জি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ শুধু একবার বলো, দুপুর ১.৪৫ অরুন্ধতী, বিকেল ৪.৪৫ আলো, সন্ধে ৭.৪৫ জানেমন, রাত ১০.৩০ পারব না আমি ছাড়তে তোকে
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ নীল আকাশের চাঁদনি, দুপুর ১.০০ জীবন নিয়ে খেলা, বিকেল ৩.৩০ মহাগুরু, সন্ধে ৭.০০ বন্ধু, রাত ১০.৩০ চ্যালেঞ্জ-টু
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ আমার প্রেম, দুপুর ১২.০০ বাবা কেন চাকার, ২.৩০ এক চিলতে সিঁদুর, বিকেল ৫.০০ শত্রু মিত্র, রাত ১০.৩০ স্বার্থপর
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ আঁধার পেরিয়ে
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ রাখে হরি মারে কে
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ভালোবাসায় ছোঁয়া
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.২০ সিংহম রিটার্নস, সন্ধে ৬.৫০ খুদা গওয়াহ, রাত ১০.০০ খুল্লম খুল্লা পেয়ার করে
জি সিনেমা : সকাল ১০.২৭ কার্তিকেয়-টু, দুপুর ১.১৩ বেবি জন, বিকেল ৪.১৯ কৃশ, সন্ধে ৭.৫৫ রেইড-টু, রাত ১০.৪৪ হিরোপন্তি-টু
জি বলিউড : বেলা ১১.৩৯ ম্যায় অওর মেরা হাতি, দুপুর ২.৩২ আ আব লওট চলেঁ, সন্ধে ৬.০৭ কোয়লা, রাত ৯.০০ ঘায়ল, ১২.০০ ধর্ম কর্ম
জি অ্যাকশন : বেলা ১১.১৪ রাউডি নাম্বার ওয়ান, দুপুর ১.৫২ খিলাড়ি ৪২০, বিকেল ৪.২৩ দবং
এমএনএক্স : দুপুর ২.১০ দ্য হাঙ্গার গেমস : ক্যাচিং ফায়ার, বিকেল ৪.২০ নাউ ইউ সি মি, রাত ৯.০০ রেসিডেন্ট ইভিল, রেজারেকশনস

কোয়লা সন্ধে ৬.০৭ জি বলিউড

গুরজিৎ সিং-এর গান শুনুন **গুড মর্নিং আকাশ** অনুষ্ঠানে সকাল ৭.০০ আকাশ আট

বন্ধু সন্ধে ৭.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটবে। নতুন কোনও আসবাবপত্র উপহার পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সম্ভাবনা। বৃষ : আত্মীয়ের পরামর্শে কোনও আর্থিক সংস্থায় টাকা রেখে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। সংসারে সামান্য কারণে অশান্তি। মিথুন : স্ত্রীর ভাগ্যে প্রচুর সম্পত্তির মালিকানা পেতে পারেন। শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিকিৎসার জন্য ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। কর্কট : অসাধু ব্যক্তির পরিকল্পনায় পড়ে প্রচুর অর্থ নষ্ট হতে পারে। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা বাড়বে। পড়াশোনায় উন্নতি। সিংহ : নতুন বাড়ি নির্মাণে আর্থিক সংস্থা থেকে ঋণ মঞ্জুর হয়ে যাবে। হিংস্র পশু থেকে সাবধান। উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কাটবে। কন্যা : অপ্রত্যাশিত কোনও খবর পেয়ে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়বে। বকেয়া অর্থ ফেরত পেয়ে স্বস্তি। তুলা : সামান্য কারণে কোনও আত্মীয়ের কাছে হেনস্তা হতে হবে। বিজ্ঞানচর্চায় বিশেষ সাফল্য পাবেন। প্রেমে মান-অভিমান চলবে। বৃশ্চিক : প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য এবং চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। ধনু : বেহিসেবী খরচে রাশ টানতে না পারলে আর্থিক সমস্যায় পড়তে পারেন। বৈদ্যুতিন সামগ্রীর ব্যবসায়ীদের লাভের পরিমাণ বাড়বে। মকর : অতিরিক্ত ভোগবিলাসের কারণে খরচের বহর বাড়বে। রাস্তাঘাটে তর্কবিতর্ক থেকে নিজেকে দূরে রাখুন। আর্থিক শুভ। কুম্ভ : প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে পরিবারে অশান্তি বাড়তে পারে। জমি বা ফ্ল্যাট কেনার আগে কাগজপত্র ভালো করে যাচাই করে নিন। মীন : পরিবারে সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে শান্তিপূর্ণ আলোচনায় সমস্যার সমাধান হবে। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৫ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২, ভাঃ ১১ অগ্রহায়ণ, ২ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৫ অঘোন, সংবৎ ১২ মার্গশীর্ষ সুদি, ১০ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।৬, অঃ ৪।৪৮। মঙ্গলবার, দ্বাদশী দিবা ১২।১২। অশ্বনীনক্ষত্র রাত্রি ৬।২৫। বরীয়ানযোগ রাত্রি ৭।৩৩। বালবকরণ দিবা ১২।১২ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ১১।৫ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, রাত্রি ৬।২৫ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ১২।১২ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- নৈর্ঋতে, দিবা ১২।১২ গতে দক্ষিণে। বারবেলাদি ৭।২৬ গতে ৮।৪৬ মধ্যে ও ১২।৪৭ গতে ২।৭ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৩০ গতে ৮।৭ মধ্যে। যাত্রা- শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৮।৪৬ গতে নৈর্ঋতে অগ্নিকোণেও নিষেধ, দিবা ১২।১২ গতে মাত্র উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৬।২৫ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- সীমন্তোন্নয়ন, দিবা ১২।১২ মধ্যে পুংসবন, রাত্রি ৬।২৫ গতে গর্ভাধান। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- দ্বাদাশীর একোদ্দিষ্ট ও এবং ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট সপিণ্ডন। পূর্বাহ্ন ৯।৪০ মধ্যে একাদশীর পারণ। গোস্বামীমতে অখণ্ডদান দ্বাদশীব্রত। মৎস্যদ্বাদশী। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ৭।৪৫ গতে ১১।৬ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩৫ গতে ৮।২৯ মধ্যে ও ৯।২৩ গতে ১২।৪ মধ্যে ও ১।৫২ গতে ৩।৩৯ মধ্যে ও ৫।২৭ গতে ৭।৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।৩৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

দুই জেলায় নতুন শিল্প নিয়ে সুস্পষ্ট ধারণা মিলল না

দিশা দেখাল না শিল্প সম্মেলন

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১ ডিসেম্বর : দুই জেলার সাড়ে চারশোরও বেশি উদ্যোগীকে নিয়ে শিল্প সম্মেলন হল বটে কিন্তু আগামীদিনে পথ চলার কোনও নির্দিষ্ট রূপরেখা দেখা গেল না।

সোমবার কোচবিহারের উৎসব অডিটোরিয়ামে কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলার প্রায় ৪৫০ উদ্যোগীকে নিয়ে এই প্রথম শিল্প সম্মেলন হল। বিভাগীয় মন্ত্রী সেখানে ভাষণ দেন। দুপুরে খাওয়াদাওয়াও হল। কিন্তু তাতে আদৌ এই দুই জেলায় আগামীদিনে কোনও নতুন শিল্প হবে কি না বা কেউ শিল্পে বিনিয়োগ করবেন কি না সে বিষয়ে সুস্পষ্ট করে কিছু ধারণা মিলল না।

এদিনের সম্মেলনে তাঁর ভাষণে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প দপ্তরের বিভাগীয় মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, 'আগামী দু'-তিন বছরে কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলায় ৪৪০ কোটি টাকা বিনিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে। শিল্পোদ্যোগীদের তরফে আমাদের কাছে এ ধরনের নানা প্রস্তাব জমা পড়েছে। এছাড়া, এই দুই জেলার শিল্পের ও শিল্পোদ্যোগীদের বিভিন্ন সমস্যায় সরকার তাঁদের পাশে রয়েছে।' শিল্পের সম্ভাবনা নিয়ে বলতে গিয়ে মন্ত্রী এদিন কোচবিহার জেলায় পাট, টমেটো, তামাক, কাঁচালংকা সহ বিভিন্ন সবজি চাষ, আলিপুরদুয়ার জেলায় চা, পর্যটনের বিষয়ে শিল্প সম্ভাবনার বিষয়টি তুলে ধরেন। তবে ঠিক কোন পথে কীভাবে দুই জেলার শিল্প উত্তরণপর্বে শামিল হবে সে বিষয়ে তাঁর বক্তব্য থেকে নির্দিষ্ট করে কিছু জানা যায়নি।

কোচবিহারের উৎসব স্টেডিয়ামে বক্তব্য রাখছেন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা।

এদিনের সম্মেলনে সেভাবে দিশা না মিললেও শিল্পোদ্যোগীরা অবশ্য উত্তরণের স্বপ্ন দেখছেন। কোচবিহার ডিস্ট্রিক্ট ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিলীপ বণিক বলেন, 'কোচবিহারের শিল্পোদ্যোগীর অভাব নেই। তুফানগঞ্জে ১৫০ কোটি টাকার ভুট্টাশিল্প করতে কয়েকজন আগ্রহী। বিভিন্ন ক্ষুদ্রশিল্পে ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে কয়েকজন আগ্রহ দেখিয়েছেন। আমরা এই দাবির বিষয়গুলি জেলা শাসককে লিখিতভাবে জানিয়েছি। তবে বিভিন্ন লাইসেন্সের ক্ষেত্রে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট (এনওসি) মেলাটা সমস্যাজনক। এ বিষয়ে অনলাইনে সিঙ্গল উইন্ডোর ব্যবস্থার দাবি জানানো হলেও সমস্যা মেটেনি।' সমস্যা দ্রুত সমাধানের দাবিতে তিনি সরব হন।

বহু প্রস্তাব

- তুফানগঞ্জে ১৫০ কোটি টাকার ভুট্টা শিল্প করতে কয়েকজন আগ্রহী
- বিভিন্ন ক্ষুদ্র শিল্পে ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে কোচবিহারে আগ্রহ
- আলিপুরদুয়ারে ফ্লাই অ্যাশ দিয়ে ইট তৈরি, কোল্ডস্টোরেজ, ফার্নিচার কারখানা

কোচবিহারে বেড়াতে আসা পর্যটকদের জন্য বৈরাগীদিঘির ঘাটলায় বেনারসের মতো সন্ধ্যা আরতির ব্যবস্থা, কোচবিহারের রাজবাড়িতে অক্ষরধামের আদলে লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের মাধ্যমে কোচবিহারের রাজাদের ইতিহাস তুলে ধরার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলে কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুরজ

> আগামী দু-তিন বছরে কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলায় ৪৪০ কোটি টাকা বিনিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে। শিল্পোদ্যোগীদের তরফে আমাদের কাছে এ ধরনের নানা প্রস্তাব জমা পড়েছে।
>
> **চন্দ্রনাথ সিনহা**

ঘোষ জানান। আলিপুরদুয়ারের চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ-এর জেনারেল সেক্রেটারি প্রসেনজিৎ দে বললেন, 'আলিপুরদুয়ারে এক-দুই বছরের মধ্যে ৭০-৮০ কোটি টাকার বিনিয়োগ হওয়ার কথা। তার মধ্যে ফ্লাই অ্যাশ দিয়ে ইট তৈরি, কোল্ড স্টোরেজ, ফার্নিচার কারখানা ইত্যাদি রয়েছে।'

এদিনের সম্মেলনে কোচবিহারের জেলা শাসক রাজু মিশ্র প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সরকারি বাসস্ট্যান্ডে যত্রতত্র ছড়িয়ে রয়েছে আবর্জনা। বক্সিরহাটে। -সংবাদচিত্র

বক্সিরহাটে বাসস্ট্যান্ড যেন ডাম্পিং গ্রাউন্ড

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ১ ডিসেম্বর : চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আবর্জনা। দেখলে বোঝাই যাবে না, এটা কোনও সরকারি বাসস্ট্যান্ড। তবে বক্সিরহাট বাজার লাগোয়া এনবিএসটিসি'র বাসস্ট্যান্ডটি এখন কার্যত ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত হয়েছে। শুধু বাসস্ট্যান্ডই নয়, ক্ষোভ রয়েছে সরকারি বাস পরিষেবা নিয়েও। চাহিদা থাকা সত্ত্বেও সরকারি বাস পরিষেবা নেই বললেই চলে। ফলে বক্সিরহাটবাসীর মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

বর্তমানে এনবিএসটিসি'র মাত্র একটি বাসই প্রতিদিন নির্দিষ্ট রুটে চলাচল করছে। সকালে তুফানগঞ্জ থেকে বক্সিরহাট হয়ে সেই বাস শিলিগুড়ির উদ্দেশে রওনা দেয়। কিন্তু শিলিগুড়ি থেকে ফেরার পথে সন্ধ্যার পরে বাসটি আর বক্সিরহাট পর্যন্ত আসে না বলে অভিযোগ। ফলে পড়ুয়া থেকে সাধারণ যাত্রী, সকলকেই নির্ভর করতে হচ্ছে বেসরকারি পরিবহণ ব্যবস্থার উপর।

এদিকে, নজরদারির অভাবে বক্সিরহাট বাজার লাগোয়া এনবিএসটিসি'র বাসস্ট্যান্ডটির এখন নরককুণ্ড দশা। যেখানে-সেখানে আবর্জনা, প্লাস্টিক, ফুটপাথের বর্জ্য পড়ে কার্যত বাসস্ট্যান্ড চত্বর ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা অশোক বর্মনের কথায়, 'এটা বাসস্ট্যান্ড নয়, যেন আবর্জনা ফেলার মাঠ। কোনও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নেই। সন্ধ্যার পর এখানে দাঁড়ানোই দায়।'

কী অভিযোগ

- বক্সিরহাট থেকে প্রতিদিন ৩৫টিরও বেশি বেসরকারি বাস চলাচল করে
- অথচ এনবিএসটিসি'র মাত্র একটি বাস প্রতিদিন সকালে তুফানগঞ্জ থেকে বক্সিরহাট হয়ে শিলিগুড়ির উদ্দেশে রওনা দেয়
- কিন্তু শিলিগুড়ি থেকে ফেরার পথে সন্ধ্যার পরে বাসটি আর বক্সিরহাট পর্যন্ত আসে না

বর্তমানে বক্সিরহাট থেকে প্রতিদিন ৩৫টিরও বেশি বেসরকারি বাস চলাচল করে। তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, দূরপাল্লার সরকারি বাস পরিষেবা না থাকায় যাতায়াতে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বিশেষ করে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী, চাকরিজীবীরা সমস্যায় পড়ছেন। তাঁদের দাবি, তুফানগঞ্জ এনবিএসটিসি'র অধীনস্থ বক্সিরহাট বাসস্ট্যান্ড উপেক্ষিত হয়ে পড়েছে।

এই পরিস্থিতি নিয়ে রাজনৈতিক তর্জা শুরু হয়ে গিয়েছে। তুফানগঞ্জের বিজেপি বিধায়ক মালতী রাভা অভিযোগ করে বলেন, 'এখন শিলিগুড়ির একটি বাস ছাড়া আর কোনও সরকারি বাস পরিষেবাই নেই। দ্রুত দূরপাল্লার ও গ্রামীণ রুটে সরকারি বাস পরিষেবা চালু না হলে আমরা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।'

অন্যদিকে, এনবিএসটিসি'র চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, 'মালতী রাভা আগে নিজেদের দায়িত্বের দিকে নজর দিন। কিছু রুটে সরকারি বাসের চাহিদা যে রয়েছে, আমরা তা জানি। নতুন বাস এলে ওইসব রুটে পরিষেবা চালুর চেষ্টা করা হবে।'

বিএলআরও অফিসে বিক্ষোভ, প্রশ্নে প্রতারিত

শীতলকুচি, ১ ডিসেম্বর : বিএলআরও অফিসের কর্মী পরিচয় দিয়ে টাকা তোলার অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। সোমবার সেই ঘটনার প্রতিবাদে শীতলকুচি বিএলআরও অফিসে বিক্ষোভ দেখালেন এলাকার বাসিন্দারা। শীতলকুচির হাসপাতাল পাড়ার বাসিন্দা আবেদ আলী মিঁয়া নামে এক ব্যক্তি জানান, তাঁর জমি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান করে দেওয়ার চুক্তিতে মোসলেম মিঁয়া নামে এক ব্যক্তি তাঁর থেকে ১ লক্ষ টাকা নিয়েছিল। নিজেকে বিএলআরও অফিসের কর্মী পরিচয় দিয়ে টাকা নিয়েও সমস্যার সমাধান করতে পারেননি তিনি। পরে ৯০ হাজার টাকা ফেরত দিলেও বাকি ১০ হাজার টাকা দেননি গোলেনাওহাটির বাসিন্দা মোসলেম। তবে নিজের জমি সংক্রান্ত জটিলতায় কোনও আইনি সাহায্য না নিয়ে আবেদ এক অপরিচিত ব্যক্তিকে ১ লক্ষ টাকা দিলেন কেন, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। এদিকে অভিযুক্ত অফিসের কর্মী নন বলে জানিয়েছেন শীতলকুচির বিএলআরও প্রভাস পাহান।

তাঁর কথায়, 'মোসলেম মিঁয়া নামে শীতলকুচি বিএলআরও অফিসে কোনও কর্মী নেই। কেউ লিখিত অভিযোগ জানালে তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' তবে আবেদের জমির সমস্যা নিয়ে মুখ খুলতে চাননি প্রভাস। এদিন বিকেলে প্রতারিত আবেদ ও নুর ইসলাম মিঁয়া নামে আরেক ব্যক্তির নেতৃত্বে মহিলা সহ এলাকার বেশ কিছু বাসিন্দা অফিসে এসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। ঘটনাস্থলে আসেন শীতলকুচি থানার পুলিশ। পরে মোসলেম এসে বাকি টাকা ফেরত দেওয়ার আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ ওঠে।

আবেদ বলেন, 'জমি জটিলতা মেটাতে আগে বিএলআরও অফিসে অভিযোগ করেছি। কিন্তু কাজ হয়নি।' সেখানেই নিজেকে বিএলআরও অফিসের কর্মী পরিচয় দিয়ে টাকার বদলে সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মোসলেম। যদিও অভিযুক্তের কথায়, 'আমি বিএলআরও অফিসে মুহুরীর কাজ করি। টাকা নিয়েছি পারিশ্রমিক হিসাবে। বিএলআরও অফিসের নাম ভাঙিয়ে নয়।' মোসলেমের দাবি নস্যাত করেছেন শীতলকুচি বিএলআরও অফিসের মুহুরী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মোশারফ হোসেন।

আর্থিক ক্ষতি কৃষকদের

নগদের তাগিদে ধানের অভাবী বিক্রি চলছে

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ১ ডিসেম্বর : নভেম্বর মাসের গোড়া থেকে মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকে চাষিদের থেকে সরকারি সহায়কমূল্যে ধান কেনা শুরু হয়েছে। তিনটি স্থায়ী ক্রয়কেন্দ্রের (সিপিসি) মাধ্যমে ব্লক এলাকার চাষিদের ধান কেনা হচ্ছে। কিন্তু একাধিক কারণে খরিফ মরশুমের ধানের অভাবী বিক্রি বন্ধ করা যায়নি।

নগদ টাকার প্রয়োজনে খোলাবাজারে সরকারি সহায়কমূল্যের চেয়ে কম দরে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিরা ধান বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। পর্যাপ্ত ক্রয়কেন্দ্রের অভাবে প্রত্যন্ত এলাকার চাষিরা সরকারি সহায়কমূল্যে ধান বিক্রি করতে সমস্যায় পড়েছেন। কম দামে ধান বিক্রি করায় চাষিদের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে ব্লক এলাকায় সিপিসি-র সংখ্যা বৃদ্ধির দাবি জোরালো হয়ে উঠেছে।

মাথাভাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রাজিবুল হাসান বলেন, 'তিনটি স্থায়ী সিপিসি-র পাশাপাশি তিনটি ভ্রাম্যমাণ ক্রয়কেন্দ্র ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে ধান কেনা চলছে। সরকারি সহায়কমূল্যে ধান বিক্রিতে চাষিদের সচেতন করা হচ্ছে।'

সমস্যা যেখানে

- চাষাবাদে নগদ টাকার প্রয়োজনেও চাষিরা হাটে-বাজারে ধান বিক্রি করছেন
- কারণ সহায়কমূল্যে ধান বিক্রি হলে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা পেতে নির্দিষ্ট সময় লাগে

কৃষিপ্রধান মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকে ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। কিন্তু ধান কেনার জন্য স্থায়ী সিপিসি রয়েছে মাত্র তিনটি। একটি মাথাভাঙ্গা শহর সংলগ্ন কিষান মান্ডিতে। বাকি দুটি বৈরাগীরহাট ও হাজরাহাটে। ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তিনটি স্থায়ী ক্রয়কেন্দ্র যথেষ্ট নয় বলে অনেক কৃষকের দাবি। ফলে ধান বিক্রির ক্ষেত্রে অনেকেই সরকারি সহায়কমূল্যের সুবিধা নিতে পারছেন না। বাধ্য হয়ে তাঁরা খোলাবাজারে সহায়কমূল্যের চেয়ে অনেকটা কম দরে ধান বিক্রি করছেন। চাষাবাদে নগদ টাকার প্রয়োজনেও চাষিরা হাটে-বাজারে ধান বিক্রি করছেন। কারণ সহায়কমূল্যে ধান বিক্রি হলে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা পেতে নির্দিষ্ট সময় লাগে।

মাথাভাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি মহেন্দ্রনাথ বর্মনের কথায়, 'কৃষকদের দাবি থাকলে প্রয়োজনে ব্লক এলাকায় স্থায়ী সিপিসি-র সংখ্যা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হবে।'

এবছর ধানের সহায়কমূল্য কুইন্টালপ্রতি ২,৩৬৯ টাকা। এছাড়া স্থায়ী ক্রয়কেন্দ্রে ধান বিক্রি হলে চাষিদের কুইন্টালপ্রতি ২০ টাকা বাড়তি দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের বিভিন্ন হাটে-বাজারে সর্বাধিক ১ হাজার ৯৫০ টাকা কুইন্টাল দরে ধান বিক্রি হচ্ছে। সোমবার শিকারপুরের প্রেমচাঁদেরহাটে কার্তিক বর্মন ধান বিক্রি করেন।

তাঁর বক্তব্য, 'কাছাকাছি সিপিসি না থাকায় হাটেই ধান বিক্রি করলাম। ১ হাজার ৯২৫ টাকা কুইন্টাল দরে বিক্রি করেছি।'

কালীপদ বর্মন নামে নয়ারহাটের এক চাষি জানান, কাছাকাছি সিপিসি না থাকায় খোলাবাজারে ধান বিক্রি করেছেন। এলাকার চাষিদের স্বার্থে নয়ারহাটে স্থায়ী সিপিসি প্রয়োজন।

গোপালপুর, কেদারহাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়ও স্থায়ী সিপিসি গড়ে তোলার দাবি উঠেছে। ক্রয়কেন্দ্র বাড়ানো হলে চাষিরা লাভবান হবেন বলে মাথাভাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতির বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ ঝন্টু বর্মন মনে করেন।

শ্মশানের দাবি

মেখলিগঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : মেখলিগঞ্জ ব্লকের ভোটবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁঠালবাড়ি ও বড়কামাত এলাকায় শ্মশানের দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ভোটবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই দুই এলাকায় প্রায় ২ হাজার মানুষের বসবাস। গ্রাম এলাকার বিএস বাড়ি বিএসএফ ক্যাম্প অতিক্রম করে চাঁদমারি মাঠে স্থায়ী শ্মশান থাকলেও তা প্রায় ৩ কিমি দূরের পথ। তাই বাসিন্দারা ধাইধাইঘাট সেতু সংলগ্ন এলাকায় সানিয়াজান নদীর পাড়েই দাহকাজ করে থাকেন। কিন্তু বর্ষাকালে সমস্যা বাড়ে এলাকাবাসীর। একদিকে সানিয়াজান নদীর জল বাড়ায় সমস্যা হয়, অন্যদিকে বর্ষায় দাহকাজ ঠিকভাবে সম্পন্ন করতে সমস্যায় পড়তে হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা সুজয় সেন বললেন, 'স্থায়ী শ্মশান না থাকার কারণে অনেক সময় ধাইধাইঘাট সেতু সংলগ্ন এলাকায় দাহকাজ করা হয়। নদীর ধারে যত্রতত্র দাহকাজ ভীষণ অস্বাস্থ্যকর। তাই ধাইধাইঘাট পর্যন্ত রাস্তা ভালো করা উচিত পাশাপাশি একটি শ্মশান নির্মাণ করা দরকার।'

গোদের ওপর বিষফোড়া হল স্থায়ী শ্মশান না থাকায় সানিয়াজান নদীর তীরবর্তী এলাকায় যত্রতত্র দাহকাজ করা। স্বাভাবিকভাবেই এর ফলে পরিবেশে দূষণ ছড়াচ্ছে বলেই ধারণা করছেন উক্ত এলাকার সচেতন বাসিন্দারা। তাই বিভিন্ন মহলের তরফে শ্মশান নির্মাণের জোরালো দাবি করা হচ্ছে। ভোটবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান লিপিকা রায় বিষয়টি খতিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছেন।

দলের জেলা কার্যালয়ে প্রস্তুতি বৈঠক। সোমবার। ছবি : জয়দেব দাস

মমতার জনসভা ঘিরে তোড়জোড়

ব্লক সভাপতিদের টার্গেট বেঁধে দিল তৃণমূল

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১ ডিসেম্বর : আগামী ৯ ডিসেম্বর কোচবিহারে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেদিন কোচবিহারের রাসমেলা মাঠে জনসভা করবেন তিনি। বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই জনসভা তৃণমূলের কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিস্থিতিতে দলনেত্রীর সভাস্থল ভরাতে ব্লক সভাপতিদের টার্গেট বেঁধে দিলেন তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। এজন্য সোমবার কোচবিহারে দলের জেলা কার্যালয়ে ব্লক সভাপতিদের নিয়ে প্রস্তুতি বৈঠক সেরে নেন অভিজিৎ। মমতার সভাকে সফল করতে মঙ্গলবার কোচবিহারের রবীন্দ্র ভবনে জেলা তৃণমূলের সব স্তরের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বকে নিয়ে বিশেষ সভা ডাকা হয়েছে বলে জানান তিনি। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভিজিৎ বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর জনসভার দিন কোচবিহারে ১ লক্ষ ২০ হাজার লোক আনার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছি আমরা।' তবে এত মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর জনসভায় এলে কোচবিহারে যানজট তৈরি হওয়ার সম্ভবনা যে রয়েছে, তা মেনে নিয়েছেন অভিজিৎ। সেজন্য কোচবিহারবাসীর কাছে আগাম ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন তিনি। তিনি বলেন, 'প্রশাসনকে বলব, তারা যেন যতটা সম্ভব পরিবহণ ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে চালু রাখার চেষ্টা করে।'

বিধানসভা ভোটের মুখে কোচবিহারে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে এ নিয়ে কোচবিহারে তৃণমূল নেতা-কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা রয়েছে। এই অবস্থায় জনসভাকে সফল করতে দলের তরফে কোনওরকম ফাঁকফোকর যাতে না থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রাখছেন অভিজিৎ। সোমবার সাংগঠনিকভাবে ২২টি ব্লকের সভাপতিদের নিয়ে বিশেষ প্রস্তুতি সভা করেন তিনি। তাতে জনসভার দিন কোন ব্লক থেকে কে কত লোক আনবেন, জেলা সভাপতি এদিন তা ব্লক সভাপতিদের জানাতে বলেন। ব্লক সভাপতিরা এরপর তাঁদের ব্লক থেকে কে কত লোক আনতে পারবেন, তা জেলা সভাপতিকে জানিয়ে দেন। তাতে দেখা গিয়েছে, সেদিনের সভায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম হওয়ার সম্ভাবনা। এজন্য ব্লক সভাপতিদের সবাইকে তাঁদের নিজস্ব ব্লকে প্রস্তুতি সভা করার নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি পথসভা, মিটিং, মিছিল ইত্যাদি করারও নির্দেশ দিয়েছেন জেলা সভাপতি।

কী নির্দেশ

- আগামী ৯ ডিসেম্বর কোচবিহারে আসছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
- মুখ্যমন্ত্রীর জনসভাকে সফল করতে ব্লক সভাপতিদের সবাইকে তাঁদের নিজস্ব ব্লকে প্রস্তুতি সভা করার নির্দেশ দিয়েছেন জেলা সভাপতি
- পথসভা, মিটিং, মিছিল ইত্যাদি করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে

এদিন কোচবিহার-১বি ব্লকের সভাপতি আবদুল কাদের বলেন, 'দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা নিয়ে জেলা সভাপতি আমাদের নিয়ে বৈঠক করেছেন। তাতে আমরা তাঁকে জানিয়েছি ব্লক থেকে আমরা কে কত লোক নিয়ে যাব। আগামী ৩ ডিসেম্বর আমার ব্লকের ধলুয়াবাড়ি হাইস্কুলে প্রস্তুতি সভা করব।'

অভিযোগ

মাথাভাঙ্গা, ১ ডিসেম্বর : মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল সংলগ্ন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের প্রায় ১৬ বিঘা জমি দখলদারির অভিযোগ উঠেছে। উৎপল কুণ্ডু নামে এক ব্যবসায়ী ওই জমির একাংশে ঘেরা দিচ্ছিলেন। খবর পেয়ে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ এবং ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের কর্মীরা গিয়ে কাজে বাধা দেন।

উৎপল জানান, তাঁর দখলে থাকা জমি ও আশপাশের কিছু ব্যক্তিমালিকানার জমি নাকি স্বাস্থ্য দপ্তরের নামে রেকর্ড করা হয়েছে বলে তিনি শুনেছিলেন। তবে তাঁর দাবি, ২০১৫ সালে স্থানীয় সরস্বতী সাহা ও শুক্লা রায়ের কাছ থেকে ওই জমি তিনি আইনসম্মতভাবে কিনেছিলেন। তাঁর কাছে সমস্তরকম বৈধ কাগজপত্র রয়েছে। হঠাৎ করেই এখন শুনছেন জমির খতিয়ান নাকি স্বাস্থ্য দপ্তরের নামে হয়ে গিয়েছে। আগে কিছুই জানতে পারেননি তিনি। কোচবিহারের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (সিএমওএইচ) হিমাদ্রিকুমার আড়ি বলেন, 'ওই জমি আসলে রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরেরই। রেকর্ড আমাদের নামেই আছে।'

ক্রেতার অপেক্ষায়।। *সোমবার কোচবিহার শহরে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।*

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির

₹১কোটির বিজয়ী হলেন মালদা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মালদা - এর একজন বাসিন্দা হাকিম-কে 31.08.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 89G 35361 নম্বরের টিকিট

এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "বেশ কিছুদিন ধরে আমি আমার এলাকায় ডিয়ার লটারি থেকে অনেক মানুষকে কোটিপতি হতে দেখেছি। আমার সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও আমি অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিলাম এবং একটি টিকিট কিনেছিলাম। আমার অবাক করার বিষয় হল আমি এক কোটি টাকা জিতেছি। আমার পরিবারের জন্য এমন একটি সুন্দর সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি আন্তরিকভাবে ডিয়ার লটারিকে ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

শসা রপ্তানিতে আশার আলো

তাপস মালাকার

নিশিগঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : এশিয়ার অন্যতম কৃষি উন্নত দেশ ভিয়েতনাম। সেই দেশের মোট জিডিপির প্রায় ১৫ শতাংশ আসে কৃষি থেকে। কিন্তু সেই দেশের মহিলা কৃষক দেও থি মে এবছর জৈব পদ্ধতিতে স্কোয়াশ চাষ কমিয়ে শসা চাষ করেছেন অধিক লাভের আশায়। আসলে ভিয়েতনাম হোক বা কোচবিহারের কালপানি গ্রাম, কৃষকদের সমস্যা একটাই- উৎপাদিত কৃষিপণ্যের উপযুক্ত দাম না পাওয়া। ভিয়েতনাম কৃষিপণ্য রপ্তানিতে বিশ্বের শীর্ষ ১৫টি দেশের মধ্যে অন্যতম। আর কোচবিহারের শসাচাষিদের লক্ষ্মীলাভের মূল লক্ষ্য ভিনরাজ্যের বাজার। শুধু তাই নয় প্রতিবেশী নেপালেও পাড়ি দেয় কোচবিহারের শসা।

এবার বর্ষা দেরিতে হওয়ায় শসা উৎপাদনে একটু দেরি হচ্ছে। রবিবার বিকেলে নিশিগঞ্জ হাটে অপেক্ষা করছিলেন পাইকার ভূষণ চাকলাদার। খেত থেকে চাষিরা প্রায় ২ টন শসা নিয়ে আসবেন। অন্য সবজির সঙ্গে ভিনরাজ্যে পাড়ি দেবে শসা। এখানকার চাষিদের সেই পরিশ্রমের ফসল এখন পাড়ি দিচ্ছে অসম, বিহার সহ ভিনরাজ্যে। আমদানি বাড়লে প্রতিবেশী দেশ নেপালেও রপ্তানি হবে শসা।

একসময় এই শসাই ছিল আতঙ্কের ফসল। ২০১৪ সালে উৎপাদন বেড়ে যাওয়ায় দাম নেমেছিল এক টাকা কেজিতে। ক্রেতা না পেয়ে নিশিগঞ্জ হাটে কেজি কেজি শসা ফেলে দিয়েছিলেন কৃষকরা। কালপানির কৃষক আমিনুর ইসলামের আক্ষেপ, 'এক টাকা কেজিতেও সেসময় কেউ শসা নিচ্ছিল না।'

এখন পরিস্থিতি বদলেছে। সোমবার নিশিগঞ্জ হাটে শসার পাইকারি দর ছিল ৩০ টাকা কেজি, যা কয়েক বছর আগেও ছিল অকল্পনীয়। কৃষি দপ্তর সূত্রের খবর, মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকে প্রায় ৫৩ হেক্টর জমিতে শসা চাষ হচ্ছে, যা গত বছরের তুলনায় ২০ শতাংশ বেশি। প্রতিদিনই জেলার বিভিন্ন হাট থেকে শসা ভিনরাজ্যে রওনা দিচ্ছে। ফলে দাম পাচ্ছেন কৃষকরা। শসা উৎপাদক এলাকা হিসেবে গুরুত্ব পেয়েছে কালপানি, মোয়ামারি, ফলিমারি, চান্দামারি ও রুনিবাড়ি এলাকা।

নিশিগঞ্জের নতুন হাটে শসা প্যাকেটজাত করা হচ্ছে।

চাষি রতন বর্মন বলেন, 'আগে ফেলে দিতে হত শসা, এখন আগাম ফসলেই মিলছে ভালো দাম।' ভিনরাজ্যের শসা বাজারে আসার আগে কোচবিহারের শসা সেইসব বাজার দখল করে। পাইকার ভূষণ চাকলাদার জানান, কোচবিহারের শসা দেশের অন্য প্রান্তের আগে বাজারে আসে, তাই দামও বেশি মেলে। ডিসেম্বর থেকে ফের নেপালের বাজারে কোচবিহারের শসা যাবে। কোচবিহারের আবহাওয়া ও আগাম ফলন এখন চাষিদের জন্য নতুন আশার প্রতীক—শসা হয়ে উঠেছে তাঁদের সবুজ সাফল্যের হাতিয়ার।

এমজেএন মেডিকেলে ধুন্ধুমার, আটক রোগীর আত্মীয়

মহিলা নিরাপত্তারক্ষীকে মার

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১ ডিসেম্বর : ফের এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠল। হাসপাতালে কর্তব্যরত এক মহিলা নিরাপত্তারক্ষীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে রোগীর পরিজনের বিরুদ্ধে। আহত অবস্থায় মামণি বানু নামে ওই নিরাপত্তারক্ষী হাসপাতালেই চিকিৎসা করান। অভিযুক্ত সৌরভ হককে আটক করেছে পুলিশ। এমএসভিপি সৌরদীপ রায় বলেন, 'এধরনের ঘটনা কখনোই কাম্য নয়। প্রত্যেককেই নিয়ম মেনে চলা উচিত।' কোতোয়ালি থানার পুলিশ জানিয়েছে, তারা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করছে।

যাঁদের ওপরে হাসপাতালের নিরাপত্তার দায়িত্ব রয়েছে, তাঁরাই আক্রান্ত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সোমবার দুপুরে হাসপাতালের কারমাইকেল বিভাগের সামনে মারধরের ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন উপস্থিত সকলে। অভিযোগ, হাসপাতালের পুরুষ বিভাগে অভিযুক্তের পরিজন চিকিৎসাধীন। ভিজিটিং আওয়ারের বাইরে সৌরভ হাসপাতালের ভিতরে রোগীর কাছে যেতে চেয়েছিলেন। তাতে আপত্তি জানানোয় নিরাপত্তারক্ষীকে মারধর করা হয়। হাসপাতালে চিকিৎসা করানোর পর আক্রান্ত মামণি বলেন, 'ভিজিটিং আওয়ারের বাইরে রোগীর পরিজনদের ভিতরে যাওয়ার নিয়ম নেই। ওঁ তাও বারবার ভিতরে যেতে চাইছিলেন। বারণ করলে প্রথম আমাকে ধাক্কা দেন। আমি প্রতিবাদ করলে মারধর করেন। তারপর হাসপাতালের ক্যাম্পে থাকা পুলিশকর্মী ওঁকে আটক করে নিয়ে যান।' ঘটনায় আটক ব্যক্তির সাফাই মেলেনি।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, সকালে ১১টা থেকে ১২টা এবং বিকেলে ৫টা থেকে ৬টা পর্যন্ত চিকিৎসাধীন রোগীদের সঙ্গে দেখা করা যায়। এর বাইরে রোগীদের প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষই পরিজনদের ডেকে নেন। রোগীদের সঙ্গে দেখা করার জন্য ভিজিটিং কার্ডও দেওয়া হয় পরিজনদের। সেই কার্ড দেখিয়েই হাসপাতালের ভিতরে ঢোকার অনুমতি মেলে। অভিযুক্ত ব্যক্তি সেই কার্ডও দেখাতে পারেননি বলে অভিযোগ।

ভিজিটিং আওয়ারের বাইরে রোগীর পরিজনদের ভিতরে যাওয়ার নিয়ম নেই। ওঁ তাও বারবার ভিতরে যেতে চাইছিলেন। বারণ করলে প্রথম আমাকে ধাক্কা দেন। আমি প্রতিবাদ করলে মারধর করেন। তারপর হাসপাতালের ক্যাম্পে থাকা পুলিশকর্মী ওঁকে আটক করে নিয়ে যান।
মামণি বানু, আক্রান্ত নিরাপত্তারক্ষী

ঘটনার নেপথ্যে

- 'ভিজিটিং আওয়ার'-এর বাইরে ভর্তি রোগীর সঙ্গে দেখা করতে না দেওয়ায় ঝামেলা
- বর্তমানে মোট ১০৩ জন নিরাপত্তারক্ষী রয়েছেন
- এত নিরাপত্তারক্ষী থাকার পরেও কীভাবে মহিলা নিরাপত্তারক্ষীকে মারধর করলেন, তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে আগে মোট ৫৭ জন নিরাপত্তারক্ষী ছিলেন। তবে আরজি কর কাণ্ডের পর অন্যান্য জায়গার মতো এখানেও অনেক নিরাপত্তাকর্মী নিয়োগ করা হয়। নতুন করে ৪৬ জন নিরাপত্তারক্ষী আসেন এমজেএন হাসপাতালে। যার মধ্যে ২৭ জন পুরুষ ও ১৯ জন মহিলা নিরাপত্তারক্ষী। অর্থাৎ এখানে বর্তমানে মোট ১০৩ জন নিরাপত্তারক্ষী রয়েছেন। হাসপাতালজুড়ে নিরাপত্তারক্ষী থাকার পরেও একজন রোগীর আত্মীয় কীভাবে মহিলা নিরাপত্তারক্ষীকে মারধর করলেন, তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। আরেক রোগীর আত্মীয় সন্তোষ রায়ের মন্তব্য, 'যেখানে হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষীদেরই নিরাপত্তা নেই, সেখানে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়? হাসপাতালের ভিতরে এত নিরাপত্তারক্ষী, পাশাপাশি পুলিশ ক্যাম্পে পুলিশও রয়েছে তারপরেও এরকম ঘটনা কীভাবে ঘটে?' অন্যান্য নিরাপত্তারক্ষীরাও এদিনের ঘটনায় সরব হয়েছেন। অভিযুক্তের শাস্তির দাবি তুলেছেন তাঁরা।

টুকরো খবর

নবীনবরণ

মাথাভাঙ্গা, ১ ডিসেম্বর : সোমবার ছিল মাথাভাঙ্গা পলিটেকনিকে নবীনবরণ উৎসব। অধ্যক্ষ নিরঞ্জন রায়, অ্যান্টি-র‍্যাগিং কমিটির সদস্য কাজল রায়, জিএস গোবিন্দ শীলশর্মা সহ অধ্যাপকরা উপস্থিত থেকে নবীনদের স্বাগত জানান। অনুষ্ঠানের শেষে জমজমাট সাংস্কৃতিক পরিবেশনা মুগ্ধ করে সবাইকে। গান, নাচ, হাসির রোল আর করতালির শব্দে সরগরম হয়ে ওঠে গোটা ক্যাম্পাস।

দোকানে চুরি

তুফানগঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : রবিবার গভীর রাতে টোটো নিয়ে এসে দুষ্কৃতীরা তুফানগঞ্জের চিলাখানা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোগারকুঠি নতুন বাজারের একটি মুদির দোকানের ঝাঁপ ভেঙে ১৭ হাজার টাকা, চাল-ডাল, তেল, বিস্কুট সহ প্রায় এক লক্ষ টাকার সামগ্রী লুট করে নিয়ে যায়। পুরো ঘটনাই ধরা পড়েছে সিসিটিভি ক্যামেরায়। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

সভা

দেওয়ানহাট, ১ ডিসেম্বর : সোমবার কোচবিহার-১ ব্লকের পুঁটিমারি-ফুলেশ্বরী অঞ্চলের খারিজা নলধোন্দরা গ্রামে সন্তানদলের অ্যাকশন কমিটির ৩০তম মাসিক সভা হয়। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি সঞ্জিত দাস, কোচবিহার সদর মহকুমা কমিটির সম্পাদক বাবলু মোদক প্রমুখ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনের আগামীদিনের বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে এই সভা।

নামকীর্তন শেষ

চ্যাংরাবান্ধা, ১ ডিসেম্বর : চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪৯ পানিশালার শান্তিনগর ও সিংড়ারপাড় এলাকায় রাধাকৃষ্ণের নামকীর্তন ও অষ্টপ্রহর লীলাকীর্তনের পাঁচদিনব্যাপী অনুষ্ঠান সোমবার শেষ হয়। বৃহস্পতিবার অধিবাস, শুক্রবার নামসংকীর্তন, শনিবার অষ্টকালীন লীলাকীর্তন ও রবিবার মহাপ্রভুর ভোগের পর সোমবার মহন্ত বিদায়ের মাধ্যমে উৎসব সম্পন্ন হয়।

কেরিয়ার গাইড

কোচবিহার, ১ ডিসেম্বর : উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের তরফে সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বামী বিবেকানন্দ অডিটোরিয়ামে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে কেরিয়ার গাইড সংক্রান্ত আলোচনা হয়। বিভিন্ন সর্বভারতীয় এবং রাজ্যের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বিষয়ে পড়ুয়াদের উৎসাহ বাড়াতেই এই আলোচনা।

বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার রিচা ঘোষ। সোমবার নকশালবাড়িতে।

ছোটদের কোচিং ক্যাম্প চান রিচা

শিলিগুড়ি ও নকশালবাড়ি, ১ ডিসেম্বর : একদিন পরই শ্রীলঙ্কা সিরিজের প্রস্তুতি শুরু করতে কলকাতায় উড়ে যাবেন রিচা ঘোষ। নতুন অভিযানের আগে নকশালবাড়ি ভালোবাসায় ভরিয়ে দিল প্রথম বাঙালি বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটারকে। সোমবার তিনি শুধু নকশালবাড়িতে সংবর্ধনা নিতে যাননি, তাঁদের ভালোবাসার উত্তরে উপহার দেওয়ার প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছেন রিচা ও তাঁর পরিবার।

নকশালবাড়িতে গোর্খা ব্যাটালিয়নের জমির পাশে ক্রিকেট মাঠ ও হাতিঘিসায় ক্রিকেট কোচিং সেন্টার তৈরিতে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে। রিচার পরিবার থেকে ক্রিকেট মাঠ তৈরির কথা বলা হলেও মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষের কথায় বারবার উঠে এসেছে স্টেডিয়ামের কথা। তিনি বলেছেন, 'হাতিঘিসায় বড় ঝাড়ুজোত মৌজায় দুই বিঘা জমিতে আমরা ক্রিকেট কোচিং সেন্টার তৈরি করে ওঁকে লিজে দেব। এতে সম্মতি দিয়েছেন রিচাও। সুরজবর মৌজায় স্টেডিয়াম তৈরির জন্য রিচাকে জমি লিজে দিতে আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। উনি সম্মতি দিলেই আমরা বাকি প্রক্রিয়াগুলি এগিয়ে নিয়ে যাব।' প্রস্তাবে উৎফুল্ল রিচার বাবা মানবেন্দ্র ঘোষের মন্তব্য, 'পজিটিভ বিষয়। লিজ পাওয়া গেলে আমরাও তাতে কিছু বিনিয়োগ করব। সবার সাহায্য নিয়ে বাচ্চাদের জন্য আমরা ক্রিকেট মাঠ করতে চাই।'

সকালের দিকে পরিবার নিয়ে জমি পরিদর্শনে বেরিয়েছিলেন রিচা। গোর্খা ব্যাটালিয়নের জায়গার পাশেই প্রায় তিনশো একর জমি দীর্ঘদিন ধরে ফাঁকা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। জায়গা ও স্থানীয় মানুষের আগ্রহ দেখে উৎসাহিত রিচাও। তাঁর বাবা বলেছেন, 'আমরা যে শুধু নকশালবাড়ি, হাতিঘিসাতে জমি দেখছি, তা নয়। জলপাইগুড়ি, রাজগঞ্জ, ফাঁসিদেওয়াতেও দেখেছি। মে মাসেও একবার এসেছিলাম এখানে। আমাদের অনেক আত্মীয় এখানে রয়েছেন। তাই বাচ্চাদের খেলার জন্য ক্রিকেট মাঠ করতে পারলে আমাদেরও ভালো লাগবে।'

তবে শুধু এই একটা জায়গাই যে রিচা ও তাঁর পরিবারের ভাবনায় নেই তা সোমবারই পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। মানবেন্দ্র বলেছেন, 'শিলিগুড়িতেও কেউ কোচিং ক্যাম্প করতে চাইলে আমরা রাজি আছি। কে কীভাবে প্রস্তাব দেবেন এখনও আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। সবকিছুই এখন প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। তাই এখনই সবকিছু বলতে পারব না।'

তবে রিচাকে ভালোবাসায় ভরাতে কার্পণ্য করেনি নকশালবাড়ি। বিশ্বকাপ জয়ের পর প্রথমবার নকশালবাড়ির গ্রামীণ এলাকায় ঘুরলেন তিনি। 'গর্বের রিচা নকশালবাড়িতে' ব্যানারে ভরে যায় রাস্তাঘাট। নকশালবাড়ি বাসস্ট্যান্ডে তাঁর সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক, নকশালবাড়ির বিডিও সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা তাঁকে সংবর্ধনা দেন। রিচার হাতে ফুলের তোড়া তুলে দেন মহকুমা পরিষদের সভাধিপতিও। তাঁকে সংবর্ধনা দিতে মঞ্চের সামনে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে যায়। রিচা জানান, এত মানুষের ভালোবাসায় তিনি আপ্লুত।

হুডখোলা জিপে ঘুরলেন বিশ্বজয়ী

ভালোবাসার বন্যায় ভেসেই রিচা আগামীকাল কলকাতা রওনা হবেন। সেখানে শ্রীলঙ্কা সিরিজের প্রাথমিক প্রস্তুতির পর তিনি কয়েকদিনের মধ্যেই পৌঁছাবেন বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে। ২১ ডিসেম্বর শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে শুরু হবে ৫ ম্যাচের টি২০ সিরিজ।

কাটা হচ্ছে মাটি, বিপন্ন কান্তেশ্বর গড়

হিতেন বর্মন

সিতাই, ১ ডিসেম্বর : উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম প্রাচীন তথা ঐতিহাসিক নিদর্শন কান্তেশ্বর গড় আজ সংকটের মুখে। সিতাই ব্লকের আদাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এই গড়ের মাটি রাতের অন্ধকারে দেদার কেটে নিয়ে যাচ্ছেন স্থানীয় কিছু বাসিন্দা। ফলস্বরূপ, গড়ের ওপর লাগানো মূল্যবান বড় বড় গাছের শিকড় বাইরে বেরিয়ে আসছে এবং সেগুলি একের পর এক উপড়ে পড়ছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন সিতাইয়ের বিডিও অমিতকুমার মণ্ডল।

প্রায় তিন দশক আগে গড়ের মাটির ক্ষয়রোধে সরকারি প্রকল্পের অধীনে গড়জুড়ে সেগুন, শিশু, আকাশমণি সহ পর্যাপ্ত সংখ্যায় গাছের চারা রোপণ করা হয়েছিল। আদাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে এলাকায় গাছ রোপণ হয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি জোড়াম বাজার থেকে আদাবাড়ি যাওয়ার যে নতুন সড়কটি গড় কেটে নির্মাণ করা হয়েছে, সেই পথের দু'পাশে লাগাতার চলছে মাটি কেটে নিয়ে যাওয়ার কাজ। যেকারণে গাছগুলির শিকড় উন্মুক্ত হয়ে পড়ছে। অল্প বাতাসে গাছ উপড়ে পড়ছে। আসলে গাছ কাটার অভিসন্ধিতেই এভাবে মাটি কাটা চলছে বলে অভিযোগ অনেকের। এলাকার সচেতন মহলের ধারণা প্রশাসন তৎপর না হলে এভাবে ধীরে ধীরে কান্তেশ্বর রাজার গড় বিলীন হয়ে যাবে।

অবাধে মাটি কাটার ফলে বেরিয়ে পড়েছে গাছের শিকড়।

আগে গড়ের মধ্যে রাস্তা থাকলেও এতটা খোলা ছিল না। এখন দু'দিক থেকে মাটি কেটে নেওয়ায় গাছের শিকড় বাইরে বেরিয়ে এসেছে। সামান্য বাতাসে একের পর এক গাছ উপড়ে পড়ছে। এই সুযোগে গাছগুলি কেটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।
কেশব বর্মন স্থানীয় বাসিন্দা

স্থানীয় বাসিন্দা কেশব বর্মন বলেন, 'আগে গড়ের মধ্যে রাস্তা থাকলেও এতটা খোলা ছিল না। এখন দু'দিক থেকে মাটি কেটে নেওয়ায় গাছের শিকড় বাইরে বেরিয়ে এসেছে। সামান্য বাতাসে একের পর এক গাছ উপড়ে পড়ছে। এই সুযোগে গাছগুলি কেটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।' আরেক বাসিন্দা মনোরঞ্জন দাসের বক্তব্য, 'গ্রামের কিছু অসাধু লোক বিশেষ কাজে ব্যবহারের জন্য রাতে গড়ের মাটি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে।' শুধু মাটি চুরি নয়, গড়ের কাটা অংশে বালি-পাথর ফেলে চলছে অবৈধ ব্যবসা। এলাকাবাসীর ক্ষোভ, গ্রাম পঞ্চায়েত কিংবা বন দপ্তরের কোনও নজরদারি নেই। ফলে গড়ের অস্তিত্ব দিনকে দিন বিপন্ন হয়ে পড়ছে।

কলেজে চুরির পর কর্তৃপক্ষের তদারকি। সোমবার। -সংবাদচিত্র

বন্ধ নিশিগঞ্জ কলেজে চুরি, ভাঙচুর

নিশিগঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : বন্ধ কলেজে দুষ্কৃতীর তাণ্ডবে উত্তেজনা ছড়াল নিশিগঞ্জে। সোমবার নিশিগঞ্জ মধুসূদন হোড় কলেজের মেইন গেট খুলতেই ঘটনাটি সামনে আসে। কিছু সামগ্রীও চুরি গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। গত কয়েকমাস ধরেই কলেজে পঠনপাঠন বন্ধ রয়েছে। রোজ কেবল একজন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী কলেজে আসেন। এদিন কলেজে আসতেই দুই শিক্ষাকর্মী রীতিমতো তাজ্জব হয়ে যান। দেখা যায়, টিআইসি'র ঘরের একাধিক আলমারি ভাঙা। কাগজপত্র ছড়িয়ে রয়েছে। এছাড়া দোতলার একটি ঘর থেকে খেলাধুলোর বিভিন্ন সামগ্রী চুরি গিয়েছে। ল্যাবেও ভাঙচুর চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ। একটি গেটের তালা ভেঙে কলেজ ক্যাম্পাসে ঢুকে তাণ্ডব চালানোর পর ভিতর থেকে নতুন তালা দিয়ে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। তবে মূল দরজা অক্ষত ছিল। খবর পেয়ে নিশিগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ কলেজে উপস্থিত হয়। পরে তদন্তে নামে ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ। পুলিশের মতে, পাশের পাইপ বেয়ে দুষ্কৃতকারীরা পালিয়েছে। গোটা ঘটনা সামনে আসতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। বন্ধ কলেজের ভিতর হঠাৎ তাণ্ডবে, প্রশ্নও উঠছে।

নিশিগঞ্জ কলেজের টিআইসি প্রলয় নাগ বলেন, 'এখন পালা করে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা কলেজে আসেন। এদিন কলেজ খুলতেই দেখা যায়, কিছু কাগজপত্র তছনছ করা হয়েছে। কিছু খেলার সামগ্রী নেই। ভাঙা হয়েছে ল্যাবের সামগ্রী। যদিও পড়ুয়াদের নথি অন্য ঘরে থাকায় সেগুলি অক্ষত রয়েছে। কী কী খোয়া গিয়েছে তা খতিয়ে দেখে পুলিশে লিখিত অভিযোগ জানানো হবে।' খবর পেয়ে মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবলু বর্মন, নিশিগঞ্জ-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান নীরেন রায় সরকার সহ কলেজ পরিচালন কমিটির সদস্যরা এদিন কলেজে যান। সাবলু বলেন, 'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এধরনের চুরির ঘটনা খুবই দুঃখজনক। পুলিশ দ্রুত ঘটনার কিনারা করে দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করুক।'

২০১১ সালের অগাস্ট মাসে নিশিগঞ্জ কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই স্থানীয়দের দাবি ছিল, সেল্ফ ফিন্যান্সড নিশিগঞ্জ কলেজকে সরকারপোষিত করা হোক। দীর্ঘদিন ধরে সেই দাবি পূরণ না হওয়ায় গত ১০ জুলাই গুরুপূর্ণিমার দিন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা কলেজ আসা বন্ধ করেন। তাঁরা বহুদিন ধরে বেতন পাচ্ছিলেন না। এনিয়ে পড়ুয়া ও স্থানীয়রাও আন্দোলনে নেমেছিলেন। কলেজ রক্ষা কমিটির ব্যানারে আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হতেই এই চুরির ঘটনা প্রকাশ্যে এল। এমন পরিস্থিতিতে স্থানীয়দের একাংশের দাবি, ক্যাম্পাসের একটি অংশ অন্য একটি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ভাড়া দেওয়ার তোড়জোড় শুরু হয়েছে। সেই সময়ই চুরির ঘটনা সামনে আসায় শুরু হয়েছে গুঞ্জন। কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি প্রদীপরঞ্জন রায় ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

মিলেমিশে।। দক্ষিণ দিনাজপুরের বুনিয়াদপুরে ছবিটি তুলেছেন মনিরুল ইসলাম রাজী।

মন খারাপ আহত হাতির

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : পাঁচজনে একইসঙ্গে জঙ্গল ছেড়ে বেরিয়েছিল। কিন্তু ফেরার সময় দলের দুই সঙ্গীকে ট্রেনের ধাক্কায় চিরতরে হারিয়েছে। আর বাকি দুই সঙ্গী কোথায় আলাদা হয়ে গিয়েছে। বন্যপ্রাণীদের মধ্যেও যে স্বজন হারানোর শোক রয়েছে, তা দেখে চোখে জল আসছে বনকর্মীদের। নতুন জায়গা মোরাঘাটে এসে একা একাই থাকছে মনমরা আহত হাতিটি। আশপাশে অন্য দলের হাতিরা থাকলেও তাদের কাছাকাছি যাচ্ছে না।

রবিবার ভোরে ধূপগুড়ি ব্লকের খলাইগ্রাম এলাকায় মালবাহী ট্রেনের ধাক্কায় দলের পাঁচটি হাতির মধ্যে দুটির মৃত্যু ঘটেছে। দলের দুটি হাতি তাদের পুরোনো আস্তানা অর্থাৎ দলগাঁওয়ের জঙ্গলে ফিরেছে। তবে ট্রেনের ধাক্কায় আরও একটি দাঁতাল সামান্য আহত অবস্থায় কাছের মোরাঘাট জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে। বর্তমানে সে খুট্টিমারি জঙ্গলে রয়েছে। বনকর্মীরা বলছেন, এমনিতে সে স্বাভাবিকই রয়েছে। কিন্তু আশপাশের অন্য হাতিদের সঙ্গে মিশছে না। খাওয়াদাওয়াতেও বিশেষ মন নেই। আগের জায়গায় ফিরে গেলে আবার পুরোনো মেজাজে ফিরবে সে, এমনই মনে করছেন বনকর্মীরা। তার আগে পর্যন্ত মনমরা দাঁতালের উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে।

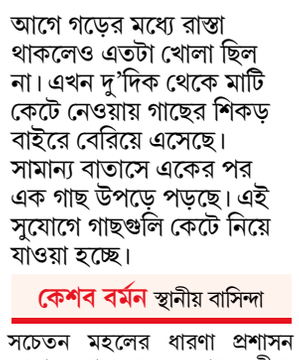

বনকর্মীরা জানিয়েছেন, তার শরীরে কোনও ক্ষত আছে কি না এখনও চিহ্নিত করা যায়নি। মোরাঘাট রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার চন্দন ভট্টাচার্য বলেন, 'দলের ওই হাতিটি কতটা আহত হয়েছে, তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। তবে খুট্টিমারি জঙ্গলে হাতিটি একাই রয়েছে। চলাচলে বা তার স্বভাবে বিশেষ কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তবে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে। এদিকে, আহত হাতিটি ক্রমশই খুট্টিমারি জঙ্গল থেকে তোতাপাড়ার দিকে এগোচ্ছে।' বনকর্মীদের অনুমান, হাতিটি তার পুরোনো আস্তানা দলগাঁও জঙ্গলে ফেরার চেষ্টা করতে পারে। সেই কারণে ওই হাতিটির দিকে বাড়তি নজর রাখা হচ্ছে। বন দপ্তরের এক আধিকারিকের কথায়, হাতিটি তার দুই সঙ্গীকে হারিয়েছে এবং নিজেও আহত হয়েছে। হাতিরা সচরাচর নিজেদের করিডর ভোলে না। তাই এই ঘটনাও আহত হাতিটির স্মৃতিতে থাকতে পারে এবং সেই থেকে পরবর্তীতে তার হিংস্র হয়ে ওঠাও অস্বাভাবিক কিছু হবে না।

জঙ্গলে টহলদারিতে বনকর্মীরা।

ছোট্ট তারা

রিফাত তাহসিন ইসলাম, নয়ারহাট শিশুনিকেতনের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র। আবৃত্তি এবং ছবি আঁকায় পুরস্কার রয়েছে এই খুদের।

সেতু নেই, ঝুঁকি নিয়ে নৌকায় জলঢাকা পারাপার

রাজেশ দাশ

গোপালপুর, ১ ডিসেম্বর : নৌকার ওপর বেশ কয়েকটি বাইক, স্কুটার রাখা। সেই নৌকাতেই সওয়ার যাত্রীরা। ঝুঁকি নিয়ে এভাবেই নৌকায় জলঢাকা নদী পেরোতে হচ্ছে গিলাডাঙ্গা আর ফুলবাড়ির বাসিন্দাদের। এবছর বর্ষায় সাঁকো ভেঙে যাওয়ার পর থেকে নৌকাতেই পারাপার করতে হচ্ছে সকলকে। মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের কেদারহাটের গা ঘেঁষে বয়ে চলেছে জলঢাকা নদী, আর এই নদীর একপ্রান্তে গিলাডাঙ্গা ও অপরপ্রান্তে রয়েছে ফুলবাড়ি গ্রাম। এই দুই প্রান্তের কয়েক হাজার বাসিন্দা দীর্ঘদিন ধরে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জলঢাকা নদী পারাপার করছেন। এই পরিস্থিতিতে পাকা সেতুর দাবি দীর্ঘদিনের। তবে ভোটের আগে সেই দাবি আরও জোরালোভাবে উঠছে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে পাকা সেতুর দাবি পূরণ না হলে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এলাকাবাসী। যদিও প্রশাসনের তরফে এখনও সেতু তৈরির কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি বলে অভিযোগ।

সেতুর দাবিতে নদীর দুই প্রান্তের সাধারণ মানুষকে নিয়ে গিলাডাঙ্গা তপসিতলা জলঢাকা সেতু নির্মাণ উদ্যোগ কমিটি তৈরি করা হয়েছে। এই কমিটির তরফে এলাকার বিধায়ক ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের কাছে স্মারকলিপিও দেওয়া হয়েছে। যদিও আজ পর্যন্ত শুধু আশ্বাসই মিলেছে। কেদারহাট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সাবিত্রী বর্মন বলেন, 'সেতুটি প্রয়োজন। তবে জলঢাকায় পাকা সেতু তৈরির জন্য প্রচুর টাকার প্রয়োজন। গ্রামবাসীদের দাবির বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।' মাথাভাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি মহেন্দ্রনাথ বর্মনের কথায়, 'গ্রামবাসীর দাবিকে সমর্থন জানাই। বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসনের নজরে রয়েছে। এই সেতুর জন্য প্রচুর টাকার প্রয়োজন। আমরা বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আনব। সেতু তৈরি হলে বহু মানুষ উপকৃত হবেন।'

কেদারহাটে জলঢাকা নদীর উপর ঝুঁকি নিয়ে নৌকায় পারাপার। -সংবাদচিত্র

গ্রামবাসীর কথায়, 'প্রতি বছর বর্ষায় নদীর জল বাড়লে সাঁকো ভেঙে যায়। বছরের প্রায় ৭ মাস সাঁকো দিয়ে যাতায়াত করা যায়। আর বাকি ৫ মাস জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নৌকায় যাতায়াত করতে হয়।' সুজন বর্মন নামে এক গ্রামবাসী বলেন, 'দীর্ঘদিন থেকে সেতুর দাবি জানিয়েও আজ পর্যন্ত পূরণ হয়নি। সেতু তৈরি হলে কয়েক হাজার গ্রামবাসী উপকৃত হবেন। বিধানসভা ভোটের আগে সেতুর আশ্বাস না পেলে আমরা আন্দোলনে নামব।'

নবীন বর্মন নামে আরেক বাসিন্দার কথায়, 'কেদারহাট, নয়ারহাট, গোপালপুর কৃষিপ্রধান এলাকা। সেতু তৈরি হলে কৃষকরা সহজেই নদী পেরিয়ে ধূপগুড়ি, ফালাকাটায় উৎপাদিত ফসল নিয়ে গিয়ে বিক্রি করতে পারবেন। এতে তাঁরা লাভবান হবেন। সেতু না থাকায় এখন কম দামে স্থানীয় বাজারেই ফসল বিক্রি করছেন কৃষকরা। কারণ ঘুরপথে ফসল বিক্রি করতে গেলে লোকসানের মুখে পড়তে হবে। আমরা চাই সরকার দ্রুত সেতু নির্মাণ করুক।'

এদিকে, গিলাডাঙ্গা তপসিতলা সেতু নির্মাণ উদ্যোগ কমিটির সভাপতি শ্যামল বর্মন বলেন, 'আমরা দীর্ঘদিন ধরে সেতুর দাবিতে আন্দোলন করে আসছি। যদি প্রশাসনের তরফে বিধানসভা ভোটের আগে কোনও আশ্বাস না পাওয়া যায়, তাহলে গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।'

ইডি'র তল্লাশি

বালি পাচার মামলায় কলকাতা, ঝাড়গ্রাম সহ রাজ্যের ৮ জায়গায় তল্লাশি চালাল ইডি। ভুয়ো চালান তৈরি করে বালি পাচার করা হত বলে অভিযোগ। এর আগেও ওই জায়গাগুলিতে তল্লাশি হয়েছিল।

পিঙ্ক বুথ

ইএম বাইপাস কাণ্ডের পর কলকাতায় চালু হতে চলেছে ২০টি 'পিঙ্ক বুথ'। কর্মরত থাকবেন মহিলা পুলিশকর্মীরা। বিপদে পড়লে মহিলারা তৎক্ষণাৎ যোগাযোগ করতে পারবেন।

বিতর্কে ব্রাত্য

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার নিয়োগ স্থগিত। তৃণমূলপন্থী অধ্যাপককে এই পদে বসানোর জন্য শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু সুপারিশ করেছেন বলে অভিযোগ। প্রকাশ্যে এসেছে ইমেল ও হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা।

জয়ী বিজেপি

কলকাতা হাইকোর্ট ক্লাবের নির্বাচনে গেরুয়া শিবিরের জয়জয়কার। ১০টি আসনের মধ্যে ৭টি আসনেই জয়ী হয়েছে বিজেপি। তৃণমূলের এই পরাজয়ে উচ্ছ্বাস বিজেপিপন্থী আইনজীবীদের।

অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করুন

গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি মামলায় এসএসসিকে নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

রিমি শীল

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : এসএসসির গ্রুপ সি ও ডি'র 'অযোগ্য'দের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিস্তারিত বিবরণ সহ ৭২৯৩ জন শিক্ষাকর্মীর তালিকা ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে কমিশনকে। ইতিমধ্যেই এসএসসি গ্রুপ সি ও ডি'র শিক্ষাকর্মী ৩৫১২ জনের তালিকা প্রকাশ করেছে। অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্টে কমিশনের পেশ করা তথ্য অনুযায়ী দাগির সংখ্যা ৭২৯৩ জন। অথচ সম্পূর্ণ তালিকা তারা প্রকাশ করেনি। তাই সোমবার বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশ দিয়েছেন, র‍্যাংক জাম্প, ওএমআর গরমিল (মিসম্যাচ), প্যানেল বহির্ভূত নিয়োগ হওয়া এই তিন অভিযোগে ৭২৯৩ জনের সম্পূর্ণ তালিকা জনসমক্ষে এনে প্রকাশ করতে হবে কমিশনকে। সেখানে প্রার্থীর নাম, রোল নম্বর, বাবার নাম, নিয়োগের সম্পূর্ণ তথ্য থাকতে হবে। বিচারপতি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ রাখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তা নিশ্চিত করবে কমিশন। এসএসসি সংক্রান্ত একগুচ্ছ মামলার শুনানিতে এদিন ফের কমিশনের নতুন বিধি আদালতে প্রশ্নের মুখে পড়েছে।

আইনজীবী ফিরদৌস শামিমের অভিযোগ, গ্রুপ সি ও ডি'তে র‍্যাংক জাম্প প্রার্থীর সংখ্যা ১৩২ ও ২৩৭ জন, প্যানেল বহির্ভূত নিয়োগের সংখ্যা ২৪৯ ও ৩৭১ জন, ওএমআর গরমিলে ৩৪৮১ ও ২৮২৩ জন। সব মিলিয়ে ৭২৯৩ জন হয়। কিন্তু কমিশন সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করেনি। বাকিরা নিয়োগ প্রক্রিয়াকে কলুষিত করতে অংশ নিয়েছে। কোন ক্যাটাগরিতে এঁরা অযোগ্য সেই তালিকা প্রকাশ করা হয়নি। আদালতের নির্দেশ মেনে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ওএমআর শিটও প্রকাশ করা হয়নি। বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'কেন আপনারা পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করেননি?' তারপরই তিনি জানিয়ে দেন, বুধবার গ্রুপ সি ও ডি'র নিয়োগ প্রক্রিয়ার আবেদন জমা দেওয়ার শেষ দিন। তাই হস্তক্ষেপ করছে না আদালত। কিন্তু ৭২৯৩ জনের তালিকা অবিলম্বে প্রকাশ করতে হবে। প্যানেলের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর যাঁদের নিয়োগ হয়েছে তাঁদের তালিকা এজলাসে পেশ করতে হবে।

এদিকে গ্রুপ সি ও ডি'র নিয়োগ প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আদালতে একাংশের অভিযোগ, তাঁদের নাম 'যোগ্য' তালিকা থেকে বাদ দিয়ে 'অযোগ্য'দের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আদালত নির্ধারিত ক্যাটাগরাইজেশন অনুযায়ী তাঁরা দাগি প্রার্থী নন। তাই জরুরি ভিত্তিতে তাঁদের আবেদন শোনা হোক। অন্যদিকে আবেদনকারীদের আরেকাংশের অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, যোগ্য প্রার্থীদের বয়সের ছাড়ের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা সেই সুযোগ পাননি। দুটি মামলা দায়ের করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্নে কমিশন

- র‍্যাংক জাম্প, ওএমআর গরমিল, প্যানেল বহির্ভূত নিয়োগ হওয়া অভিযোগে ৭২৯৩ জনের সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করতে হবে
- প্রার্থীর নাম, রোল নম্বর, বাবার নাম, নিয়োগের সম্পূর্ণ তথ্য থাকতে হবে
- নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এই নির্দেশ
- নতুন বিধি নিয়ে প্রশ্নের মুখে কমিশন
- নবম-দশমের শিক্ষকতার ভিত্তিতে একাদশ-দ্বাদশে কীভাবে নম্বর দেওয়া যায়? প্রশ্ন আদালতের

এদিকে ২০২৫ সালের নতুন বিধি ও শিক্ষকতার পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বরাদ্দ ১০ নম্বর সংক্রান্ত মামলায় বিচারপতি প্রশ্ন তোলেন, 'নবম-দশমের শিক্ষকতার ভিত্তিতে একাদশ-দ্বাদশে কীভাবে নম্বর দেওয়া যায়? প্রাথমিক, উচ্চপ্রাথমিক শিক্ষকদের কীভাবে নবম-দশমের নম্বর দেওয়া যায়?' আবেদনকারীদের একাংশের আইনজীবী শামিম আহমেদের অভিযোগ, পূর্বের বিধিতে নতুন নিয়ম নেই। অথচ ২০২৫ সালের নতুন বিধি কেন সংশোধিত করে আনতে হল তার ব্যাখা চাওয়া হোক।

ইন্টারভিউর তালিকার সময় অ্যাকাডেমিক স্কোর যুক্ত করা হলে দুবার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নম্বর দেওয়া হবে। যোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের একাংশের আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী ১০ নম্বরের পক্ষে জোর সওয়াল করেন। তাঁর দাবি, ৭ বছর ধরে কর্মরতদের ১৪ কোটি ঘণ্টা ধরে কাজ করানো হয়েছে। তাহলে এই নম্বরের ক্ষেত্রে বাধা কোথায়? ২০২৫ সালে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া বিরল ঘটনা। কারণ, পুরোনোদের সঙ্গে নতুনদেরও অংশ নিতে দেওয়া হয়েছে। বুধবার মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে।

এইডস মুক্ত বিশ্ব গড়ুন... *সচেতনতামূলক বার্তা। কলকাতায়। -দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়*

নন্দীগ্রামে লড়ার হুঁশিয়ারি অভিষেকের

কমিশনের বিরুদ্ধে কোর্টে যাওয়ার হুঁশিয়ারি

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : দল চাইলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম আসন থেকে লড়াই করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে হারানোর চ্যালেঞ্জ জানালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দু-দিন আগেই কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার দাবি করেছিলেন, 'নন্দীগ্রাম থেকে প্রার্থী হয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী হওয়ার খুব শখ হয়েছে অভিষেকের।'

সোমবার ডায়মন্ড হারবার লোকসভার মহেশতলায় সেবাশ্রয়-২ শিবিরের উদ্বোধনে গিয়ে সুকান্তর বক্তব্য প্রসঙ্গে অভিষেক বলেন, 'উনি অনেক কিছুই ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন। তবে এটুকু বলতে পারি, দল আমাকে নন্দীগ্রাম বা দার্জিলিং যেখানে দাঁড়াতে বলবে, সেখানেই দাঁড়াব। তবে সুকান্তবাবুকে বলব, তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাবেন না।'

এদিন নির্বাচন কমিশনকেও হুঁশিয়ারি দিতে ছাড়েননি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তিনি বলেন, 'আমার কাছে অনেক তথ্য আছে। আমি হাওয়ায় কথা বলি না। প্রয়োজনে আদালতে সব প্রমাণ করে দেব।'

এসআইআর আতঙ্কে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন বিএলও সহ সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ। গত শুক্রবার তৃণমূলের ১০ সদস্যের প্রতিনিধি দল দিল্লিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে দেখাও করে। সেদিনের আলোচনার বিষয়বস্তু প্রকাশ্যে আনার জন্য প্রথম দিন থেকেই দাবি করেছিলেন অভিষেক। তাঁর দাবি, 'কমিশনকে পাঁচটি প্রশ্ন করা হয়েছিল। তার সবগুলি ছেড়ে দিন, একটি প্রশ্নেরও সদুত্তর দিতে পেরেছে বলে জানাতে পারে, তাহলে টানতে টানতে কোর্টে নিয়ে যাব। আমাদের হাতে ডিজিটাল তথ্যপ্রমাণ রয়েছে।' তবে কি সেই ডিজিটাল এভিডেন্স, তা অবশ্য এদিন তিনি খোলসা করেননি। বরং বলেন, 'বিএলওদের ১২ হাজার টাকা করে রাজ্য সরকার দিচ্ছে না বলে নির্বাচন কমিশন যে অভিযোগ তুলেছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আমি কমিশনকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি, বাংলার যে ২ লক্ষ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার আটকে রেখেছে, তা ছেড়ে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে কমিশন চিঠি লিখুক। আমি কথা দিচ্ছি, বকেয়া অর্থের ৫০ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকার দিলে বিএলওদের ১২ হাজার কেন, ৬০ হাজার টাকা করে রাজ্য সরকার দেবে। যেদিন কেন্দ্রীয় সরকার টাকা ছাড়বে, পরের দিন প্রত্যেক বিএলও-র অ্যাকাউন্টে ওই টাকা পৌঁছে যাবে।'

সোমবার থেকেই শুরু হয়েছে লোকসভার শীতকালীন অধিবেশন। এসআইআর ইস্যুতে বিরোধীদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, 'সংসদ নাটক করার জায়গা নয়।' সোমবার মহেশতলা থেকেই সেই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করে অভিষেক বলেন, 'বিএলওরা মারা যাচ্ছেন, সাধারণ মানুষ আত্মঘাতী হচ্ছেন, এত মানুষের মৃত্যুকে প্রধানমন্ত্রী নাটক বলছেন? কে নাটক করছে, গোটা দেশ দেখছে।'

যা যা বললেন

- দল চাইলে নন্দীগ্রাম থেকে প্রার্থী হয়ে শুভেন্দু অধিকারীকে হারাব
- আমাদের পাঁচ প্রশ্নের জবাব নির্বাচন কমিশন প্রকাশ্যে আনুক
- রাজ্যের বকেয়া ছাড়ার জন্য কেন্দ্রকে চিঠি দিক কমিশন
- এত মানুষের মৃত্যুকে প্রধানমন্ত্রী নাটক বলছেন?

আইপ্যাক ও বিএলও অধিকার মঞ্চের বিরুদ্ধে সরব বিরোধী দলনেতা

অস্বাভাবিক তথ্যের অভিযোগ ২২০৮ বুথে

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : রাজ্যের ২ হাজার ২০৮টি বুথে একজনও মৃত, স্থানান্তরিত বা ডুপ্লিকেট ভোটারের খোঁজ মেলেনি। এসআইআরে উঠে আসা এই তথ্যকে অস্বাভাবিক বলেই মনে করছে কমিশন। শুধু তাই নয়, আরও ৫ থেকে ৬ হাজার বুথে কোথাও একটি, দুটি বা সর্বাধিক ১০ জন ভোটারের ক্ষেত্রে এমন ঘটনা ঘটেছে। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে এই ৭-৮ হাজার বুথের তথ্য ফের যাচাই করে সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকদের আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলেছেন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল।

এদিন পর্যন্ত ৭ কোটি ৩৮ লক্ষ ৫৭ হাজারের কিছু বেশি ফর্ম ডিজিটাইজড হয়েছে। এই হিসাব ম্যাপিং হওয়া ফর্মের প্রায় ৯৬ শতাংশ। অর্থাৎ ২০০২-এর সঙ্গে ২০২৫-এর ভোটার তালিকায় মিল খুঁজে পাওয়া গিয়েছে প্রায় ৯৬ শতাংশ। রবিবার পর্যন্ত ম্যাপিংয়ের ভিত্তিতে প্রায় ৩৫ লক্ষ নাম বাদ যেতে পারে বলে জানিয়েছিল কমিশন। গত ২৪ ঘণ্টায় সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৩ লক্ষ ৬৪ হাজার। যার মধ্যে ভোটারের সংখ্যা ২১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৮১৮। কমিশনের এক আধিকারিকের মতে, এনুমারেশন ফর্মে ভোটারদের যে লিঙ্কেজ দেখানো হচ্ছে তা সঠিক ধরে নিলে মেরেকেটে ৪০ লক্ষের কাছাকাছি নাম শুনানিতে আসতে পারে। এসআইআর শুরুর আগে বিজেপি দাবি করেছিল, শুধু মৃত, ডুপ্লিকেট ও অনুপ্রবেশকারীদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিলেই অন্তত ১ কোটির বেশি নাম বাদ পড়বে তালিকা থেকে। কমিশনের আধিকারিকদের মতে, ফি-বছর যে ভোটার তালিকার সংশোধন হয় সেখানেই ৩০ লক্ষের বেশি ভোটারকে শুনানিতে ডাকতে হয়। এবার এসআইআর-এর ফল তাই তাঁদেরও আশ্চর্য করছে। এই অস্বাভাবিক বুথের সংখ্যা সবথেকে বেশি দক্ষিণ ২৪ পরগনায় (৭৬০টি)। পুরুলিয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদায় সংখ্যাটা ২০০-র বেশি। নদিয়া, বাঁকুড়ায় এরকম বুথ রয়েছে শতাধিক। ৯০টি বুথের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে পূর্ব মেদিনীপুরে। বাদ নেই বীরভূম, উত্তর ২৪ পরগনা, জলপাইগুড়ি, হুগলি, দক্ষিণ দিনাজপুরের মতো জেলাগুলিও।

রাজ্যের এই 'অস্বাভাবিক বুথ'গুলির ব্যাপারে যেদিন সতর্ক করেছে কমিশন সেইদিনই সিইও দপ্তরে গিয়ে এসআইআর তথ্য নিয়ে তৃণমূল, আইপ্যাক এবং প্রশাসনের একংশের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর দাবি, ভোটার তালিকায় বাংলাদেশি মুসলিমদের নাম রেখে দিতে রাতারাতি ১ কোটি ২৫ লক্ষ ফর্ম পূরণ করা হয়েছে। এটা বিরাট দুর্নীতি। এর সঙ্গে ইআরও, এইআরও ও আইপ্যাক জড়িত। সিইওর কাছে এই অভিযোগ জানিয়ে নির্দিষ্টভাবে ২৬ থেকে ২৮ নভেম্বরের মধ্যে যেসব নাম নথিভুক্ত হয়েছে তার তদন্ত দাবি করেছে বিজেপি। ডেটা এন্ট্রি অপারেটরদের ওপর প্রভাব খাটিয়ে আইপ্যাক ভোটার তথ্যে এই গরমিল করেছে বলে দাবি করেন তিনি। দুর্নীতির তদন্তে প্রয়োজনে সিবিআইকে যুক্ত করার দাবিও জানান শুভেন্দু। যদিও ডেটা এন্ট্রি অপারেটর ও আইপ্যাকের মধ্যে যোগসাজশের অভিযোগ নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি সিইও মনোজ আগরওয়াল।

সোমবার বিজেপি বিধায়কদের সঙ্গে নিয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করেন শুভেন্দু।

সমানে সমানে... *বিএলও অধিকার মঞ্চের বিক্ষোভকারীদের আটকাচ্ছে পুলিশ। -রাজীব মণ্ডল*

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : সিইও দপ্তরে অভিযোগ জানাতে গিয়ে বিক্ষোভকারী বিএলও ও পুলিশের বাধার মুখে পড়লেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তার জেরে রীতিমতো ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় সিইও দপ্তরের বাইরে। শুভেন্দুর উদ্দেশে 'গো ব্যাক' স্লোগান দেন বিক্ষোভকারীরা। সিইও দপ্তর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে 'চোর, চোর, তৃণমূল চোর' স্লোগান দেন শুভেন্দু নিজেও। শুভেন্দুকে কালো পতাকা দেখান বিক্ষোভকারীরা। সিইও দপ্তরে ঢুকতে গেলে বাধা দেওয়া হয় সাংবাদিকদের। তাঁদের সঙ্গে বচসায় জড়ান পুলিশকর্মীরা। হস্তক্ষেপ করতে হয় সিইওকে। পুলিশের অতিসক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনিও। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়েন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল।

সোমবার বিজেপি বিধায়কদের নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী কলকাতায় সিইও'র সঙ্গে দেখা করার জন্য সাড়ে ১২টা নাগাদ দপ্তরের সামনে পৌঁছোন। এদিকে শুভেন্দুর কনভয় সেখানে পৌঁছোনোর আগেই বিএলও অধিকার রক্ষা মঞ্চ থেকে দল বেঁধে বিক্ষোভকারীরা সেখানে হাজির হন। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের দূরে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। তা সত্ত্বেও ভিড় ঠেলে কমিশনের দপ্তরে ঢুকতে গেলে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে বিজেপি বিধায়ক ও পুলিশের ধস্তাধস্তি হয়। এরই মধ্যে শুভেন্দু ও প্রতিনিধি দলের সঙ্গে উপস্থিত সাংবাদিকরাও দপ্তরে ঢুকতে গেলে পুলিশের সঙ্গে তাঁদের বচসা বাধে। খবর পেয়ে নিজের দপ্তর থেকে চলে আসেন সিইও। উপস্থিত ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়ের উদ্দেশে বলেন, 'আপনারা নিরাপত্তার বিষয়টি অবশ্য দেখবেন। কিন্তু সাংবাদিকদের ভিতরে ঢুকতে আটকাচ্ছেন কেন? এটা সিইও'র দপ্তর। কমিশনের নির্দেশ মেনেই চলুন।' জবাবে সিইও-র উদ্দেশে ইন্দিরা বলেন, 'সাংবাদিকরা কোথায় যাবে তা নির্দিষ্ট করে আমাদের জানাতে হবে। কমিশনের নিরাপত্তা দেখা আমাদের কাজ।' এদিন মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে সিইও দপ্তরে আসেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী। সম্প্রতি বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটির টানা দু'দিন ধর্নার জেরে সিইও দপ্তর ও তাঁর আধিকারিকদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তারপরই দিল্লি থেকে জাতীয় নির্বাচন কমিশন সিইও দপ্তরের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে চিঠি দেন। তারপরই সেখানে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়।

কমিশনের দপ্তরে ধুন্ধুমার

সবে মহানগরের জনজীবন শুরু। হাওড়া ব্রিজে সোমবার ভোরে। -পিটিআই

ভয় পাবেন না, ডিএম'দের মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : এসআইআরের জন্য জেলাশাসক সহ প্রশাসনের কর্তাদের চাপ থাকলেও উন্নয়নের কাজে কোনও ঘাটতি রাখা যাবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে কমিশনের হুঁশিয়ারিতে ভয় না পাওয়ার ব্যাপারে তিনি আশ্বস্ত করেছেন। সোমবার জেলাশাসক, মহকুমাশাসক ও বিডিওদের নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠক করছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। ওই বৈঠকের মাঝে হঠাৎই যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী। জেলাশাসক সহ প্রশাসনের কর্তাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'এসআইআরের

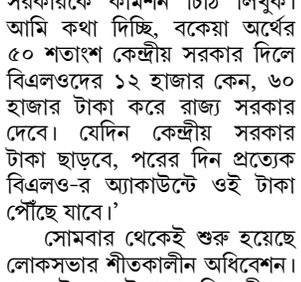

কাজের জন্য আপনাদের ওপর যে চাপ যাচ্ছে বুঝতে পারছি। কিন্তু তার জন্য উন্নয়ন যেন উপেক্ষিত না হয়, সেদিকে নজর রাখতে হবে।' নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, তখনই মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্য করেন, 'একজন প্রাক্তন অফিসারকে ওরা পাঠিয়েছে। ভয় দেখাচ্ছেন, বিরক্ত করছেন। বলছেন, দিল্লি পাঠিয়ে দেব, বদলি করে দেব। ভয় পাবেন না। আমি আছি। আপনারা আপনাদের কাজ করে যান।' দুদিন আগেই স্পেশাল রোল অবজারভার হিসেবে প্রাক্তন আমলা সুব্রত গুপ্তকে নিয়োগ করেছে নির্বাচন কমিশন। রবিবার তিনি ফলতায় ভোটার তালিকার সংশোধনের কাজ খতিয়ে দেখতে গিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর উদ্দেশেই এসব বলেছেন বলে অনেকেই মনে করছেন।

নতুন লোকায়ুক্ত নিয়োগ

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : রাজ্যের নতুন লোকায়ুক্ত নিযুক্ত হলেন কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রবীন্দ্রনাথ সামন্ত। সোমবার নবান্নে লোকায়ুক্ত চেয়ারম্যান নিয়োগ নিয়ে বৈঠক ছিল। সেখানেই রবীন্দ্রনাথবাবুকে এই পদে নিযুক্ত করা হয়।

রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে আবারও নিযুক্ত হয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। এই বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য পদাধিকার বলে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি উপস্থিত থাকবেন না বলে আগেই স্বরাষ্ট্রসচিবকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

বিডিওর বিরুদ্ধে নথির ফরেন্সিক পরীক্ষা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : সল্টলেকের দত্তাবাদে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের ঘটনায় তদন্ত অত্যন্ত ধীরগতিতে চালাচ্ছে পুলিশ। এখনও পর্যন্ত অভিযুক্ত বিডিওকে গ্রেপ্তারের কোনও পরিকল্পনা পুলিশের নেই। বিধাননগর গোয়েন্দা বিভাগ সূত্রে খবর, সল্টলেক ও নিউটাউনের ১৪ জায়গা থেকে উদ্ধার হওয়া সিসিটিভি ফুটেজ, ধৃত রাজু ঢালির মোবাইল ফোন থেকে উদ্ধার হওয়া ভিডিও এবং অন্যান্য নথি ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। চলতি সপ্তাহেই সেই রিপোর্ট চলে আসার কথা। পুলিশের বক্তব্য, সমস্ত নথির ফরেন্সিক রিপোর্ট না এলে তা আদালতে 'প্রামাণ্য' বলে গ্রহণযোগ্য হবে না। আর সেই কারণেই ওই রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে। রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর বারাসত জেলা ও দায়রা আদালতে অভিযুক্ত প্রশান্ত বর্মনের আগাম জামিন খারিজের আবেদন জানানোর পরিকল্পনা রয়েছে। কিন্তু অভিযুক্ত যেহেতু একজন পদস্থ সরকারি কর্তা, তাই তাঁর বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া কিছু করা সম্ভব নয়।

যদিও রাজনৈতিক সদিচ্ছা না থাকার জন্যই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ হচ্ছে না বলে মনে করছেন প্রশাসনের একাংশ। তাঁরা বলেছেন, 'অভিযুক্ত একজন রাজবংশী সম্প্রদায়ের ব্যক্তি। তাই বিধানসভা ভোটের আগে বিষয়টি ঘাঁটাতে চাইছে না রাজ্যের শাসকদল। একই কারণে বঙ্গ বিজেপির নেতারা বিভিন্ন ইস্যুতে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব হলেও এক্ষেত্রে মুখে কুলুপ এঁটে রয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে যথেষ্ট পরিমাণে প্রামাণ্য নথি হাতে আসার পরেই এই নিয়ে পুলিশ পদক্ষেপ করবে।' বারাসত আদালতের সরকারি আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আইন আইনের পথে চলবে। বিচারাধীন বিষয় নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেব না। প্রয়োজনমতো সঠিক পদক্ষেপ করা হবে।' অভিযুক্তর আইনজীবী অমিত চক্রবর্তী বলেন, 'বিচারক সবদিক খতিয়ে দেখেই অভিযুক্তের আগাম জামিন মঞ্জুর করেছেন। পুলিশের হাতে কোনও প্রামাণ্য নথি থাকলে তা তারা আগেই আদালতে জমা দিত। কিন্তু তা দেয়নি।'

স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুন

স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের ঘটনায় গত বুধবারই বারাসত জেলা ও দায়রা আদালত থেকে আগাম জামিন পেয়েছেন অভিযুক্ত বিডিও প্রশান্ত বর্মন। আদালতের শর্ত অনুযায়ী গত শনিবার তিনি বিধাননগর আদালতে সশরীরে হাজিরা দিয়ে আত্মসমর্পণ করে জামিন নিশ্চিত করেছেন। কিন্তু অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করছে না বলে বারবার অভিযোগ উঠেছে। বিধাননগর দক্ষিণ থানার হাত থেকে তদন্তভার হাতে নিয়েছে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগ। কিন্তু তাতেও তদন্তে অগ্রগতি হয়নি। তবে প্রামাণ্য নথির অপেক্ষায় বসে থাকা অজুহাত বলে মনে করছে প্রশাসনের একাংশ। কারণ, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রামাণ্য নথির প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এক্ষেত্রে তাও করা হয়নি।

বাংলাদেশ আদালতে সোনালির জামিন

আশিস মণ্ডল

রামপুরহাট, ১ ডিসেম্বর : বাংলাদেশি সন্দেহে 'পুশব্যাক' করার ছয় মাস পর শর্তসাপেক্ষে জামিন পেলেন দুই পরিবারের ছয় সদস্য। তাঁদের মধ্যে ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবিও। সোমবার বাংলাদেশের আদালত শর্তসাপেক্ষে মুক্তি দেওয়ায় তাঁদের বাড়ির ফেরার অপেক্ষায় দিন গুনছে বীরভূমের পাইকর গ্রাম।

চলতি বছরের ২৬ জুন বাংলাদেশি সন্দেহে অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি সহ মোট ছয় জনকে অসম সীমান্ত হয়ে বাংলাদেশে পাঠায় দিল্লি পুলিশ। ছয়জনের মধ্যে অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি ছাড়াও ছিলেন তাঁর স্বামী দানেশ শেখ, নাবালক ছেলে সাবির শেখ। তাঁদের ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী 'অবৈধ বাংলাদেশি' সন্দেহে বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় ঠেলে দেয়। ২০ অগাস্ট বাংলাদেশ পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। এই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্ট মামলা দায়ের করা হয়। সেপ্টেম্বরে সেই মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট এই পুশব্যাককে বেআইনি ঘোষণা করে। বিচারপতিরা এই পরিবারের সব সদস্যকে ভারতে ফেরত আনার জন্য এক মাসের সময়সীমা নির্ধারণ করেন। রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম বলেন, 'তাঁদের বাংলাদেশে পাঠানো ভুল ছিল। আমরা তাঁদের জন্য লড়াই চালিয়ে গিয়েছি।

সোমবার বাংলাদেশের আদালত এই ছয়জনের জামিন মঞ্জুর করেছে। ৩ ডিসেম্বর তাঁদের ফের হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের আদালতও নির্ধারণ করেছে যে তাঁরা বাংলাদেশি নন এবং ভারতকে ফেরত নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

সম্পাদকীয়

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৯৩ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

‘লিংক লাইফ’

সত্য কোথায়? সত্যের অন্বেষণ কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে। জীবনের প্রকৃত বাস্তবতা প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড়িয়ে। নির্দিষ্ট মানুষটি কে? কী তাঁর পরিচয়? মুখে বললে লাভ নেই। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ কীভাবে তাঁকে চেনে, সেটাও গৌণ। সত্য শুধু কার্ড, নথিতে উল্লিখিত তথ্য। বাস্তবের সঙ্গে সেই তথ্যের মিল থাক না থাক, সেটাই বড় সত্য। সেই সত্য যাচাই করবে কে? কোনও মানুষ বা প্রশাসন বা অন্য কোনও কর্তৃপক্ষ নয়।

সত্য যাচাই হবে মানুষ নিজেকে ‘লিংক’-এ বেঁধে ফেলতে পারলে। আধার কার্ডের সঙ্গে মোবাইল নম্বরের লিংক। ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে আধার কার্ডের লিংক। আধার লিংক না থাকলে র‍্যাশন কার্ডের জোগান মিলবে না। রান্নার গ্যাসের কার্ড অচল হয়ে যাবে আধার লিংক না থাকলে। লিংক, লিংক আর লিংক...। সর্বশেষ ২০০২-এর লিংক না থাকলে ভারতে কারও নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠে যাওয়ার সম্ভাবনার শঙ্কা।

২০০২ ও ২০২৫ সালের ভোটার তালিকায় নাম থাকলেই একমাত্র বিশেষ নিবিড় সংশোধনীতে (এসআইআর) ভারতের নাগরিকের ম্যাপিং নিশ্চিত। ২৩ বছরের ব্যবধানে ওই দুই ভোটার তালিকার কোনও একটিতে নাম না থাকা মানে জীবন জেরবার। নথি চাই, নথি। কার্ড চাই, কার্ড। যা দিয়ে প্রমাণ করতে হবে, ওই দুই সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে কোনও না কোনওভাবে সংযোগ আছে।

২০০২-এ যদি জন্ম না হয়ে থাকে? কিংবা ২০০২-এ যদি ভোটার তালিকায় নাম তোলার মতো বয়স না হয়ে থাকে? তবু চলবে। নির্দিষ্ট সেই মানুষটির মা বা বাবা- দুজনের কারও সঙ্গে ২০০২-এর লিংক চাই। এমনকি ঠাকুরদা-ঠাকুমা কিংবা দাদু বা দিদার লিংক থাকলেও চলবে। সেই সুযোগে ভুয়ো পিতৃ বা মাতৃ পরিচয় ঢুকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে বটে। তাতে কুছ পরোয়া নেই। অ্যাপের সেই ম্যাপিংয়ে সেই অসত্য ঢাকা পড়ে যেতে পারে।

লিংকের দৌলতে প্রকৃত বাস্তবতা হারিয়ে যেতে পারে। নানাবিধ লিংকের জগৎ এখন ভারতবর্ষে ভোটাধিকার থেকে নাগরিকত্ব ইত্যাদি অনেককিছুর নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠছে। সেই জগতের গোলকধাঁধায় কেউ ছিটকে পড়তে পারেন দেশের বৃত্ত থেকে। কাউকে বা সাদরে গ্রহণ করা যেতে পারে। সেই গোলকধাঁধা এখন কিছু মানুষের আতঙ্ক, অনিশ্চয়তার কারণ হয়ে উঠেছে। এদেশে বসবাসকারী হলেও লিংকের চক্করে কেউ নিজেকে যুক্ত না করে থাকলে শিয়রে হাজার সমস্যা যে।

লিংকের এই আবর্তের বাইরে রয়েছেন অনেকেই। বিশেষ অভিবাসী, উদ্বাস্তু জন। যাঁদের অনেকেই ২০০২-এর পর এদেশে ঠাঁই নিয়েছেন। কিংবা আগে এসে থাকলেও লিংকের বৃত্তে নিজেকে যুক্ত করেননি বা করতে পারেননি। সেক্ষেত্রে শুধু তাঁরা নন, তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মও ঘোর অনিশ্চয়তায়। দেশের নির্বাচন কমিশন এই সমস্যার প্রতিকারে ১১টি নথির দাওয়াই বাতলে দিয়েছে বটে। কিন্তু সকলের কাছে সেই ১১ নথির একটিও সহজলভ্য নয়- এমন বাস্তবতা বিরল নয়।

কাগজ দেখাও আর লিংক করো’র যুগে এরকম মানুষ স্বাভাবিকভাবে অনিশ্চয়তায় ভুগছেন। বাংলায় সমস্যাটি যে আছে, তা মতুয়া ও নমশূদ্র জনগোষ্ঠীর বিক্ষোভ, আন্দোলন, অসন্তোষ দেখে টের পাওয়া যাচ্ছে। লিংকের বৃত্তে ঠাঁই নিতে না পেরে তাদের এখন প্রাণান্তকর অবস্থা। ইসলামধর্মী ছাড়া অন্য কোনও ধর্মাবলম্বীরা অন্য দেশ থেকে ভারতে এসে থাকলে কোনও নথি ছাড়াই নাগরিকত্ব পেয়ে যাবেন বলে কেন্দ্রের ঘোষণা আছে।

তাতে কিন্তু ভোটার তালিকায় নাম তোলার সংস্থান মিলছে না। বরং নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য যে আবেদন করতে হচ্ছে, তাতে নিজেকে ভিনদেশি বলে পরিচয় লিপিবদ্ধ করতে হচ্ছে। সেই তথ্য শেষপর্যন্ত ভোটাধিকার নিশ্চিত করবে কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা থেকে যাচ্ছে। সত্য যাই হোক, জীবন যদি লিংকবিহীন হয়, তাহলে তা দুর্বিষহ এখন।

অমৃতধারা

উপর উপর দেখেই কিছু ছেড়ো না বা কোনও মত প্রকাশ ক’রো না। কোনও কিছুর শেষ না দেখলে তার সম্বন্ধে জ্ঞানই হয় না। সত্য দেখা মানেই তাকে আগাগোড়া জানা, আর, তাই জ্ঞান। যা তুমি জান না, এমন বিষয়ে লোককে উপদেশ দিতে যেও না। নিজের দোষ জেনেও যদি তুমি তা ত্যাগ করতে না পার, তবে কোনও মতেই তার সমর্থন করে অন্যের সর্বনাশ করো না। তুমি যদি সৎ হও, তোমার দেখাদেখি হাজার হাজার লোক সৎ হয়ে পড়বে। আর যদি অসৎ হও, তোমার দুর্দশার জন্য সমবেদনা প্রকাশের কেউই থাকবে না, কারণ তুমি অসৎ হয়ে তোমার চারিদিকই অসৎ করে ফেলেছ।

-শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি

জোহরান মামদানিকে নিয়ে আমরা উচ্ছ্বসিত। অথচ বিদেশের মাটিতে কত মানুষের সংগ্রাম আমাদের অজানাই।

অনমিত্র বিশ্বাস

-এআই

‘দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি-,’ এমনটাই বলে কবি সত্যেন দত্ত ছন্দঝংকারে কীর্তিত করেছিলেন কোন প্রাগিতিহাসের যুগে রামের প্রপিতামহের সঙ্গে যুদ্ধ থেকে হালে মহাপ্রভু বা বীর সন্ন্যাসী বিবেকের আবিশ্ব খ্যাতি। যে বাঙালি দিগ্বিজয়ী ‘সিংহল’ নামে স্ব-কীর্তির সাক্ষর রেখেছিলেন, যে বাঙালি দীপঙ্কর সুদূর তিব্বতে জ্বেলেছিলেন জ্ঞান ও সদ্ধর্মের দীপ, শ্যাম কাম্বোজে ওঙ্কার-ধামের ভাস্কর্য-নির্মাণ করেছিলেন সেই স্থপতি রূপদক্ষরা- কবি তাঁদের ঐতিহ্য নিয়ে গর্বিত বোধ করেছেন। সফল স্বদেশবাসীর জন্য গর্ব বোধ করা-ই স্বাভাবিক, সহজ।

কুয়ালা লামপুরের সেন্ট্রাল মার্কেটের কাছে একটা ছোট নাসি কন্দর বা ভাতের হোটেলে কাজ করত আজিজ। দেড় দশক আগে। আমরা যে এক মাস ছিলাম, প্রায় রোজই সেখানে খেতে যেতাম। আজিজ আমাদের টেবিলে এসে তার ফাঁকা সময়টুকু কথা বলে যেত। আমাদের কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না বিদেশে, কলকাতার কোথায় আমরা থাকি, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি আমাদের বাড়ি থেকে কতদূরে ইত্যাদি জানতে চাইত। ও ছিল বাংলাদেশের কোনও এক জেলার প্রত্যন্ত গ্রামের ছেলে। সে তার বাড়ির কথা বলত, তার ছোট বোনের গল্প করত- প্রবাসে যার কথা তার বারবার মনে পড়ত। উপার্জনের প্রলোভনে সে কোনও এজেন্টের সঙ্গে বিদেশে পাড়ি দিয়েছিল সমস্ত সঞ্চয়টুকু খুইয়ে, সেই স্বপ্ন তার ভেঙে গেছে। তবু এখানকার রিঙ্গিতের প্রাইস ইন্ডেক্স বাংলাদেশের টাকার চেয়ে অনেক বেশি। তবুও স্বপ্ন দেখত, সে যতটা সম্ভব টাকা জমাবে, তারপরে দেশে ফিরে যাবে কোনওদিন। বোনের ধুমধাম করে বিয়ে দেবে ভালো ঘরে, বাবা-মায়ের জন্য সচ্ছলতা ও সেবাযত্নের ব্যবস্থা করবে সে। সঙ্গীহীন নির্বাসনে আজিজের ঘোলাটে চোখে যে স্বপ্নগুলো ছিল, তার সবটা আমরা ঠিকঠাক ধরতে পারিনি।

নাসি কন্দরের পিছনে একটা ঘুপচি ঘরে- তেতলা খাটের বাংকে শুত রাতে কয়েক ঘণ্টা। বাকি সময়টায় তার কাজের থেকে ফুরসত কোথায়? আজিজ ই-মেল পাঠাতে জানত না। আন্তর্জাতিক দূরভাষের খরচ তার জন্য দুঃসাধ্য। বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ ছ’মাসে-ন’মাসে। অথচ সে নিজেকে ক্ষয় করে চলেছিল সামান্য এক চিলতে স্বপ্ন নিয়ে। তার ইমিগ্রেশন সম্পূর্ণ আইনত হয়নি, আর তা নিয়ে তার খুবই দুশ্চিন্তা ছিল।

পিনাঙে এক উত্তর ভারতীয় রেস্তোরাঁয় দেখা হয়েছিল দিল্লির দীনেশের সঙ্গে। ভাঙা হিন্দি সম্বল করে আমরা তার সঙ্গে কথা বলতুম, সে আমাকে আর আমার বোনকে নানারকম হাতসাফাইয়ের খেলা দেখাত। সে-ও আজিজের মতোই নিঃসঙ্গ, প্রবাসী। তবু পিনাঙের ওদিকটায় বেশ কিছু ভারতীয় আছেন। তাঁরা বহু প্রজন্ম ধরে মালয়বাসী তামিল হিন্দু। কৃষ্ণ-মন্দিরে সে প্রায়ই সন্ধ্যা আরতির সময়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে যেত। কিন্তু বাড়ির কথা তার মনে পড়ত সব সময়। সে এই নির্বাসন শেষে বাড়ি ফেরার পরে দিল্লিতে তার বাড়িতে আমাদের নেমন্তন্ন করে রেখেছিল।

শরদিন্দু বলেছিলেন, ‘মাতৃভূমি বলিয়া কোনো বিশেষ ভূখণ্ড নাই। মানুষের সহজাত সংস্কৃতির কেন্দ্র যেখানে, মাতৃভূমিও সেইখানে।’ নিশ্চয়ই সেই সংস্কৃতি ধর্ম-সর্বস্ব নয়। ফিরে আসবার আগের দিন আমাদের খাওয়াদাওয়া হয়ে গেছিল, আমরা কেবল এয়ারপোর্টে যাবার পথে আজিজের সঙ্গে দেখা করতেই সেন্ট্রাল মার্কেটে নেমেছিলাম মেট্রো থেকে। আজিজ অবাক হয়ে বলেছিল, ‘তোমরা শুধু আমার সঙ্গে দেখা করতে এতদূর এসেছ?’ সে জোর করে আমাদের হাতে কয়েকটা গার্লিক নান ধরিয়ে দেয় পথে খেতে খেতে যাবার জন্য, তার নিজের খরচে। আজিজের কাছে ওই-ক’টা টাকারও কত গুরুত্ব তা আমরা জানতাম।

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নোবেল পুরস্কার নিয়ে কলকাতার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মাতামাতি করেছে, যেন কৃতিত্ব তাদেরই। টালিগঞ্জের কনিষ্ঠতম টেকনিসিয়ান যখন সাবলীল কণ্ঠে সত্যজিৎ রায়কে ‘মানিকদা’ বলে উল্লেখ করে, তখন সেটা হাস্যকর লাগলেও বুঝি যে গর্ব করবার মতো এই এক-দুজন মানুষকে যতটা সম্ভব আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায় গরিব দেশের বাকিরা। আজ জোহরান মামদানি নিউ ইয়র্কের মেয়র নির্বাচিত হবার পর ভারতবর্ষের নাগরিকদের একাংশ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, বিশেষত যাদের সঙ্গে মামদানির রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি মেলে। কেউ কেউ আবার সেই আত্মীয়তার জেরে মামদানিকে ‘গুজরাটি’ বলে উল্লেখ করছেন। মামদানি নিজে আমি যতদূর শুনেছি ভারতীয় বলে আত্মপরিচয় দেন না। তাঁর মা ভারতীয় হলেও বাবা গুজরাটের খোজা মুসলিম বংশোদ্ভূত উগান্ডান। মামদানি উগান্ডা ও আমেরিকার দ্বৈত নাগরিক, এমনকি তাঁর নামের মুসলিম অংশটুকু বাদে একটা উগান্ডান মিডল নেমও আছে।

জনসাধারণের আবেগ এই চুলচেরা বিচারের ধার ধারে না। যুক্তরাজ্যে ঋষি সুনক নির্বাচিত হবার পরে বহু ভারতীয় উল্লসিত হয়েছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বেশ প্রত্যুত্তর হয়েছে বলে ধরে নিয়েছিলেন। যে বিষয়ে আমি গবেষণা করি, তাতে বহু ভারতীয় নাম দেখি বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে। অন্যদিকে, গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে পরিচয়হীন এমন কত ভারতীয় শ্রমিক- যারা কোনওদিন অস্কার পাবে না, অ্যাবেল প্রাইজ পাবে না। তারা ডোনাল্ড ট্রাম্পের মুখে ছাই দিয়ে প্রথম বিশ্বের রাজনৈতিক কুর্সিতে বসবে না। সুকান্তর ‘রানার’-এর মতো তারা স্বীকৃতিহীন, জীবনের বহু বছরকে পিছু ফেলে ঘাম-রক্ত ঝরিয়ে স্বপ্ন দেখছে মিলনান্তিক ভবিষ্যতের- যে ভবিষ্যৎটা ইতিহাস বা অর্থনীতির দিক থেকে অকিঞ্চিৎকর হলেও তার জন্য মরণপণ সাধনা।

নিউ ইয়র্কের মেয়র হবার উচ্চাভিলাষের জন্য যে অধিগম্যতার ডাইভিং বোর্ড থেকে ঝাঁপ দিতে হয়, তা এই অধিকাংশ ভারত-উদ্ভূত ছেলেমেয়ের পক্ষে কল্পনার অতীত। জীবনযুদ্ধের প্রতিপক্ষ হয়ে যে অদৃশ্য ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছেন তিনি তাদের প্রত্যেকটা উপার্জনের মূল্য বুঝে নেন জীবনীশক্তির সঙ্গে দাঁড়িপাল্লায় বসিয়ে। ‘মামদানি বিরল সৌভাগ্যবানও বটে। তাঁর বাবা অধ্যাপক ও রাজনীতি-বিশেষজ্ঞ, মা চিত্র পরিচালিকা। মোটের ওপর, তৃতীয় বিশ্বের ঐতিহ্যের ময়ূরপুচ্ছটি মামদানি পেয়েছেন, তাঁর রিক্তহস্ত সংঘর্ষের উত্তরাধিকার নয়। মামদানি নিজগুণে অর্জন করেছেন যে সাফল্য, তাকে এতটুকু অস্বীকার না করেই বলছি, মার্কিন মুল্লুকের মাপদণ্ডেও সচ্ছলতম পারিবারিক পরিকাঠামো তিনি পেয়েছিলেন।

ভারতবর্ষের প্রবাসী যেসব ছেলেমেয়ে সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মায়নি, উন্নাসিক অভিভাবকের সাহচর্যে বড় হয়নি, তাদের পক্ষে এই ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর স্বপ্ন দুঃসাধ্য। কিন্তু যে নিঃসম্বল ছেলেটা যথেষ্ট টাকা জমিয়ে দেশে ফিরে পরিবারের হাল ধরার মতো অগৌরবের ‘নন-ইন্টেলেকচুয়াল’ উদ্দেশ্যে বিদেশের মাটিতে সূর্যোদয় থেকে মাঝরাত পর্যন্ত পরিশ্রম করে, সাধ্যের মাত্রার কানায় কানায়- তাকেও আমি শ্রদ্ধা করি। ভারতীয় হিসাবে, জোহরান মামদানির চেয়ে দিল্লির সেই দীনেশ- আর তৃতীয় বিশ্বের নাগরিক হিসাবে বাংলাদেশের আজিজ নামক ছেলেটার জন্য আমি অনেক বেশি গর্ব অনুভব করি।

(লেখক আইআইটি ভিলাইতে অঙ্কের গবেষক)

আজ

১৯২৫

অভিনেতা সন্তোষ দত্ত জন্মগ্রহণ করেন আজকের দিনে।

১৯৫৯

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা বোমান ইরানি।

আলোচিত

মতুয়াদের সমস্যা মেটাতে পারেন ডিএম, এসপি-রাই। কিন্তু ভোটের কথা মাথায় রেখে মোদি, দিদি এসআইআর জুজুকে সামনে রেখে ভয়, অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি করে নির্বাচনি রুটি সেঁকছেন। ভোট মিটে গেলে দেখবেন মোদি, দিদি- কেউ আর এসআইআর-এর কথা বলছেন না।

-অধীর চৌধুরী

ভাইরাল/১

মুখে আস্ত না পুরলে ফুচকা খাওয়াই বৃথা। সেই তৃপ্তি পেতে গিয়ে বিপত্তি ঘটল উত্তরপ্রদেশের এক মহিলার। বড় সাইজের ফুচকা মুখে ঢোকাতে গিয়ে চোয়াল সরে যাওয়ায় মুখ আর বন্ধই হচ্ছিল না। হতভম্ব নেটদুনিয়া।

ভাইরাল/২

তামিলনাড়ুর এক বাসিন্দা মালয়েশিয়ায় গিয়েছিলেন কাজে। মাইনে না পাওয়ায় কাজ ছেড়ে দেন। কিন্তু মালিক পাসপোর্ট নিয়ে নেওয়ায় ফিরতে পারেননি। এক ব্যাংকের সামনে শুয়ে ছিলেন। ব্যাংককর্মীরা তাঁকে গালিগালাজ করে, লাথি মেরে তুলে দেন।

জনমন জনমত

অব্যাহত জল-যন্ত্রণা

মানবজীবন নদীর স্রোতের মতো বয়ে চলে। কিন্তু এ বয়ে যাওয়া জীবনে আমাদের প্রাণশক্তি জল। বর্তমান প্রাকৃতিক প্রেক্ষাপটে আমরা সবাই জানি যে, ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণ কমে আসছে। এমতাবস্থায় রাস্তার ধার বা পাড়ার কলগুলোর মুখ যদি খোলা থাকে বা পাইপ ফুটো থাকে তাহলে তো কথাই নেই। কিন্তু এই দৃশ্য অনবরত চলেই যাচ্ছে। যত্রতত্র রাস্তার কলগুলো মুখ খোলা অবস্থায় থাকছে। যখনই জল পড়ছে ভেসে যাচ্ছে আশপাশ। কোনওসময় সহৃদয় ব্যক্তি লাগিয়ে দিলেও আবার তা ভেঙে যাচ্ছে বা কেউ ভেঙে দিচ্ছে। এভাবে যদি জল নামক জীবন অনবরত বয়ে যায় তাহলে অদূরভবিষ্যতে আমাদের উত্তরসূরিরা জল-যন্ত্রণায় অতিকষ্টে দিনযাপন করতে বাধ্য হবে।

এই সমস্যা কোনও এক জায়গার নয়, প্রতিটা শহর-গ্রাম-নগরের রোজকার দৃশ্য। তাই শুধু গয়েরকাটাবাসী হিসেবে নয়, একজন নাগরিক হিসেবে এই জলযন্ত্রণার স্থায়ী সমাধান চাইছি। এ ব্যাপারে পিএইচই, পঞ্চায়েত দপ্তর এবং শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে পুরসভাকে হস্তক্ষেপ করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সর্বোপরি এ বিষয়ে জনসাধারণকেও বিশেষ নজরদারি বহাল রাখার আবেদন জানাচ্ছি। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য যদি এই পৃথিবীকে বাসযোগ্য করতে চাই তাহলে জল-যন্ত্রণার অবসান করতেই হবে। এ বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করার অঙ্গীকার আমাদের সবার।

সুনীতা দত্ত
গয়েরকাটা, জলপাইগুড়ি।

অসতর্কতার বলি

ধূপগুড়িতে ভোরবেলায় ট্রেনের ধাক্কায় একটি হাতির মৃত্যু এবং আরেকটি হাতির গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনায় শুধু দুঃখ প্রকাশ করাই কি যথেষ্ট? এটা একটা রোগে পরিণত হয়েছে। কুয়াশাহীন ফাঁকা জায়গা যেখানে দূর থেকে পরিষ্কার দেখা যায় সেখানে কীভাবে এইরকম ঘটনা ঘটতে পারে? রেলচালক কি ঘুমে ঢুলছিলেন? সংরক্ষিত হাতির হ্রাসের অন্যতম প্রধান কারণ ট্রেনে কাটা পড়া। জানি না রেল দপ্তর কতটা দায়িত্বশীল। তবে চালকদেরও সচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন।

মনোজকুমার রায়, ডাউকিমারি, ধূপগুড়ি।

শালীনতার বেড়াজাল ভেঙে চলছে ‘সৃজন’

গঠনমূলক রিলস, ভিডিওতে সেভাবে লাইক পড়ে না অথচ অশালীনতায় ভরা কনটেন্ট ভিউ টানে।

ভূপেশ রায়

-এআই

ঘটনা ১ : এক ভদ্রমহিলা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। হঠাৎ দেখি অদ্ভুত অশ্লীল সাজের একটি ছেলে মেয়ের সাজে ভদ্রমহিলার সামনে কিম্ভুত আচরণ করতে শুরু করল। আর তার পিছনে একজন ক্যামেরা নিয়ে ওই ঘটনার ভিডিও করে চলল। ভদ্রমহিলা বিরক্ত হয়ে রেগে গেলে অদ্ভুত সাজের সেই ছেলেটি বলল, ‘প্র্যাংক কাকিমা প্র্যাংক, ক্যামেরা চলছে ক্যামেরা!’

ঘটনা ২ : ব্যস্ত বাজারের ভরা রাস্তায় হঠাৎ দুই মহিলা কোমর দুলিয়ে নাচতে শুরু করলেন। আশপাশের সবাই হতবাক। যাঁরা নাচছিলেন, তাঁদের কিন্তু কোনও প্রতিক্রিয়া নেই।

এটাই যেন হালের ট্রেন্ড। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউবে এসবই পোস্ট করে আজকাল সবাই নিজেকে কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবে দাবি করে। এই ঘটনা দুটো সাধারণ নমুনামাত্র। কনটেন্ট ক্রিয়েশনের নামে এখন এসবই চলছে। কিছুদিন আগে দেখলাম এরকম একজন তথাকথিত কনটেন্ট ক্রিয়েটর বিমানের মধ্যে ভিডিও করতে করতে সাজগোজ করছেন, বিমানের মেঝেতে বসে পান্তা ভাত খাচ্ছেন! সহযাত্রীদের সমস্যা হলেও সেই বিষয়টিকে তাঁদের থোড়াই কেয়ার! সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার নেশায় নিজেকে বিমানের মেঝেতে বসে পান্তা ভাত খাওয়া পৃথিবীর প্রথম মহিলা বলে দাবি জানাতে ওই কনটেন্ট ক্রিয়েটর তখন প্রচণ্ড ব্যস্ত। আজকাল এই ধরনের পোস্টেই হাজার হাজার মানুষের লাইক-কমেন্টের ছড়াছড়ি! অথচ যাঁরা নাচ-গান, ছবি আঁকা বা ভালো মানের ইতিবাচক কনটেন্ট তৈরির মাধ্যমে সমাজ-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্যকে তুলে ধরার চেষ্টা করেন তাঁদের পোস্টে সাধারণ মানুষের কোনও আগ্রহ নেই!! এ যেন এক আজব দুনিয়া।

গ্লোবাল ডিজিটাল রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৫-এর শুরুতে ভারতের মোট ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৫৫.৩ শতাংশ। এর একটি বড় অংশই সোশ্যাল মিডিয়ায় অভ্যস্ত। ২০২৪ সালের শুরু থেকে ২০২৫ সালের শুরুর মধ্যে সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারীর সংখ্যা ২৯ মিলিয়ন বেড়েছে। ভারতীয়রা প্রতিদিন গড়ে প্রায় আড়াই ঘণ্টা সময় সামাজিক মাধ্যমে ব্যয় করেন। তাই সামগ্রিকভাবে দেখলে সামাজিক মাধ্যমের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া আজ ভীষণই দৃঢ়। আট থেকে আশি সকল বয়সের মানুষ এই সামাজিক মাধ্যমের প্ল্যাটফর্মগুলিতে আজ সময় কাটান, তাঁদের মতামত, কার্যকলাপ তুলে ধরেন। সাম্প্রতিক কনটেন্ট তৈরির প্রবণতায় ছোট ভিডিও, রিলস ও লাইভ স্ট্রিমিং সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। মানুষ এখন দ্রুত, সহজে গ্রহণযোগ্য তথ্য ও বিনোদন চায়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (এআই) টুল ব্যবহারে নির্মাতারা আরও সৃজনশীল কনটেন্ট তৈরি করছেন। ব্যক্তিগত ব্র্যান্ডিং ও ট্রেন্ড-ভিত্তিক চ্যালেঞ্জও ব্যাপকভাবে বেড়েছে। কিন্তু বর্তমানে যেভাবে কনটেন্ট ক্রিয়েটরের নাম করে অশ্লীলতা ও দৃশ্য দূষণের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে অনেকেই ভীষণ উদ্বিগ্ন। তাই এক্ষেত্রে সরকারিভাবে লাগাম অবশ্যই প্রয়োজন। আমাদের চারপাশের সুস্থ সামাজিক পরিবেশ রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্বেরই মধ্যে পড়ে। কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের আরও বেশি সচেতন থাকা উচিত। নইলে আমরা এমনই এক দুনিয়ায় পৌঁছে যাব যেখান থেকে বর্তমান পৃথিবীতে ফেরা আমাদের পক্ষে কোনওদিনই সম্ভব হবে না।

(লেখক ছাত্র। ময়নাগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩০৭

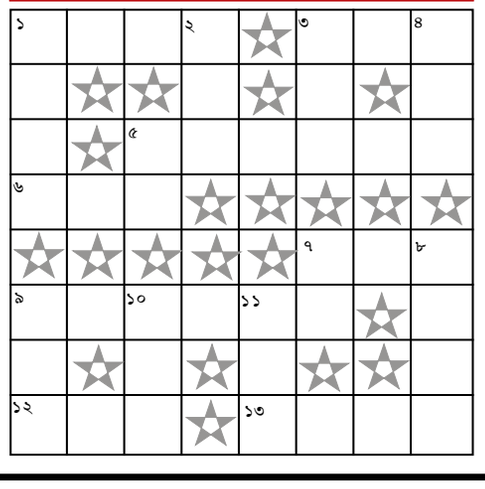

পাশাপাশি : ১। কোমল ও মসৃণ ৩। কিছু দেওয়ার জন্য বারবার অনুরোধ ৫। যেখানে আশার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না ৬। যে জুলুম বা অন্যায় আচরণ করে ৭। হিংস্র বণ্যপ্রাণী ৯। বাধা-বিপত্তি বা আঘাত এবং প্রত্যাঘাত ১২। সেনাবাহিনীর জন্য খাদ্য সম্ভার ১৩। যে কল টিপলে জল পড়ে।

উপর-নীচ : ১। বিশেষভাবে বিচার বা পরীক্ষা করে দেখা ২। যারা মিষ্টির কারবার করে ৩। যে সব বর্ণ তালুকে ছুঁয়ে উচ্চারিত হয় ৪। পুত্র সন্তান বা বালক ৫। এই ফল খেতে খুব তেতো ৭। যেখানে কড়া পরলেই গ্রেপ্তার ৮। নাকানি চোবানি অবস্থা ৯। ঘুঙুর বা নূপুর ১০। কোনও বিষয়ে অনিচ্ছাকৃত ভুল ১১। সুযোগের অপেক্ষায় ওঁত পেতে থাকা।

সমাধান ■ ৪৩০৬

পাশাপাশি : ১। অচেনা ৪। ইমাম ৫। মিগ ৭। হালুয়া ৮। মাস্টারদা ৯। সরঞ্জাম ১১। পালুই ১৩। কদু ১৪। নহর ১৫। দশন।

উপর-নীচ : ১। অনীহা ২। নাইয়া ৩। দমদমা ৬। গলদা ৯। সস্ত্রীক ১০। মসনদ ১১। পারদ ১২। ইন্ধন।

বিন্দুবিসর্গ

জগদীপ ধনকরের সংবর্ধনার কী হল

খাড়গের প্রশ্নে অস্বস্তি

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর : শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনেই রাজ্যসভা-কক্ষে নতুন চেয়ারম্যান উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণনকে স্বাগত জানাতে গিয়ে প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকরের আকস্মিক ইস্তফা প্রসঙ্গ টেনে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি করলেন কংগ্রেস সভাপতি ও রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে। খাড়গের মন্তব্যের পরেই পালটা আক্রমণে সরব হলেন শাসকদলের সাংসদরা।

নয়া চেয়ারম্যানকে স্বাগত জানানোর সময় বিরোধী দলনেতা খাড়গে বলেন, 'আপনার পূর্বসূরির অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক প্রস্থান সংসদীয় ইতিহাসে নজিরবিহীন।' তিনি আরও বলেন, 'আমি ব্যথিত যে, কক্ষ তাঁকে বিদায় জানানোর সুযোগ পেল না।' খাড়গের এই মন্তব্যের পরই তীব্র প্রতিবাদ শুরু হয় বিজেপি শিবির থেকে।

কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু খাড়গের মন্তব্যের সমালোচনা করে বলেন, এটি একটি 'খুবই পবিত্র অনুষ্ঠান', এই মুহূর্তে অপ্রয়োজনীয় বিষয় উত্থাপন করার কোনও প্রয়োজন ছিল না। তিনি বলেন, প্রাক্তন চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে বিরোধীরা দু'বার অনাস্থা এনে তাঁকে অপমান করেছিলেন।

অন্যদিকে, রাজ্যসভার দলনেতা জেপি নাড্ডা পরিস্থিতি সামাল দিতে হস্তক্ষেপ করেন এবং খাড়গেকে কটাক্ষ করে বলেন, 'বিহার নির্বাচনে হারের যন্ত্রণা তিনি যেন 'ডাক্তারকে' জানান। নাড্ডা বলেন, 'এই অনুষ্ঠানটি পবিত্র... বিরোধী দলনেতা যে বিষয়টি উত্থাপন করেছেন, তা এখানে আলোচনার জন্য অপ্রাসঙ্গিক।'

"আপনার পূর্বসূরির অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক প্রস্থান সংসদীয় ইতিহাসে নজিরবিহীন। আমি ব্যথিত যে, কক্ষ তাঁকে বিদায় জানানোর সুযোগ পেল না।
মল্লিকার্জুন খাড়গে

"এই অনুষ্ঠানটি পবিত্র... বিরোধী দলনেতা যে বিষয়টি উত্থাপন করেছেন, তা এখানে আলোচনার জন্য অপ্রাসঙ্গিক।
জেপি নাড্ডা

রাজ্যসভার চেয়ারম্যান হিসাবে 'নিরপেক্ষভাবে দায়িত্বপালনের বার্তা' দিয়ে খাড়গে রাধাকৃষ্ণানের উদ্দেশ আরও বলেন, 'আপনার কংগ্রেস পরিবার ও সাংবিধানিক ঐতিহ্যের পটভূমি ভোলা উচিত নয়।' এর জবাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মন্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে নাড্ডা বলেন, নির্বাচনে হারের হতাশা প্রকাশ করার জায়গা সংসদ নয়। প্রধানমন্ত্রী অধিবেশনের আগে বলেছিলেন, নির্বাচনে হারের হতাশা যেন বিরোধীরা সংসদে না দেখান।

শুরু শীতকালীন অধিবেশন

বিরোধীদের কৌশল বদলের বার্তা মোদির

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর : সোমবার থেকে শুরু হয়েছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। ১৯ দিনের অধিবেশনে মোট ১৫ দিনের কর্ম দিবস। অধিবেশনের আগে নিজস্ব শৈলীতে বিরোধীদের 'পরামর্শ' দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেন, 'সংসদে আলোচনার পরিবেশ বজায় রাখুন। নাটক করার জন্য প্রচুর জায়গা আছে। এখানে স্লোগান নয়, নীতির ওপর জোর দেওয়া উচিত।' বিহার বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ-র বিপুল জয়ের প্রসঙ্গ টেনে মোদি বলেন, 'কয়েকটি দল এখনও ভোটে হারের ধাক্কা সামলাতে পারেনি। তাদের পরাজয় সংসদে আলোচনার বিষয় হতে পারে না। ওদের এবার কৌশল বদল করা উচিত। আমি এ ব্যাপারে পরামর্শ দিতে রাজি আছি।' বিরোধীদের তরফে জবাব দিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি। তিনি বলেন, 'দিল্লির বায়ুদূষণ, এসআইআর-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে সংসদে আলোচনা হওয়া উচিত। এগুলি নাটক নয়। জনপ্রতিনিধিদের জনস্বার্থে কথা বলতে না দেওয়াই আসলে নাটক।'

এদিন সকাল ১১টায় লোকসভার অধিবেশন শুরু হলে অভিনেতা ধর্মেন্দ্র, কর্নেল সোনারাম চৌধুরী, অধ্যাপক বিজয়কুমার মালহোত্রা এবং রবি নায়েকের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হলে এসআইআর সহ বিভিন্ন ইস্যুতে বিরোধী সদস্যরা স্লোগান দিতে শুরু করেন। লোকসভায় বিরোধীদের এককাট্টা দেখালেও অধিবেশন শুরুর আগে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গের ডাকা বৈঠকে অনুপস্থিত ছিলেন তৃণমূল এবং আপ সাংসদরা। বিরোধীদের বারবার হট্টগোলে

"সংসদে আলোচনার পরিবেশ বজায় রাখুন। নাটক করার জন্য প্রচুর জায়গা আছে।
নরেন্দ্র মোদি

.....

জনপ্রতিনিধিদের জনস্বার্থে কথা বলতে না দেওয়াই আসলে নাটক।
প্রিয়াংকা গান্ধি

লোকসভার কাজ প্রথমে বেলা ১২টা এবং পরে দুপুর ২টো পর্যন্ত মুলতুবি হয়ে যায়।

দ্বিতীয়বার মুলতুবির পর লোকসভার কার্যক্রম শুরু হলে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন মণিপুর পণ্য ও পরিষেবা কর (দ্বিতীয় সংশোধনী) বিল, ২০২৫ আলোচনা ও পাশের জন্য পেশ করেন। মণিপুর জিএসটি আইন, ২০১৭-কে সংশোধন করাই এই বিলের লক্ষ্য। বিরোধীদের হট্টগোলের মধ্যেই ভোটের মাধ্যমে বিলটি পাশ হয়।

অর্থমন্ত্রী সীতারামন তামাক ও তামাকজাত পণ্যে আবগারি শুল্ক আরোপের জন্য সেন্ট্রাল এক্সাইজ (সংশোধনী) বিল পেশ করেন। তিনি পানমশলার উৎপাদনে সেস আরোপের জন্যও একটি বিল উপস্থাপন করেন। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও' ব্রায়েন চেয়ারম্যানকে অনুরোধ করেন এসআইআর নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করতে। তিনি বলেন, 'চেয়ারম্যান 'কাউন্সিল অব স্টেটস'-এর অভিভাবক, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো রক্ষার দায়িত্ব তাঁর।'

ডেরেক এদিন উপরাষ্ট্রপতির অভিবাদন ভাষণে সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, 'প্রতি অধিবেশনের গড় বসার দিন কুড়ির নীচে নেমে এসেছে। এই অধিবেশনের দিন সংখ্যা মাত্র ১৫।' বিরোধীদের বারবার এসআইআর নিয়ে আলোচনার দাবির পর সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, 'আমরা বিষয়টা দেখছি।' জবাবে ডেরেক বলেন, 'আমরা তোমাকে বিশ্বাস করি না।'

এই সপ্তাহেই সংসদে 'বন্দে মাতরম' গানটির ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। বৃহস্পতিবার অথবা শুক্রবার যে কোনও একদিন এই আলোচনা হতে পারে। জাতীয় সংগীতের পাশাপাশি দেশের জাতীয় গান হিসেবে স্বীকৃত 'বন্দে মাতরম'-এর ওপর আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বক্তব্য রাখতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে।

অন্য মেজাজে ওঁরা... *সোমবার সংসদের প্রথম দিনে মহুয়া মৈত্র ও কঙ্গনা রানাওয়াত। নয়াদিল্লি।*

বিডিআর হত্যাকাণ্ডে হাসিনা-ভারতের 'চক্রান্ত'!

বাংলাদেশের তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে বিতর্ক

ঢাকা ও নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর : ষোলো বছর আগের পিলখানা বিদ্রোহ (যা বিডিআর বিদ্রোহ নামেও পরিচিত) নিয়ে চাঞ্চল্যকর দাবি করেছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের তৈরি করা তদন্ত কমিশন। কমিশনের প্রধান অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল এএলএম ফজলুর রহমান দাবি করেছেন, ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন তৎকালীন আওয়ামী লিগ সরকারই এই বিদ্রোহ এবং হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিল। এই কাজে নাকি হাসিনা সরকারকে মদত জুগিয়েছিল ভারত।

যদিও এহেন দাবির সপক্ষে কোনও প্রমাণ পেশ করতে পারেননি রহমান। গত বছর ৫ অগাস্টের পর থেকে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কে স্থায়ী ফাটল ধরানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের মৌলবাদী ও হাসিনা বিরোধী ছাত্র নেতাদের একাংশ। তাদের পুরোদস্তুর মদত দিচ্ছে ইউনূস সরকার। পিলখানা কাণ্ডে ভারতকে যুক্ত করা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ফাটলকে গভীর করার চেষ্টার অংশ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল। সাউথ ব্লক সূত্রে খবর, পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে কেন্দ্র। খুব দ্রুত এ ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে বিদেশমন্ত্রক।

কমিশনের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, শেখ হাসিনা এই হত্যাকাণ্ডের জন্য সবুজ সংকেত দিয়েছিলেন এবং আওয়ামী লিগের প্রাক্তন সাংসদ শেখ ফজলে নূর তাপস পিলখানা কাণ্ডে প্রধান সমন্বায়কের ভূমিকা পালন করেছিলেন। কমিশন জানিয়েছে, ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে দুর্বল করে হাসিনা সরকারের ক্ষমতাকে দীর্ঘমেয়াদি করা। ২০০৯ সালে বিডিআর-এর তৎকালীন মহাপরিচালক মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদ ও ৫৬ জন সেনাকর্তা সহ মোট ৭৪ জন নিহত হন।

তদন্ত রিপোর্টে আরও অভিযোগ করা হয়েছে, একটি বিদেশি শক্তি এই ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিল। কমিশন প্রধান পরে এই বিদেশি শক্তিকে ভারত বলে চিহ্নিত করেন। তিনি অভিযোগ করেছেন, ভারত বিদ্রোহের পর বাংলাদেশে অস্থিরতা তৈরি এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে দুর্বল করার চেষ্টা করেছিল। এই অভিযোগের সপক্ষে ফজলুর রহমান ওই সময় (ফেব্রুয়ারি, ২০০৯) বাংলাদেশে ৯২১ জন ভারতীয় নাগরিকের প্রবেশের কথা উল্লেখ করেন, যাঁদের মধ্যে ৬৭ জনের অবস্থান আজও অজানা।

কমিশন প্রধানের কথায়, 'ওই ঘটনার সময় ৯২১ জন ভারতীয় বাংলাদেশে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ৬৭ জনের হিসাব নেই। তাঁরা কোন দিক দিয়ে এসেছিলেন, কোথা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছেন, কিছু জানা যাচ্ছে না। আমরা জানতে পেরেছি, বাংলাদেশকে অস্থির করতে চেয়েছিল ভারত। সেনাবাহিনী ও বিডিআর (বর্তমানে বিজিবি)-কে দুর্বল করতে চেয়েছিল।'

কমিশন তাদের প্রতিবেদন সরকারের কাছে জমা দিয়েছে। পিলখানা হত্যাকাণ্ডের সময় বাংলাদেশে ৬৭ জন ভারতীয়ের অবস্থান খতিয়ে দেখতে ইউনূস সরকারকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে রিপোর্টে। এ ব্যাপারে ঢাকা যাতে দিল্লির কাছে ব্যাখ্যা চায় সেই কথাও বলা হয়েছে কমিশনের তরফে। অবস্থান স্পষ্ট করেনি ঢাকা।

কমিশনের দাবি

- শেখ হাসিনার আওয়ামী লিগ সরকার পিলখানা হত্যাকাণ্ডে যুক্ত
- আওয়ামী লিগের প্রাক্তন সাংসদ তাপস ষড়যন্ত্রের সমন্বায়ক
- ফেব্রুয়ারি, ২০০৯-এ বাংলাদেশে ৯২১ জন ভারতীয় নাগরিকের প্রবেশ। যাঁদের মধ্যে ৬৭ জনের অবস্থান অজানা
- বাংলাদেশের সেনাবাহিনী ও বিডিআরকে দুর্বল করতে চেয়েছিল ভারত

'যারা কামড়ায়, তারা ভিতরেই'

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর : সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট পথ কুকুরদের নিয়ে কিছু নির্দেশিকা জারি করেছে। নির্দেশিকা জারির মূল উদ্দেশ্য মানুষকে যাতে কুকুরের কামড় খেতে না হয়। এই আবহে সোমবার শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনেই কুকুর নিয়ে সংসদে প্রবেশ করে বিতর্ক তৈরি করলেন কংগ্রেস সাংসদ রেণুকা চৌধুরী। তিনি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে হইচই পড়ে যায়। চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে সাংসদ ও নিরাপত্তাকর্মীদের মধ্যে। অনেকে

সংসদে কুকুর, বিতর্কে রেণুকা

উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। কুকুরটিকে নিয়ে মন্ত্রী, সাংসদ, নিরাপত্তাকর্মীদের উদ্বেগ দেখে রাজ্যসভা সাংসদ রেণুকা চৌধুরী বলেন, 'এ তো খুব ছোট, শান্ত প্রাণী। কাউকে কামড়াবে না। যারা কামড়ায় তারা সংসদের ভিতরেই আছে।'

সংসদে আসার পথে রেণুকা কুকুরছানাটিকে রাস্তা থেকে তুলেছিলেন। রেণুকা বলেছেন, 'রাস্তায় এমন জায়গায় কুকুরছানাটি ছিল যে, যে কোনও সময় গাড়িচাপা পড়ত। তাই সঙ্গে নিয়ে এসেছি। এখানে কুকুর নিয়ে আসায় কি কোনও বাধা আছে? কোনও প্রোটোকল আছে কি?' বিজেপি এই ঘটনার সমালোচনা করেছে।

খারিজ সুপ্রিম-রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি

এসএসসি প্যানেল বাতিল মামলা

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর : নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)-এর ২০১৬ সালের প্যানেল বাতিলের রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, আগের রায়ই বহাল থাকবে এবং নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আদালত কোনও হস্তক্ষেপ করবে না।

এর ফলে ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিলের রায় কার্যকর থাকবে। দুর্নীতির অভিযোগে সম্পূর্ণ প্যানেল 'টেন্টেড' বা 'দাগি' বলে চিহ্নিত করে সুপ্রিম কোর্ট আগেই জানিয়েছিল—পুনর্বহাল নয়, নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়াতেই সুযোগ পাওয়া যাবে। তবে যাঁরা সরাসরি দুর্নীতিতে যুক্ত বা 'দাগি', তাঁরা নতুন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন না এবং তাঁদের বেতনও ফেরত দিতে হবে। বাকি প্রার্থীরা নতুন পরীক্ষা ও নথিপত্র যাচাইয়ের মাধ্যমে ফের সুযোগ পাবেন।

চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ অভিযোগ করেছিলেন, নতুন প্রক্রিয়ায় বহু যোগ্য প্রার্থী বঞ্চিত হয়েছেন এবং অনেকেই স্বচ্ছভাবে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ পাননি। তাঁরা পুনর্বিবেচনার আর্জি ও নতুন নিয়োগ স্থগিতের আবেদন জানান। কিন্তু আদালত আবেদন গ্রহণ করেনি। প্রধান বিচারপতির মন্তব্য—'গোটা প্রক্রিয়া বাতিল হলে ভালো পড়ুয়ারাও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। কিন্তু যাঁরা সত্যিই যোগ্য, তাঁরা আবার চাকরি পেয়ে যাবেন।'

এর আগে ২৬ নভেম্বর নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্ত মামলা কলকাতা হাইকোর্টে পাঠিয়ে দেয় সুপ্রিম কোর্ট এবং স্পষ্ট জানায়—একজন 'দাগি' প্রার্থীও চাকরি পেতে পারেন না। অভিযোগ ছিল, এসএসসি নতুন তালিকায় 'দাগি' প্রতিবন্ধী প্রার্থীদেরও সুযোগ দিয়েছে। হাইকোর্ট সেই সিদ্ধান্ত বাতিল করে। পরবর্তী পর্যায়ে সুপ্রিম কোর্টও একই মত জানায়।

সোমবারের রায়ে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, আপাতত আর কোনও নতুন আবেদন বিবেচনা করা হবে না। তবে হাইকোর্টের রায়ে আপত্তি থাকলে পুনরায় শীর্ষ আদালতে আবেদন করা যাবে।

আদালতের নির্দেশ

- আগের রায় বহাল থাকবে এবং নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আদালত কোনও হস্তক্ষেপ করবে না
- গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল হলে ভালো পড়ুয়ারাও ক্ষতিগ্রস্ত হন কিন্তু প্রকৃত যোগ্যরা ফের চাকরি পেয়ে যাবেন
- আপাতত আর কোনও নতুন আবেদন করা যাবে না। তবে হাইকোর্টের রায়ে আপত্তি থাকলে তখন ফের শীর্ষ আদালতে আবেদন করা যাবে

খালেদা সংকটেই

ঢাকা, ১ ডিসেম্বর : বিএনপি চেয়ারপার্সন তথা বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা বর্তমানে অত্যন্ত সংকটজনক। রবিবার রাতে অবস্থার মারাত্মক অবনতি হওয়ায় তাঁকে হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছে বলে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আহমদ আজম খান জানিয়েছেন। এদিন খালেদা জিয়ার চিকিৎসার সাহায্যে পাঁচ চিনা চিকিৎসকের বিশেষজ্ঞ টিম ঢাকায় এসে পৌঁছেছে।

এবার টিউলিপ

ঢাকা, ১ ডিসেম্বর : মানবতাবিরোধী অপরাধের পর এবার দুর্নীতি মামলাতেও দোষী সাব্যস্ত হলেন বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ঢাকার পূর্বাচলে ১০ কাঠা প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে হাসিনাকে ৫ বছর জেলের নির্দেশ দিয়েছে ঢাকার বিশেষ জজ আদালত। শুধু হাসিনা নন, এই মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন তাঁর বোন শেখ রেহানা, রেহানার মেয়ে টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক সহ মোট ১৭ জন। শেখ রেহানার ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ব্রিটিশ সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী টিউলিপের দু-বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

মামলায় বাকি দোষী সাব্যস্তরা হলেন প্রাক্তন গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরিফ আহমেদ ও ১৪ জন আধিকারিক। পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে ১০ কাঠা করে ছয়টি প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তে নেমে হাসিনা, রেহানা, টিউলিপ সহ মুজিব পরিবারের বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিল বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন সংক্রান্ত তদন্তকারী সংস্থা দুদক।

আত্মঘাতী আরও এক বিএলও

লখনউ, ১ ডিসেম্বর : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)-এর কাজ শুরু হওয়ার পরই ঘুম উড়েছিল উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদের বুথ স্তরের আধিকারিক (বিএলও) সর্বেশ সিংয়ের। তিনি চোখের পাতা এক করতে পারেননি টানা ২০ দিন ধরে। বিপুল কাজের চাপ আর সহ্য করতে না পেরে শেষমেশ তিনি আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ।

আত্মহত্যার আগে এক ভিডিওতে কাঁদতে কাঁদতে নিজের অবস্থার কথা বলেছিলেন সর্বেশ।

মোরাদাবাদ

সোমবার সেই ভিডিওটি প্রকাশ্যে আসে। আত্মহত্যার ঠিক আগে ওই ভিডিওটি তিনি রেকর্ড করেছিলেন বলে অনুমান করা হচ্ছে।

স্থানীয় একটি প্রাথমিক স্কুলে সহকারী শিক্ষক হিসাবে কর্মরত ছিলেন সর্বেশ। গত ৭ অক্টোবর প্রথমবারের জন্য তাঁকে বিএলও-র দায়িত্ব দেওয়া হয়।

রবিবার সকালে বাড়ির স্টোররুমে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় তাঁর দেহ উদ্ধার করে পরিবার। স্ত্রী বাবলি দেবী পুলিশকে খবর দেন। ঘটনাস্থল থেকে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অধিকর্তার উদ্দেশে লেখা দু'পাতার সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়েছে। তাতে সর্বেশ জানিয়েছেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এসআইআর-এর লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে না পেরে তিনি প্রচণ্ড মানসিক চাপে ছিলেন। রাত জেগে কাজ করা সত্ত্বেও নানা কারণে কাজ এগোচ্ছিল না।

সর্বেশ সিং। আত্মঘাতী বিএলও।

আত্মহত্যার ঠিক আগে রেকর্ড হওয়া ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে সর্বেশ সিং কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেন, 'কাজ শেষ করতে পারিনি। মা, আমার মেয়েদের দেখো। আমাকে ক্ষমা করে দিও।' তিনি কারও বিরুদ্ধে দায় না চাপানোরও অনুরোধ জানান।

জেলা শাসক অনুজ কুমার সিং বলেন, 'প্রাথমিক তদন্তে আত্মহত্যা বলেই মনে হচ্ছে। সর্বেশ সিংয়ের কাজ অত্যন্ত ভালো ছিল। তদন্ত চলছে।' আত্মঘাতী বিএলও-র পরিবারকে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন জেলাশাসক।

এলন মাস্কের সন্তানের নাম 'শেখর'

টেক্সাস, ১ ডিসেম্বর : ভারতের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগের কথা কবুল করলেন টেসলা এবং স্পেসএক্স-এর কর্ণধার এলন মাস্ক। সম্প্রতি তিনি জানিয়েছেন, তাঁর সঙ্গী তথা নিউরালিঙ্ক-এর নিবাহী শিভন জিলিস ভারতীয় বংশোদ্ভূত। সেইসঙ্গে তিনি জানান, তাঁদের এক ছেলের মাঝের নামটি রাখা হয়েছে নোবেলজয়ী ভারতীয়-আমেরিকান জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানী সুব্রহ্মণ্যন চন্দ্রশেখরের সম্মানে।

জিরোধা-র সহ প্রতিষ্ঠাতা নিখিল কামাথের পডকাস্ট 'পিপল

বাই ডব্লিউটিএফ'-এ কথা বলার সময় মাস্ক এই তথ্যগুলো জানান। তাঁর কথায়, 'আমি নিশ্চিত নই আপনি জানেন কি না, কিন্তু আমার সঙ্গী শিভন অর্ধেক ভারতীয়। তাছাড়া আমার এক ছেলের মাঝের নাম 'শেখর' রাখা হয়েছে বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখরকে শ্রদ্ধা জানাতে।'

মাস্ক জানান, শিভনকে ছোটবেলায় দত্তক দেওয়া হয়েছিল। তিনি কানাডায় বড় হয়েছেন। তাঁর ভারতীয় যোগ মূলত পূর্বপুরুষের সূত্রে। তবে ঠিক পারিবারিক ইতিহাস সম্পর্কে তিনি বিশদে অবগত নন।

জোড়া ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে এশিয়াজুড়ে বিপর্যয়

কলম্বো ও নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর : হাজারের বেশি মৃত্যু। গৃহহীন লক্ষাধিক মানুষ। সেনিয়ার ও দিতওয়া, জোড়া ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে এশিয়া জুড়ে বিপর্যয়। বিরল ঘূর্ণিঝড় সেনিয়ার এবং দিতওয়ার মিলিত তাণ্ডবে শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড এবং ভারতের মতো দেশগুলিতে সহস্রাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং এই অঞ্চলে এক চরম মানবিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। নভেম্বরের শেষ দিকে আঘাত হানা এই দ্বৈত ঘূর্ণিঝড় ভারত মহাসাগরের আশপাশের দেশগুলির পরিকাঠামো ও জনজীবনে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত রেখে গিয়েছে।

প্রথমে ঘূর্ণিঝড় সেনিয়ারকে আবহাওয়াবিদরা তার উৎপত্তিস্থলের কারণে 'বিরলতম' বলে চিহ্নিত করেছেন। এটি ভারত মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরকে সংযোগকারী মালাক্কা প্রণালীর কাছে সৃষ্টি হয়েছিল, যেখানে নিরক্ষরেখার কাছাকাছি ঘূর্ণিঝড় তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় ঘূর্ণন শক্তি (কোরিওলিস প্রভাব) দুর্বল হয়। সাগরের অস্বাভাবিক উষ্ণ তাপমাত্রা সেনিয়ারের জন্ম দেয়। সেনিয়ারের আঘাতে থাইল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলে ব্যাপক বন্যা দেখা

মৃত হাজারের বেশি

দিয়েছে। সেখানে অন্তত ১৭৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। থাইল্যান্ড সরকার জানিয়েছে, এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ ৭৩৪ মিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছে। সেনিয়ারের তাণ্ডবে ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়ার বহু গ্রামও বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। দু-দেশের বাসিন্দারা এবারের বিপর্যয়কে তাঁদের দেখা 'সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা' বলে বর্ণনা করেছেন।

শ্রীলঙ্কায় বন্যাকবলিত এলাকা থেকে গ্রামবাসীকে উদ্ধার ভারতীয় সেনার।

সেনিয়ার দুর্বল হওয়ার পর বঙ্গোপসাগরে জন্ম নেয় শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় দিতওয়া, যা সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে শ্রীলঙ্কায়। ভূমিধস ও বন্যায় দ্বীপদেশে অন্তত ৩৭০ জন নিহত এবং ৪০০-র বেশি নিখোঁজ রয়েছেন। বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে যাওয়ায় এবং পানীয় জলের সংকট তৈরি হওয়ায় শ্রীলঙ্কায় জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। ১ লক্ষ ২২ হাজার মানুষ ত্রাণশিবিরগুলিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন।

যদিও ঘূর্ণিঝড় দিতওয়া সরাসরি ভারতে প্রবেশ করেনি, তবে এর প্রভাবে দেশের দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়টি শ্রীলঙ্কা থেকে বঙ্গোপসাগরের মধ্য দিয়ে উত্তর দিকে সরে যাওয়ার সময়, এর প্রভাবে ভারতের তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূল অঞ্চলে ভারী বৃষ্টি হয়। এই অতিবৃষ্টির ফলে তামিলনাড়ুর কাবেরী ব-দ্বীপ অঞ্চলে প্রায় ৯০ হাজার হেক্টর চাষের জমি জলের নীচে চলে গিয়েছে। দেওয়াল ধসে ও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ভারতে অন্তত তিনজনের মৃত্যু হয়েছে।

কেন তিনি অনুপস্থিত, বললেন হেমা

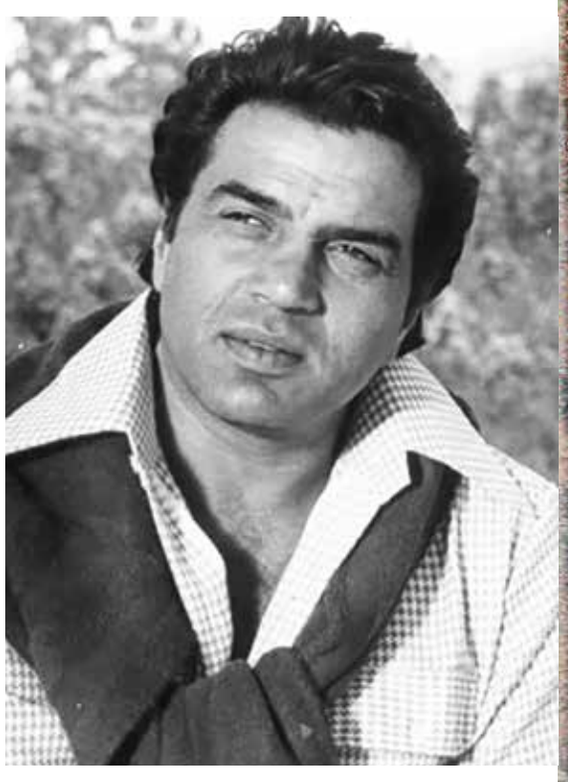

গত ২৪ নভেম্বর চলে গিয়েছেন কিংবদন্তী অভিনেতা ধর্মেন্দ্র। ধর্মেন্দ্রর অন্ত্যেষ্টিতে, দেওল পরিবারের আয়োজিত প্রার্থনা সভায় হেমা মালিনি অনুপস্থিত ছিলেন, মিডিয়া যারপরনাই ব্যস্ত ছিল এই নিয়ে জল ঘোলা করতে। তারই উত্তর দিয়েছেন তিনি অভিনেতার মৃত্যুর সাত দিন পর। চিত্র পরিচালক হামাদ আল রেয়ামি দেখা করেছিলেন অভিনেত্রীর সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে কথোপকথনেই উঠে এসেছে তাঁর এই বিশেষ দিনে অনুপস্থিত থাকার কারণ। হামাদকে হেমা বলেছেন, 'আমি পরিবারের ভিতরের অশান্তি এড়াতে চেয়েছিলাম।' তাঁর মনে হয়েছিল, তিনি ওখানে থাকলে বিতর্ক হতে পারে। হামাদকে হেমা বলেছেন, 'আমার খুব আক্ষেপ হয়, কেন আমি ওঁর সঙ্গে ওঁর ফার্মে শেষদিনে থাকতে পারলাম না, ওখানে ওঁর মৃত্যুর দু মাস আগেও ছিলাম। আমি যদি ওখানে ওঁকে শেষবার দেখতে পেতাম।' হামাদের কথায়, হেমার গলা কাঁপছিল, চোখে জল!

ধর্মেন্দ্রর কবিতা ও কবিতা প্রেম নিয়েও তিনি কথা বলেছেন। হেমা বলেছেন, 'উনি কবিতা লিখতেন, আমি বলতাম, কেন ছাপাচ্ছ না? উনি হেসে বলতেন, আগে একটা কবিতা শেষ করি। কিন্তু জীবন তাঁকে সেই সময় দিল না।'

কেন তাঁর অন্ত্যেষ্টি এত গোপনে শেষ হল? উত্তরে হেমা বলেছেন, 'ধরমজি আত্মমর্যাদাকে খুব গুরুত্ব দিতেন। সারা জীবন তিনি কখনও চাননি দুর্বল বা অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে কেউ দেখুক। কাছের আত্মীয়দের কাছ থেকেও তিনি তাঁর যন্ত্রণা লুকিয়েছেন। যখন এরকম কোনও মানুষের মৃত্যু হয়, তাঁর সিদ্ধান্তগুলো কিন্তু পরিবারে থেকেই যায়।' হামাদ বলছেন, 'শেষে হেমাজি চোখের জল মুছে বলেছেন, 'কিন্তু হামাদ, যা হয়েছে তা ঈশ্বরের দয়া। শেষে ওঁর অবস্থা খুবই যন্ত্রণাদায়ক ছিল, ওঁকে ওই অবস্থাতে তুমি দেখতে পারতে না। আমরাও দেখতে পারতাম কিনা, সন্দেহ।'

ধর্মেন্দ্র স্মরণে আবেগতাড়িত সলমন

বিগ বস ১৯-এর সঞ্চালনার সময়ে ধর্মেন্দ্রকে স্মরণ করে আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন সলমন খান। পারিবারিক কারণে এবং কাজের সূত্রে সলমনের সঙ্গে প্রয়াত অভিনেতার সম্পর্ক ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ। দুজন একসঙ্গে পেয়ার কিয়া তো ডরনা কেয়া ছবিটি করেছেন, সঙ্গে কাজল। তার ওপর একাধিকবার দুই স্টারের দেখা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ইভেন্টে। শুধু তাই নয়, ধর্মেন্দ্রকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, পর্দায় হি-ম্যান অর্থাৎ ধর্মেন্দ্র কে হতে পারে বলে তিনি মনে করেন? উত্তরে ধরম পাজি একবারও না ভেবে বলেছিলেন সলমন খান। শরীরচর্চা, বডি বিল্ডিং সবেতে তিনি সলমনের মধ্যে নিজেকে দেখেন। বোঝা যায়, সলমনের কতটা কাছের মানুষ ছিলেন তিনি। তাঁর প্রয়াণে সলমন আবেগতাড়িত হবেন, জানা কথা। বিগ বস-এর কাজে মন দিয়েও ধর্মেন্দ্রকে নিয়ে তিনি বলেন, 'চলতি সপ্তাহে ইন্ডাস্ট্রি খুব বড় ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছে। আমি যদি বিগ বস-এর সঞ্চলনা না করতাম, ভালো হত কিন্তু দিনের শেষে, জীবন তো এগোতেই থাকবে।' একই সঙ্গে সলমন জানিয়েছেন, ধর্মেন্দ্র তাঁর সহকর্মীদের যেমন কাছের মানুষ ছিলেন, তেমনই তাঁর পরের প্রজন্মের কছে ফাদার ফিগার ছিলেন। তাঁর চলে যাওয়া মানে একটা যুগের অবসান।

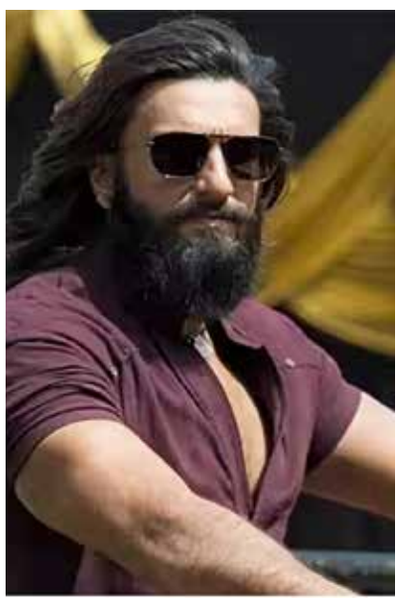

ধুরন্ধর নিয়ে দিল্লি কোর্টের নির্দশ

আন্ডারকভার মোহিত শর্মার জীবন নিয়েই তৈরি 'ধুরন্ধর'। এই অভিযোগে মোহিতের পরিবার দিল্লি হাইকোর্টে ছবিমুক্তি রদ করার আবেদন জানিয়েছে। মেজর মোহিত শর্মা ১ প্যারা (এসএফ) ২০০৯-এ নিহত হন এবং পরের বছর তাঁকে অশোক চক্র সম্মানে ভূষিত করা হয়। তার পরিবারের অভিযোগ, ছবির জন্য পরিবারের বা সেনাবাহিনীর কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি। তাঁদের সন্তানকে বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এর সঙ্গে তাঁরা রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার প্রশ্নও তুলেছেন এবং আর্টিকল ২১-এর অধীনে তাঁরা তাঁদের পরিবারের গোপনীয়তা নষ্ট হওয়ার কথাও বলেছেন।

উল্লেখ্য, ছবিটি এখনও সেন্সর সার্টিফিকেট পায়নি। মামলার শুনানিতে দিল্লি হাইকোর্ট ছবির মুক্তিতে কোনও স্থগিতাদেশ দেয়নি। আদালত সেন্সর বোর্ডকে বলেছে, মোহিতের পরিবার যেসব অভিযোগ এনেছে, তা খতিয়ে দেখে যেন মুক্তির ছাড়পত্র দেওয়া হয়। কিছুদিন আগে ছবির পরিচালক আদিত্য ধর জানিয়েছেন, এই ছবি মোহিতের বায়োপিক নয়। মোহিতের ভাই মধুর শর্মা বিদেশ থেকে জানিয়েছেন, 'যখন থেকে ছবির কথা প্রকাশিত হয়েছে, তখন থেকে মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম বলছে এ ছবি মোহিত শর্মার জীবন থেকে নেওয়া।

একনজরে সেরা

বোম্মানের দ্বিতীয়

২ ডিসেম্বর তাঁর ৬৬তম জন্মদিন। তার একদিন আগে জানিয়েছেন, তিনি তাঁর দু-নম্বর ছবি পরিচালনার জন্য তৈরি। তাঁর প্রথম ছবি 'দ্য মেহেতা বয়েজ' বাবা ও ছেলের জটিল সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। তাঁর আগামী ছবির বিষয় আলাদা। বোম্মান বলেছেন, তিনি অমিতাভ বচ্চনকে নিয়ে ছবি করতে চান।

তামান্না থাকবেন

ভি শান্তারামের বায়োপিকে তামান্না ভাটিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে থাকবেন। নামভূমিকায় সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী। সূত্রের খবর, তামান্না নিজে ভীষণ আগ্রহী এই চরিত্রে অভিনয়ের জন্য। তিনি ইতিমধ্যেই বিভিন্ন চরিত্রে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। তার মধ্যে রিয়েল লাইফ ক্যারেক্টারও আছে। তামান্নাকে ভি শান্তারামের এই বায়োপিকে সম্পূর্ণ নতুন চেহারায় দেখা যাবে।

ধুরন্ধরের টিকিট

ধুরন্ধর ছবির টিকিটের অগ্রিম বুকিং চলছে। মুম্বাইয়ের মাল্টিপ্লেক্সে টিকিট বিকোচ্ছে ২০০০ টাকায়। কলকতায় কিছু জায়গায় টিকিটের দাম ৫৭৫ টাকা। দিল্লিতে ১১ লক্ষ টিকিট বিক্রি হয়েছে, মুম্বাইয়ে সাড়ে চার লক্ষের মতো। এখনই ছবির ব্যবসা কোটি টাকার ওপর। শাহরুখ খানের পাঠান ও জওয়ান-এর সময়েও ১৭০০ থেকে ২১০০ হয়েছিল টিকিটের দাম।

চিরদিনই, নায়িকা বদল

নতুন নায়িকা শিরিন পাল হলেন চিরদিনই তুমি যে আমার-এর অপর্ণা। তাঁর ও আর্য মানে জিতু কমলকে নিয়ে মন্দিরে শুটিং হল। নায়িকা দিতিপ্রিয়ার সঙ্গে জিতুর মনোমালিন্য হওয়ায় তাঁর জায়গায় আসেন শিরিন। অনেকে তাঁকে ট্রোল করছেন। জিতু দর্শকদের বলেছেন, নীচে টেনে নামানোর চেষ্টায় ওর মন ভেঙে দেবেন না।

মৃণাল কার?

অভিনেত্রী মৃণাল ঠাকুর ক্রিকেটার শ্রেয়স আইয়ারের সঙ্গে প্রেম করছেন? জল্পনা তেমন। কিছুদিন আগে সন অফ সর্দার ২-এর সময় রটেছিল তিনি ধনুষের সঙ্গে ডেটিং করছেন। অবশেষে একটি ভিডিও শেয়ার করে গুঞ্জন প্রসঙ্গে লিখেছেন, ওরা বলে আমি হাসি। সম্পর্ক নিয়ে অবশ্য সরাসরি কোনও কথা তিনি বলেননি।

সামান্থা, রাজের লুকিয়ে বিয়ে

অত্যন্ত গোপনে বিয়ে করলেন সামান্থা রুথ প্রভু এবং পরিচালক রাজ নিদিমরু। 'সিটাডেল' ছবি তৈরির সময় থেকেই জল্পনা ছিল, দুজনে হয়তো প্রেম করছেন। কিন্তু কাকপক্ষীকে কিছু জানতে দেননি সামান্থা। কোথাও কোনও স্ট্যাটাস দেননি। সবটাই অত্যন্ত লুকিয়ে রেখেছিলেন। অনুষ্ঠানে একসঙ্গে যেতেন ঠিকই, তবে মিডিয়াকে কোনও খবর দেননি কখনও।

১ ডিসেম্বর একেবারে সাতসকালে যোগা সেন্টারের ভিতরে লিংভৈরবী মন্দিরে গাঁটছড়া বাঁধলেন তাঁরা। একজনও কেউ সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, যিনি বাইরের। একেবারে ঘনিষ্ঠ মাত্র তিরিশজন অতিথির সামনে বিয়ে সারেন সামান্থা, রাজ।

উল্লেখ্য, রবিবার রাতে রাজের প্রাক্তন স্ত্রী শ্যামলী দে তাঁর সোশ্যাল মিডিয়াতে একটা লাইন লিখেছিলেন। 'ডেসপারেট পিপল ডু ডেসপারেট থিংস'। এটা অনশ্য একটা কোটেশন। কিন্তু এই লাইনটা দেখেই অনেকেরই ধারণা হয়েছিল, তবে কি সোমবারই সেই দিন? তারকা নাগা চৈতন্যের প্রাক্তন স্ত্রী অভিনেত্রী সামান্থা কি তাঁর পেশাদারি সম্পর্কটা এবার ব্যক্তিগত স্তরে বদলে দিতে চলেছেন?

রাজের পরিচালনায় সামান্থা একের পর এক সিরিজ আর ছবি করেছেন। সিটাডেল হানিবানি, ফ্যামিলি ম্যান ২, রক্ত ব্রহ্মাণ্ড, ব্লাডি কিংডম। কাজ নেহাত কম নয়। তবে কাজের বাইরে মন দেওয়া-নেওয়ার যে পালা চলেছে, তার কথা অবশ্য সোচ্চারে বলেননি কেউ। নেহাত শ্যামলী দে বিষয়টার আঁচ আগে দিয়েছিলেন বলে জল্পনাটা অন্তত আগেই করা গিয়েছিল।

ইমরানের সঙ্গিনী শাবানা

আওয়ারাপন ২ ছবির নায়ক ইমরান হাশমির সঙ্গে দেখা যাবে শাবানা আজমিকে। বিশেষ ফিল্মসের ব্যানারে নির্মীয়মাণ এই ছবিতে শাবানার চরিত্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রযোজক বিশেষ ভাট এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন গল্পের আবেগ এবং দ্বন্দ্বের মোড় ঘুরিয়ে দেবার জন্যই। এই সংস্থার সঙ্গে এবং ইমরান হাশমির সঙ্গেও তাঁর এটাই প্রথম কাজ। এমন তারকা সম্মিলন এই প্রথম দেখা যাবে হিন্দি ছবিতে, ফলে নাটক আর টেনশন সবই দর্শকদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকবে। এর সঙ্গে আছে শক্তিশালী অভিনয়, জটিল চরিত্র এবং চমকপ্রদ নাটক। শাবানা ছাড়া ছবিতে আছেন দিশা পাটানি। এও এক চমকপ্রদ কম্বিনেশন। গল্প বা ছবি নিয়ে কেউ কোনও কথা বলেননি। শুটিং হবে থাইল্যান্ডে। নির্মাতা শুটিং শেষ করতে চাইছেন আগামী বছরের জানুয়ারিতে। ৩ এপ্রিল মুক্তি পেতে পারে ছবি। আওয়ারাপন ছবির এই সিক্যুয়েলে শাবানার যোগদান চেনা থ্রিলারকে অচেনা করে দিতে পারে।

দিলজিত দোসাঞ্জকে দেখেছেন? না দেখেননি। বাজি ফেলে বলতে পারি, দেখেননি। কারণ এই যে রূপে সামনে আসছেন দিলজিত, সে রূপ কোথাওই কেউ দেখেননি, জানেন না। এয়ারফোর্সের পাইলট রূপে এই যে লুকে আসছেন দিলজিত, এ চেহারা দেখে যে কেউ চমকে উঠবেন। বর্ডার ২-র জন্যে এই লুকেই দেখা যাবে দিলজিত দোসাঞ্জকে। জানুয়ারি মাসের ২৩ তারিখে আসছে বর্ডার ২। সানি দেওল অভিনীত বর্ডার ছবির এই সিক্যুয়েলে সানি তো থাকছেনই। সঙ্গে থাকছেন বরুণ ধাওয়ান, দিলজিত দোসাঞ্জ আর অহন শেট্টি।

২৩-২৬ জানুয়ারির যে দেশভক্তি সপ্তাহ, সেই সপ্তাহেই এসে পড়ছে বর্ডার ২। এই ছবি ঘিরে অবশ্য ভক্তদের উন্মাদনাও তুঙ্গে।

ভি শান্তারামের লুকে অচেনা সিদ্ধান্ত

প্রবাদপ্রতিম চিত্র পরিচালক ভি শান্তারাম। তাঁর বায়োপিক 'ভি শান্তারাম, দ্য রেবেল অফ ইন্ডিয়ান সিনেমার ফার্স্ট লুক পোস্টার এল প্রকাশ্যে। পোস্টারে দৃশ্যমান শান্তারাম রূপী সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী। তরুণ শান্তারামের লুক হুবহু উঠে এসেছে সিদ্ধান্তের চেহারায়, সেভাবে কোনও পার্থক্যই দেখা যাচ্ছে না। শান্তারাম ভারতীয় সিনেমার কাঠামো এবং ভাষাই বদলে দিয়েছিলেন। সেই চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্তের কেরিয়ারের মাইলফলক। সিদ্ধান্ত বলেছেন, 'ভারতীয় সিনেমার বিপ্লবী বলা হয় ভি শান্তারামকে। তাঁর চরিত্রে অভিনয় শুধু সম্মানের নয়, বড় দায়িত্বেরও।' ছবিতে শান্তারামের জীবনের দীর্ঘ সফর, যার শুরু সেই নির্বাক যুগ থেকে, এরপর তাঁর গল্প বলার অসাধারণ এবং নতুন স্টাইল, সিনেমার রঙিন যুগে পা রাখা এবং নানা উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে সিনেমাকে আরও নিখুঁত করে তোলা--শান্তারামের সব পদক্ষেপই উঠে আসছে ছবিতে। ছবির পরিচালক অভিজিৎ শিরিষ দেশপাণ্ডে।

ছোট্ট তারা

অহনা সাহা দিনহাটার মাউন্ট ডার্জ স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী। আবৃত্তি, ছবি আঁকা এবং নাচে পুরস্কার রয়েছে এই খুদের।

সন্তানকে হেলমেট পরাচ্ছেন না অভিভাবকরা

ছোট মাথার দাম নেই !

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১ ডিসেম্বর : স্কুল থেকে ফেরার সময় মায়ের স্কুটার থেকে পড়ে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে শিলিগুড়ির একটি নাবালকের। দু'দিন আগে রক্তে ভেজা শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাসের সেই ভয়ংকর দৃশ্য ইন্টারনেটের কল্যাণে জেলার গণ্ডি ছাড়িয়ে ভেসে এসেছে অনেকের নিউজ ফিডেই। মায়ের সেই বুকফাটা আর্তনাদ দেখে চোখে জল আসেনি, এমন মানুষ বোধহয় খুব কম রয়েছেন। কিন্তু তাতেও যে অভিভাবকরা বিন্দুমাত্র সতর্ক হননি, তা পরিষ্কার। অন্তত, দিনহাটার বিভিন্ন স্কুলের ছুটির সময় সেই অসতর্কতার প্রমাণই মিলল। বাবা-মায়েরা নিজেরা হেলমেট পরলেও সন্তানদের হেলমেট না পরিয়ে বাইক, স্কুটারে চাপিয়ে বাড়ির পথে নিয়ে গেলেন। দিনহাটায় এটি প্রতিদিনের ছবি। সন্তানদের নিরাপত্তা নিয়ে তাঁদের কোনও হেলদোলই নেই। এ নিয়ে পুলিশ প্রশাসনের তরফেও কোনও পদক্ষেপ করতে দেখা যায়নি। হয়তো ছোট মাথার কোনও দাম নেই!

সোমবার দিনহাটা সাহেবগঞ্জ রোড ও নিগমনগর সংলগ্ন রাস্তা ও দিনহাটা মেইন রোড সংলগ্ন একাধিক স্কুলের সামনে যেতেই দেখা গেল এরকম অসতর্কতার একাধিক ছবি। স্কুল ছুটি শেষে কেউ সন্তানদের স্কুটারের সামনে তুলে নিলেন, কেউ বা বাইকের পিছনের সিটে বসালেন। সন্তানদের সুরক্ষার জন্য ছোট আকারের কোনও হেলমেট যে তাঁরা রাখেননি, সেটা পরিষ্কার। কোনও কোনও অভিভাবক নিজেরাও হেলমেট ছাড়াই সন্তানকে নিয়ে ছুটলেন বাড়ির পথে। কোনও বাইকে আবার চাপলেন তিনজন। সন্তানের মাথায় হেলমেট না থাকার কারণ জিজ্ঞেস করতেই এক অভিভাবক বললেন, বাড়িতে রাখা আছে, আনতে ভুলে গিয়েছি। তবে অভিভাবক রাজীব রায় নিজের ভুল স্বীকার করে নেন। তাঁর কথায়, আগামীতে নিজের পাশাপাশি মেয়েকেও হেলমেট পরিয়ে নিয়ে আসব।

দিনহাটা শহরের বুকে প্রকাশ্যেই ছোটদের এই হেলমেটহীন যাত্রা নিয়ে এতদিন পুলিশও কোনও পদক্ষেপ করেনি। এই ব্যাপারে দিনহাটা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্রের কথায়, 'বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাই অভিভাবকদের অতিরিক্ত সতর্ক থাকা প্রয়োজন। এবিষয়ে অভিভাবকদের সচেতন করতে ট্রাফিক বিভাগের সঙ্গে কথা বলব।'

শিশুদের হেলেমটহীন যাত্রায় আশঙ্কিত শিক্ষকরাও। স্কুল শিক্ষক জয়ন্ত চক্রবর্তী বলেন, 'দুর্ঘটনা কখনও আগাম জানিয়ে আসে না। সেক্ষেত্রে সতর্কতা অবশ্যই প্রয়োজন। তাই বাইক চালানোর সময় নিজেদের পাশাপাশি শিশুদের মাথার দিকটাও নজর দিতে হবে। সকলেরই হেলমেট ব্যবহার করা প্রয়োজন। তবেই দেশের ভবিষ্যৎকে নিরাপদে রাখা সম্ভব।'

আইনের বালাই নেই। বেহুঁশ যাত্রা দিনহাটায়। সোমবার।

কবে ফিরবে হুঁশ

সম্প্রতি শিলিগুড়িতে পথ দুর্ঘটনায় এক নাবালক মারা যায়

হেলমেটবিহীন অবস্থায় সে মায়ের স্কুটার থেকে পড়ে যায়

অভিভাবকরা কখনও হেলমেট পরছেন, কখনও না পরে বাইক, স্কুটার চালাচ্ছেন, সন্তানদের দিকে নজর দিচ্ছেন না

দিনহাটায় ট্রাফিক পুলিশের নজরদারি নেই

ছোটদের হেলমেট পরিয়ে বাইকে চড়ানোর ব্যাপারে অভিভাবকদের সচেতনতা জরুরি

এসেছে শীত, এসেছেন ওঁরাও। কোচবিহারে লেপ তৈরিতে ব্যস্ত ধুনকর। সোমবার। ছবি : জয়দেব দাস

বোর্ড মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত

অস্থায়ী কর্মীদের বেতন বাড়াল পুরসভা

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১ ডিসেম্বর : দীর্ঘ আন্দোলনের জয়! অবশেষে বেতন বাড়ল কোচবিহার পুরসভার অস্থায়ী কর্মীদের। সোমবার পুরসভায় বোর্ড মিটিং হয়। মিটিং শেষে অস্থায়ী কর্মীদের দেড় হাজার টাকা করে বেতন বাড়ানোর কথা ঘোষণা করেন চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। জানুয়ারি মাস থেকে এই নয়া বেতন দেওয়া হবে।

অস্থায়ী কর্মীদের এই বেতন বৃদ্ধির ফলে সমগ্র বেতন দিতে মাসে অতিরিক্ত ১০ থেকে সাড়ে ১০ লক্ষ টাকা লাগবে বলে পুরসভা সূত্রে খবর। তবে শুধু পুরসভার অস্থায়ী কর্মীদেরই নয়, পুরসভার নিবেদিতা স্কুলের শিক্ষিকা ও কর্মচারীদের বেতনও মাসে দেড় হাজার টাকা করে বাড়বে বলে পুরসভা জানিয়েছে। এই সিদ্ধান্তে অস্থায়ী কর্মীদের মধ্যে খুশির হাওয়া।

এই ব্যাপারে পুর চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'অস্থায়ী কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে বোর্ড মিটিংয়ে দেড় হাজার টাকা করে বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছি। জানুয়ারি থেকে এই বেতন দেওয়া হবে।' তাঁর কথায়, অনেকদিন থেকে আটকে থাকা কনজারভেন্সি চার্জ চালু করা, কমার্সিয়াল হিসেবে ব্যবহৃত রেসিডেন্সিয়াল ভবনকে চিহ্নিত করা সহ ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে ব্যবসা করার বিষয়ে আয় বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

পুরসভায় প্রায় ৭০০ অস্থায়ী কর্মচারী রয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৫-১০ বছর থেকে শুরু করে ৩০-৪০ বছরের পুরোনো কর্মীও রয়েছেন। শহরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, পানীয় জল সরবরাহ, কর সংগ্রহ, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর থেকে শুরু করে বিভিন্ন অফিশিয়াল কাজকর্ম অস্থায়ী কর্মচারীরাই করেন। অনেকের দাবি, এই অস্থায়ী কর্মচারীদের ছাড়া কোচবিহার পুরসভা অচল। অথচ দীর্ঘ বছর ধরে তাঁরা সামান্য বেতন পেতেন। এদের অধিকাংশের বেতন ৭ থেকে ১০ হাজার টাকার মধ্যে। কিছু অস্থায়ী কর্মী একটু বেশি বেতন পান। যদিও দুর্মূল্যের বাজারে এই সামান্য বেতন দিয়ে সংসার চালানো কঠিন। তাঁরা দীর্ঘদিন ধরেই বেতন বাড়ানোর দাবি জানিয়ে আসছিলেন।

প্রায় ৩০ বছর ধরে অস্থায়ী কর্মচারী হিসেবে কাজ করে আসছেন হিতেন রায়। তিনি বলেন, 'আমি এখন ৯ হাজার টাকা বেতন পাই। তবে বেতন বৃদ্ধির ফলে সাড়ে ১০ হাজার টাকা বেতন পাব। আমি খুশি।' প্রায় ২৭ বছর ধরে ডেটা এন্ট্রির কাজ করে আসা অস্থায়ী কর্মচারী দেবজিৎ সরকারও উৎফুল্ল। তাঁর কথায়, 'আমি এখন ১১ হাজার টাকা বেতন পাই। এর ফলে এবার থেকে আমি সাড়ে বারো হাজার টাকা বেতন পাব। শুনে ভালো লাগছে।'

কোচবিহার মিউনিসিপ্যালিটি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনও এই অস্থায়ী কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির দাবিতে গত কয়েকমাস ধরে আন্দোলন করে আসছে। অস্থায়ী কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি হওয়ায় এদিন তাঁরাও সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। সংগঠনের সভাপতি সমীর ঘোষ বলেন, 'এজন্য পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ও আমাদের তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের অবদান রয়েছে। অস্থায়ী কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির জন্য পুরসভার সমস্ত কাউন্সিলার, আধিকারিক ও চেয়ারম্যানকেও শুভেচ্ছা জানাই।'

বাজি ফাটিয়ে কোচবিহার পুরসভার অস্থায়ী কর্মীদের উল্লাস। সোমবার।

খুশির হাওয়া

- কোচবিহার পুরসভায় প্রায় ৭০০ অস্থায়ী কর্মী রয়েছেন
- কেউ সাফাই করেন, কেউ ডেটা এন্ট্রির কাজ করেন
- এঁদের অনেকেই ১০ হাজার টাকার কম বেতন পেতেন
- দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির বাজারে সেই টাকায় সংসার চালানো দায়
- বোর্ড মিটিংয়ে এই কর্মীদের দেড় হাজার টাকা বেতন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হল
- জানুয়ারি থেকে নতুন বেতন দেওয়া হবে

এইডস দিবস

কোচবিহার, ১ ডিসেম্বর : সোমবার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বিশ্ব এইডস দিবস পালন করা হয়। শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি সংস্থা ও হাসপাতালের উদ্যোগে আয়োজিত কর্মসূচিতে এইডস সম্পর্কিত সচেতনতামূলক আলোচনা হয়। এমএসভিপি সৌরদীপ রায় বলেন, 'মানবিকতা ও সম্মানের সঙ্গে এইচআইভিতে আক্রান্ত রোগীদের পাশে দাঁড়াতে হবে। তা নিয়ে সচেতনতা প্রচার করতেই আজকের কর্মসূচি।'

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(সোমবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

এ পজিটিভ	–	৪
এ নেগেটিভ	–	১
বি পজিটিভ	–	৩
বি নেগেটিভ	–	১
এবি পজিটিভ	–	১
এবি নেগেটিভ	–	২
ও পজিটিভ	–	২
ও নেগেটিভ	–	১

■ মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	–	২
এ নেগেটিভ	–	০
বি পজিটিভ	–	১
বি নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	১
এবি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	৩
ও নেগেটিভ	–	০

■ দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	–	০
এ নেগেটিভ	–	১
বি পজিটিভ	–	২৪
বি নেগেটিভ	–	২
এবি পজিটিভ	–	১৩
এবি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	৪০
ও নেগেটিভ	–	২

সুকান্ত মঞ্চে অগ্নিকাণ্ড

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১ ডিসেম্বর : অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে গেল কোচবিহারের সুকান্ত মঞ্চের একাংশ। সোমবার সন্ধ্যায় পান্থশালা রোডের সুকান্ত মঞ্চে আগুন লেগে যায়। দমকলের একটি ইঞ্জিনের প্রায় ৩০ মিনিটের প্রচেষ্টায় আগুন নেভানো সম্ভব হয়। পুরসভার অধীনে থাকা ভবনে কীভাবে আগুন লাগল, তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। যদিও দমকলের প্রাথমিক অনুমান, শর্টসার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা হতে পারে। এই ব্যাপারে পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের কথা, 'মঞ্চের বেশি ক্ষতি হয়নি। একটি সংগঠনের অনুষ্ঠানের জন্য ভবনের ভিতরে প্যান্ডেল তৈরি করা হয়েছিল। সেখানেই আগুন লেগেছিল।'

পুরসভা ও স্থানীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার ওই ভবনে এনএফ রেলওয়ে পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের ৩৭তম কার্যকরী সমিতির বৈঠক ছিল। সেজন্য সোমবার প্যান্ডেল ও আলোকসজ্জার কাজ করা হয়েছিল। সন্ধ্যার আগে কাজ করে কর্মীরা চলে যান বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। এরপর সন্ধ্যার দিকে ভবনের ভিতর থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। সেখানকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী আগুনের উপস্থিতি বুঝতে পেরে দমকলকে খবর দেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে কোচবিহার দমকলকেন্দ্রের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। কোতোয়ালি থানার পুলিশও ঘটনাস্থলে মোতায়েন ছিল। আগুন নেভানোর পর দমকলের দায়িত্বপ্রাপ্ত এক আধিকারিক সুখবিলাস রায় বলেছেন, 'প্রাথমিক তদন্তে মনে হচ্ছে ভিতরে শর্টসার্কিট থেকে প্যান্ডেলের কাপড়ে আগুন লাগে। সেখান থেকেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। তবে আমরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছি।'

অগ্নিকাণ্ডের খবর ছড়িয়ে পড়তেই প্রতিবেশীদের মধ্যেও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সুকান্ত মঞ্চের সামনে ভিড় করেন তাঁরা। ভবনের ভিতরে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ছিল কি না, সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। এদিকে, অগ্নিকাণ্ডের জেরে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন এনএফ রেলওয়ে পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা। মঙ্গলবার কীভাবে তাঁদের বৈঠক হবে তা নিয়ে আলোচনা সারছেন তাঁরা। তবে সংগঠনের কোচবিহার শাখার সম্পাদক নারায়ণ আমিনের বক্তব্য, 'আমরা মঞ্চটিকে সাজিয়েছিলাম। সেটি পুড়ে গিয়েছে। ঘটনার সময় ভিতরে কেউ ছিল না। আমরা সুকান্ত মঞ্চেই বৈঠক করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।' সুকান্ত মঞ্চে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সেখানকার নজরদারি ও সুরক্ষা নিয়েও প্রশ্ন উঠে এসেছে। ভবিষ্যতে যাতে এধরনের ঘটনা না হয় সেজন্য বৈদ্যুতিক কাজকর্মে কড়া নজরদারি রাখার দাবি করেছেন প্রতিবেশীরা।

সুকান্ত মঞ্চের আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টায় দমকলকর্মীরা। সোমবার।

> প্রাথমিক তদন্তে মনে হচ্ছে ভিতরে শর্টসার্কিট থেকে প্যান্ডেলের কাপড়ে আগুন লাগে। সেখান থেকেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। তবে আমরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছি।
>
> **সুখবিলাস রায়** *আধিকারিক*

পরিদর্শন

কোচবিহার, ১ ডিসেম্বর : এসআইআর-এর কাজকর্ম ঠিকমতো হচ্ছে কি না, তা তৃণমূলের তরফে খতিয়ে দেখতে আগে কোচবিহারে এসেছেন পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী তথা বিষ্ণুপুরের বিধায়ক দিলীপ মণ্ডল। সোমবার তিনি পরিবহণ ভবন পরিদর্শনে যান। সেখানে এনবিএসটিসি'র চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়ের সঙ্গে আলোচনা করেন।

যাযাবরের হাতে প্রাণীহত্যা

হলদিবাড়ি, ১ ডিসেম্বর : দলবেঁধে বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ঘুরে চলছিল বন্যপ্রাণী শিকার। বিভিন্ন ধরনের পাখি থেকে শুরু করে গোসাপ, বেজি কিছুই বাদ যাচ্ছিল না। নির্বিচারে চলছিল হত্যা! ভিনরাজ্য থেকে আসা দুই শিশু সহ আটজনের শিকারি দল গ্রামে গ্রামে ঝোপঝাড়ে ঘুরে এভাবেই নির্বিচারে বন্যপ্রাণী, পাখি হত্যা করছিল। এমনই অভিযোগে রবিবার গভীর রাতে হলদিবাড়ি শহরে তাদের ডেরায় হানা দিয়ে সাতটি মৃত বেজি সহ বন্যপ্রাণের দেহাংশ উদ্ধার করে বন দপ্তর। মিলেছে কয়েকটি সাইকেল। ঘটনায় জড়িত একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

মৌচাক ভেঙে মধু সংগ্রহ করার জন্য বিহার থেকে যাযাবরদের একটি দল হলদিবাড়ি শহরে আসে। চারদিন ধরে তারা ৩ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত পাইকারি টমেটোহাটি সংলগ্ন নির্মীয়মাণ শেডে আশ্রয় নেয়। সেখানে পাঁচটা বেজিকে মেরে আগুনে পোড়াচ্ছিল। এমন খবর পেয়ে সেখানে হানা দেন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্য সুমন দাস। বিট অফিসার মানোয়ার হোসেন ও সংস্থার অন্য সদস্যরাও অভিযানে যান।

বিট অফিসার মানোয়ার হোসেন জানিয়েছেন, টের পেয়ে সকলে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও বছর ৫০-এর ডোমরা মাহাতোকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ডেরা থেকে উদ্ধার হয়েছে সাতটি মৃত বেজি সহ বেজিদের লেজ। এর মধ্যে পাঁচটি আধপোড়া ছিল। বাকি দুটি মৃত ছিল।

সুমন দাসের দাবি, বেজিকে সংরক্ষিত বন্যপ্রাণী হিসেবে আইনের আওতায় আনা হয়েছে। এর হত্যা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।

ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্য কৃষ্ণেন্দু রায়ের দাবি, বেজির লোম দিয়ে রংতুলি তৈরি করা হয়। এছাড়া রূপচর্চায় যেসব ব্রাশ বা তুলি ব্যবহার করা হয়, সেখানেও বেজির লোমের কদর সবথেকে বেশি। আর অন্যদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বন উজাড় এবং কীটনাশকের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে এদের বাসস্থান ও খাদ্যসংকট দেখা দিয়েছে। অনেকেই আবার এদের হত্যা করে। তাই বেজিকে সংরক্ষিত বন্যপ্রাণী হিসেবে আইনের আওতায় আনা হয়েছে।

হলদিবাড়িতে ধৃত ১

পুরসভার নির্দেশ অমান্য, সেতুই পার্কিং জোন

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : প্রায় ১১ মাস আগে মেখলিগঞ্জ শহরের বাজার এলাকার রাস্তায় দীর্ঘক্ষণ গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে মেখলিগঞ্জ পুরসভা। সেই নির্দেশিকা অনুযায়ী, ছোট-বড় গাড়িগুলো মেখলিগঞ্জ পূর্বপাড়া সেতু পার করে পুরসভার আমন্ত্রণ ভবন এলাকার ফাঁকা জায়গায় রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে না গিয়ে দিনের পর দিন ম্যাজিক গাড়িগুলোর একাংশ পূর্বপাড়া ব্রিজ পার করে রাস্তার ধারে, কেউ কেউ পূর্বপাড়া সেতুর ওপরেই দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকছে। যার ফলে স্বাভাবিকভাবেই সেতুতে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে।

মহকুমা শহর মেখলিগঞ্জে বাজারের মধ্যে দিয়ে পূর্বপাড়া সেতু হয়ে চলে গিয়েছে মেখলিগঞ্জ ব্লকের বাগডোকরা কুচলিবাড়িগামী রাস্তা। সেই এলাকায় তিনবিঘা করিডর থাকায় ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের একটা বড় অংশ, দুই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দাদের পাশাপাশি মেখলিগঞ্জে আসা পর্যটকরাও সেতুটি ব্যবহার করেন। সেতুর ওপর বা সেতু পেরিয়ে রাস্তার ধারে যাত্রাবাহী গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকায় সমস্যা দিন-দিন বাড়ছে। তাই পুরসভার তরফে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি তুলেছেন শহরের বাসিন্দারা।

রুদ্রদীপ গুহ নামে এক বাসিন্দা বলেন, পূর্বপাড়া ব্রিজ বরাবরই ব্যস্ততম। শহরের পাশাপাশি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দারাও সেটা ব্যবহার করেন। সেই ব্রিজের একাংশে অসচেতন গাড়িচালক ফাঁকা সময়ে যাত্রাবাহী গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখেন। স্বাভাবিকভাবেই যার ফলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে। হাটবারগুলোতে এই সমস্যা আরও ব্যাপক আকার ধারণ করে। পুরসভার কাছে অনুরোধ, এই বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করলে দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমবে।

একই সুর শোনা গিয়েছে শহরের আরেক বাসিন্দা সুরজিৎ দাসের কথায়। তিনি বলেন, শহরকে যানজটমুক্ত করতে পুরসভা যা নির্দেশ দিয়েছে, আমাদের নাগরিক হিসেবে তা পালন করা উচিত। কিন্তু পূর্বপাড়া ব্রিজ ও সংলগ্ন এলাকায় যাত্রাবাহী গাড়িগুলো ফাঁকা সময়ে দাঁড়িয়ে থাকায় সমস্যা হচ্ছে। সেই গাড়িগুলো আমন্ত্রণ ভবন এলাকায় রাখার ব্যবস্থা করলে সুবিধা হবে।

পূর্বপাড়া সেতুতে গাড়ি দাঁড় করিয়ে চালকরা বেপাত্তা। মেখলিগঞ্জে।

মেখলিগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান প্রভাত পাটনি বলেন, এই বিষয়ে ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে কথা হয়েছে। যাঁরা নিয়ম না মেনে সেতুতে গাড়ি রাখবেন, পুলিশ কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেবে।

সমতলের গাড়িকে বাধা পাহাড়ে

প্রতিবাদের নামে 'গাজোয়ারি', সমাধানের আর্জি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের বাইরে পাহাড়ের এক গাড়িচালককে মারধরের অভিযোগ ওঠার পর থেকে যত দিন গড়াচ্ছে, পরিস্থিতি ততই জটিল হচ্ছে। অভিযোগ, সমতলের যানবাহনকে দার্জিলিংয়ের কোনও পর্যটনস্থলে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। সোমবার পর্যটক নিয়ে যাওয়ার সময় টাইগার হিলের রাস্তা থেকে শিলিগুড়ির নম্বরের একাধিক গাড়িকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

ঘটনায় সমতলের পরিবহণ ও পর্যটন ব্যবসায়ীরা বেজায় ক্ষিপ্ত। প্রায় প্রতিটি সংগঠন বৈঠকে বসেছিল। ভবিষ্যতে এধরনের ঘটনা এড়াতে ব্যবস্থা নিতে প্রশাসনকে ২৪ ঘণ্টা সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে তারা। এরমধ্যে পরিস্থিতি না বদলালে 'চাক্কা জ্যাম' এবং প্রয়োজনে আরও বড় আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে।

পর্যটন ব্যবসায়ীদের সংগঠন ইস্টার্ন হিমালয়া ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশনের (এতোয়া) পরিবহণ কমিটির চেয়ারম্যান দেবাশিস মৈত্র বলেছেন, 'এক জেলা, একজনই পরিবহণ আধিকারিক, তারপরেও পাহাড়-সমতলে আলাদা আলাদা নিয়ম চলতে পারে না। পর্যটন, গাড়ি মালিক ও চালকদের সমস্ত সংগঠন এদিন বৈঠক করে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে চিঠি দিয়ে সমস্যা মেটানোর আর্জি জানিয়েছে। মঙ্গলবার পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব। সমাধান না হলে বুধবার থেকে আন্দোলন শুরু হবে।'

গত শনিবার এনজেপি স্টেশনে ওই ঘটনায় পাহাড়ের গাড়িচালক সংগঠনের কয়েকজন সদস্য এনজেপি থানায় এসে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ তদন্ত করছে। শিলিগুড়ির ডেপুটি পুলিশ কমিশনার রাকেশ সিং-ও বলেছেন, 'অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হচ্ছে।' তবুও ক্ষোভের আঁচ কমছে না।

ঘটনার দিন বিকেলের পর থেকে পাহাড়ে সমতলের গাড়িগুলোকে 'টার্গেট' করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ উঠতে থাকে। রবিবার পাহাড়ের গাড়িচালক ও মালিকদের বিভিন্ন সংগঠন একজোট হয়। সমতলের গাড়িকে সেখানকার দর্শনীয় স্থানগুলোতে পর্যটকদের নিয়ে যাওয়া-আসার অনুমতি না দেওয়ার দাবিতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চায়।

অভিযোগ, এদিন থেকে সংগঠনগুলোর সদস্যদের একাংশ নিজেরাই আইন হাতে তুলে নেন। সমতল থেকে পর্যটকদের নিয়ে যাওয়া একটি গাড়িকেও টাইগার হিল, রক গার্ডেন, পিস প্যাগোডা বা চিড়িয়াখানায় যেতে দেওয়া হয়নি।

পুলিশের কুপন নেওয়ার পরও এদিন শিলিগুড়ি নম্বরের ১০-১২টি গাড়িকে টাইগার হিলের পথে আটকে দেওয়া হয়েছে, দাবি তরাই চালক সংগঠনের সম্পাদক মেহেবুব আলমের। তাঁর অভিযোগ, 'পুলিশের গাড়ির সামনেই পাহাড়ের কিছু চালক রাস্তায় দাঁড়িয়ে গাড়িগুলো আটকাচ্ছিল। এতে পর্যটকদের হয়রানি হয়। দার্জিলিংয়ের বদনাম হয়।' পর্যটন, গাড়ির মালিক ও চালকদের সমতলের একাধিক সংগঠন সোমবার বাগডোগরা এবং শিলিগুড়িতে দফায় দফায় বৈঠক করে। এরপর শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার, পুরনিগমের মেয়র, দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক ও পরিবহণ দপ্তরকে চিঠি দিয়ে দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার দাবি জানানো হয়।

অভিযোগ, পাহাড়ে সমতলের গাড়ি চলতে না দেওয়া নিয়ে উসকানিমূলক কথাবার্তা বলা হচ্ছে। ফলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হচ্ছে। তবে সমাধানের আশ্বাস দিচ্ছেন প্রশাসনিক কর্তারা। দার্জিলিংয়ের আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক মিল্টন দাসের বক্তব্য, 'সমতলের সমস্ত গাড়ি পাহাড়ের সব জায়গায় চলাচল করবে, পাহাড়ের গাড়িও সমতলে একইভাবে চলবে। এখানে আলাদা কোনও নিয়ম নেই। গাড়ি আটকে দেওয়ার অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মার কথা, 'দ্রুত পদক্ষেপ করা হচ্ছে। আমরা পুলিশ-প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলছি।'

কী অভিযোগ

- শনিবার মারধরের ঘটনার পর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়, তদন্ত করছে পুলিশ
- একজোট হয় পাহাড়ের গাড়িচালক ও মালিকদের সংগঠন
- সমতলের গাড়ি পর্যটনস্থলগুলোতে ঢুকতে না দেওয়ার দাবি জানায় তারা
- অভিযোগ, সোমবার শিলিগুড়ি নম্বরের ১০-১২টি গাড়ি আটকানো হয় মাঝরাস্তায়

বাধ্যতামূলক 'সঞ্চার সাথী'

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর : মোবাইল প্রতারণা ও ফোন চুরি রুখতে কড়া পদক্ষেপ নিল কেন্দ্র। এখন থেকে ভারতে বিক্রি হওয়া সব স্মার্টফোনে সরকারি সাইবার সুরক্ষা অ্যাপ 'সঞ্চার সাথী' আগে থেকেই ইনস্টল করা বাধ্যতামূলক। ব্যবহারকারীরা মোবাইল কেনার পরেও ওই অ্যাপটি ডিলিট করতে না পারে, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখতে হবে।

সরকারি কোনও বিবৃতি না থাকলেও মোবাইল প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলিকে এমনই নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার বলে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যে বাজারে আসা মোবাইলগুলিতেও সফটওয়্যার আপডেটের মাধ্যমে 'সঞ্চার সাথী' অ্যাপটি ইনস্টল করার কথা বলেছে কেন্দ্র। সাধারণ মানুষের আর্থিক জালিয়াতি এবং টেলি-যোগাযোগের অপব্যবহার রুখতেই এমন পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। এই অ্যাপটি ব্যবহারকারীদের সাইবার সুরক্ষার পাশাপাশি হারানো মোবাইল খুঁজে পেতে অত্যন্ত কার্যকরী। সরকারি হিসেবে, চলতি বছরেই সাত লক্ষেরও বেশি হারানো মোবাইল উদ্ধারে 'সঞ্চার সাথী' সাহায্য করেছে।তবে, অ্যাপল তাদের নীতি অনুযায়ী, বিক্রির আগে মোবাইলে নিজস্ব অ্যাপ ছাড়া অন্য কোনো 'থার্ড পার্টি অ্যাপ' ইনস্টল করে না। অতীতের বহু দেশের অনুরোধ তারা প্রত্যাখ্যান করেছে। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রের এই কড়া বার্তা তারা মানবে কিনা, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে।

পতাকা ছেঁড়ার অভিযোগ

বক্সিরহাট, ১ ডিসেম্বর : রাতের অন্ধকারে তৃণমূলের পতাকা ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ উঠল বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। সোমবার সাতসকালে তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের নাগুরহাট এলাকায় তৃণমূলের পতাকা মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেন দলের কর্মী-সমর্থকরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বক্সিরহাট থানার পুলিশ। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। আগামী ৯ ডিসেম্বর কোচবিহার জেলায় আসবেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই উপলক্ষ্যে গোটা এলাকাজুড়ে দলীয় পতাকা লাগানো হয়েছিল। এদিন সকালে সেই পতাকা মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা যায়। এব্যাপারে তৃণমূলের স্থানীয় অঞ্চল কমিটির সভাপতি রঞ্জিত কার্জি বলেন, 'রাতের অন্ধকারে বিজেপি আশ্রিত কিছু দুষ্কৃতী আমাদের দলীয় পতাকা ছিঁড়ে মাটিতে ফেলে দিয়েছে। আমরা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করব।' তবে অভিযোগ উড়িয়ে দেন বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক সুশান্ত রাভা।

শ্বেতশুভ্র।। পুরু বরফে ঢেকেছে সোপিয়ান। জম্মু-কাশ্মীরে সোমবার। -পিটিআই

ভারত হয়ে থাইল্যান্ডের পণ্য ভুটানে

শতাব্দী সাহা

চ্যাংরাবান্ধা, ১ ডিসেম্বর : সোমবার প্রথমবারের মতো ট্রানজিট ট্রান্সশিপমেন্ট শুরু হল চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক স্থলবন্দরে। এদিন থাইল্যান্ড থেকে বাংলাদেশ হয়ে ভুটানগামী ট্রান্সশিপমেন্ট কার্গো চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দর থেকে ভারতে প্রবেশ করে।

'রোড পারমিট'-এর জটিলতায় ও ভারত-ভুটানের টানা সরকারি ছুটির কারণে অনুমোদন মিলতে দেরি হচ্ছিল। তাই গত চারদিন ধরে লালমণিরহাটের বুড়িমারি স্থলবন্দরেই কার্গোটি আটকে ছিল। এদিন ভারতীয় কাস্টমসের সবুজ সংকেত পেয়েই, বাংলাদেশ ও ভারতের কাস্টমস আধিকারিক ও বিএসএফ-এর উপস্থিতিতে সেটি সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে আসে।

২০২৩ সালে স্বাক্ষরিত বাংলাদেশ ও ভুটানের ট্রান্সশিপমেন্ট চুক্তি ও পরবর্তী সচিব স্তরের বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এই প্রথম চট্টগ্রাম বন্দর থেকে বাংলাদেশ ও ভারতের সড়কপথ ব্যবহার করে ভুটানে পণ্য পাঠানো হচ্ছে। পরীক্ষামূলক হলেও, থাইল্যান্ড থেকে আগত ওই কার্গো ভারতে আসায়, তিন দেশের বাণিজ্যিক যোগাযোগে নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত মিলেছে।

বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে, পরীক্ষামূলকভাবে ভুটানের উদ্দেশে পাঠানো ওই কার্গোটি অবশেষে ভারতে প্রবেশ করায় স্বস্তি ব্যবসায়ী মহলে। এতে আঞ্চলিক বাণিজ্য আরও শক্তিশালী হবে ও ভবিষ্যতে পণ্য পরিবহণ আরও সুগম হবে বলেই মনে করছে তারা।

শিলিগুড়ির কাস্টমস-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পিডি ভুটিয়া বলেন, 'ভুটান ও ভারতের ব্যবসায়িক চুক্তিতে ট্রেড এবং ট্রানজিট-এর মাধ্যমে এখন ভারতের সড়কপথ ব্যবহার করে ভুটান তাদের পণ্য আমদানি করতে পারবে। যদিও এটা পরীক্ষামূলক যাতায়াত। আগামীতে ভুটান এই ট্রান্সশিপমেন্ট কতটা ব্যবহার করবে, সেটা তাদের প্রশাসনই ঠিক করবে।'

বাংলাদেশের বুড়িমারির অ্যাসিস্ট্যান্ট কাস্টমস কমিশনার মহম্মদ দেলোয়ার হোসেনের বক্তব্য, 'বাংলাদেশ থেকে ভারতের মাধ্যমে ভুটানে এই ট্রানজিট কার্যক্রম অব্যাহত থাকলে, তিন দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণে সুবিধা হবে। থাইল্যান্ড থেকে এই খাদ্যপণ্য ভুটান যাচ্ছে। এই প্রক্রিয়া চালু থাকলে রাজস্ব ও কস্ট অ্যান্ড ফ্রেট (সিঅ্যান্ডএফ)-এ ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।'

বুথ সভাপতিকে অপহরণ

বারবিশা, ১ ডিসেম্বর : তৃণমূলের বুথ সভাপতি রঞ্জন সরকারকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে একটি বেসরকারি লজে আটকে রাখার অভিযোগ উঠল বিজেপির আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক বিপ্লব দাসের বিরুদ্ধে। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে কুমারগ্রাম ব্লকের বারবিশায়। এনিয়ে অভিযোগ-পালটা অভিযোগে রীতিমতো সরগরম হয়ে উঠেছে বারবিশার স্থানীয় রাজনীতি। ঘটনার প্রতিবাদে বিজেপির বিরুদ্ধে বারবিশায় ধিক্কার মিছিল করে তৃণমূল। যদিও খবর লেখা পর্যন্ত অপহরণ সম্পর্কে পুলিশে লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি।

ভোগান্তি

প্রথম পাতার পর

এই ঘরগুলিতে স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ থেকে চক্ষু, অস্থি ও দন্তের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ রয়েছে। এই কারণে রোগীরা সমস্যায় পড়ছেন। দূরদূরান্ত থেকে যাঁরা এই হাসপাতালে ডাক্তার দেখাতে আসছেন, তাঁদের ভোগান্তি বেশি। এনিয়ে অনেকেই কর্তৃপক্ষের ভূমিকায় সরব হওয়া শুরু করেছেন।

স্ত্রীকে নিয়ে মালেকুর রহমান এদিন এই হাসপাতালে ডাক্তার দেখাতে এসেছিলেন। কথায় কথায় বললেন, 'এটি কিন্তু আজকের সমস্যা নয়। মাঝেমধ্যেই এই সমস্যায় আমাদের খুবই ভুগতে হয়। আউটডোরে চিকিৎসকের দেখা মেলে না। তিনি কোথায় গিয়েছেন বলে প্রশ্ন করলে স্পষ্ট কোনও উত্তর মেলে না।' সৌভিক বর্মন নামে আরেকজনের কথায়, 'চিকিৎসকের সংকট থাকলে সেই সমস্যা মেটাতে কর্তৃপক্ষের দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।'

ছাঁদনাতলার শুভদৃষ্টি

প্রথম পাতার পর

তারপর মালাবদল। সেই পর্ব দম্পতিকে জীবনভর একসঙ্গে চলার স্বপ্ন দেখায়। আর চোখে চোখ রেখে দুজনে দুজনার হয়ে যাওয়ার এই পর্ব 'বরমালা সেরিমনি'র অঙ্গ হয়ে গিয়েছে। স্টেজে দাঁড়িয়ে বর-বৌ একে অন্যের গলায় মালা দেয়, আশপাশে ফোয়ারার মতো তুবড়ি ফোটে, ড্রাই আইস দিয়ে 'মোমেন্টস' তৈরি করা হয়। গানের তালে ফোটোগ্রাফাররা পোজ ঠিক করে দেন।

নতুন প্রজন্ম এসবে বুঁদ। মাসকয়েক আগে বিয়ের পিঁড়িতে বসা প্রিয়স্মিতা সরস্বতী খোলাখুলি বললেন, 'ছাঁদনাতলা তো সুন্দর, কিন্তু ফোটোতে তেমন জাঁকজমক আসে না। স্টেজে মালাবাদল করলে গোটা ব্যাপারটায় সিনেমার মতো একটা ফিলিংস আসে।' ঘুরেফিরে তাঁরও দাবি, 'সবাই করছে। আমি না করলে পিছিয়ে পড়ব যে।' রিজু সাহার বক্তব্য, 'বিয়েটা জীবনের অন্যতম বড় পর্ব। এটি তো একটু অন্যভাবে করার ইচ্ছে হবেই।' সায় দিয়ে ইভেন্ট অর্গানাইজার মায়াঙ্ক সরকার বললেন, 'উঠোন থেকে গায়ে হলুদ পর্ব এখন আউটডোরে চলে গিয়েছে। হলুদ রঙের ব্যাকড্রপ, ক্যানোপি, ফ্লোরাল শাওয়ার, ড্রাম ট্রুপ, এসবই সবাই চাইছেন। তাঁদের সেই চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিতে আমরাও সেভাবেই জোগান দিচ্ছি।'

অর্থনীতির জোগান পর্বের অঙ্গ হিসেবে বাঙালি বিয়েতে আজকাল লাইন দিয়ে বড় ব্যাংকোয়েট, লন, থিম ডেকোরেটেড সেট, ইনট্রো মিউজিক, কোল্ড ফায়ারওয়ার্কস, স্টেজ ক্রাফট, ড্রোন শটের মতো অনেককিছুই হাজির। যাতে শিলিগুড়ির দক্ষিণ ভারতনগরের বাসিন্দা পেশায় ব্যাংক অফিসার দেবস্মিতা দে-ও মজেছেন। ইভেন্ট ম্যানেজার অরিজিৎ রায় বললেন, 'বিয়েতে বাঙালিয়ানা পিছিয়ে পড়ছে বলে অনেকে দাবি করলেও তা হয়তো সমস্ত ক্ষেত্রে ঠিক নয়। বাঙালিয়ানাকেই থিম রেখে আমরা বিয়ের অনুষ্ঠান করতে চাই। কিন্তু অনেকে নতুন নতুন কিছু দাবি করায়, গোটা বিষয়টা শেষপর্যন্ত হয়তো বৃহত্তর কিছুতে গিয়ে ঠেকে।'

তবে উলটোপথে কি কেউ নেই? আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা দীপক ভৌমিকের ছেলের বিয়ে সামনেই। হালের বিয়ে দেখেছেন, কিন্তু তাতে সেভাবে মজেননি, 'বিয়েতে বাঙালিয়ানা আমাদের গর্বের বিষয়। সেটা যাতে না হারিয়ে যায় তা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে।' মধ্যবয়সি প্রজন্মের প্রতিনিধি রিতা দাসের মতো অনেকেরই একই দাবি। উত্তরের বিশিষ্ট সাহিত্যিক সেবন্তী ঘোষ বললেন, 'আমরা অবাঙালিদের বিয়ের রীতিকে আপন করে নিচ্ছি। ওরা কিন্তু করছে না। সহজসরল এই বিষয়টি আমাদের মাথায় রাখা উচিত।'

তথ্য সহায়তা : তমালিকা দে

পৃথিবীর পাঠশালা

লাইব্রেরি? ওটা এখন সেলাই ঘর

আমরা ভাবি লাইব্রেরি মানে শুধু বই আর পিনপতন নীরবতা, তাই না? ফিনল্যান্ড কিন্তু সেই ধারণাটাই বদলে দিয়েছে! তাদের লাইব্রেরি এখন হয়ে উঠেছে 'মাল্টিমিডিয়া-সজ্জিত পাবলিক লিভিং রুম'। হেলসিঙ্কির সেন্ট্রাল লাইব্রেরি 'ওওদি'-তে আপনি শুধু লক্ষাধিক বই-ই পাবেন না, সেখানে দিব্যি সেলাই মেশিন চলছে, থ্রি-ডি প্রিন্টার কাজ করছে, আর কেউ কেউ হয়তো নিজের গান রেকর্ড করছে! সরকারি খরচে, সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই পরিষেবা। এর আসল মজাটা হল স্থায়িত্বে : সেলাই মেশিন ধার নিয়ে নতুন জামা না কিনে পুরোনোটা সেলাই করুন, আর বর্জ্য কমান। জ্ঞানের ঘরের এমন ব্যবহারিক দিক দেখে কে বলবে ফিনল্যান্ড পিছিয়ে আছে? এককথায়, 'বই পড়ার সাথে, জীবনটাও গোছাও'!

ডিভোর্স হলেও পোষ্য এখন 'ছেলের মতো'

স্পেনে এখন পোষ্যদের দিন এসেছে! ডিভোর্স বা সম্পত্তি ভাগাভাগির সময় কুকুর-বিড়ালকে আর পুরোনো আসবাবপত্রের মতো গণ্য করা যাবে না। আইন বদলে তাদের 'সংবেদনশীল প্রাণী' এবং পারিবারিক সদস্যের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ হলে বিচারপতিদের এখন ভাবতে হবে : পোষ্যটি কার সঙ্গে সুখে থাকবে, আর তার মানসিক বন্ধন কার সঙ্গে বেশি? এখন চাইলে কেউ তার পোষ্যকে সহজে বিক্রি করতে বা ফেলে দিতে পারবে না। প্রয়োজনে তারা সন্তানের মতো যৌথ হেপাজতেও থাকতে পারবে! স্পেনের এই আইন পোষ্যপ্রেমীদের জন্য সত্যিই এক বিরাট স্বস্তির খবর।

বস, রাতের ঘুম কেড়ো না

পর্তুগালে এখন কর্মীদের মুখে হাসি। কারণ সরকার একটা দারুণ আইন এনেছে— অফিস আওয়ারের পরে বস আর কল-মেসেজ করে জ্বালাতে পারবে না! আইনটা একদম জলের মতো সোজা : জরুরি অবস্থা না হলে, কাজ শেষে কর্মীদের ব্যক্তিগত সময়ে ডিস্টার্ব করা বেআইনি। নভেম্বরে ২০২১-এ পাশ হওয়া এই আইন মানা না হলে কোম্পানিকে মোটা অঙ্কের জরিমানা দিতে হবে। এই আইন আসলে কর্মীদের 'রাইট টু ডিসকানেক্ট' নিশ্চিত করে। ভাবুন তো, রাতবিরেতে বসের ফোন বা ছুটির দিনে ইমেলের টেনশন থেকে মুক্তি! ফ্রান্স, স্পেনের মতো দেশগুলোও একই পথে হাঁটছে। পর্তুগাল দেখাল, আধুনিক যুগে কর্মীদের মানসিক শান্তি বজায় রাখাটা কতটা জরুরি। এবার সত্যি সত্যিই কাজের পরে 'নিজের জীবন' উপভোগ করা যাবে!

মায়ের বেশে পেনশন চোর

ইতালিতে এক লোকের কাণ্ড শুনে হাসি থামাতে পারবেন না! ৫৬ বছরের এক ব্যক্তি তার মৃত মায়ের পেনশনের টাকা তোলার জন্য যা করেছে, তা শুনলে অবাক হতে হয়। ২০২২ সালে মা মারা গেলেও তিনি কাউকে জানাননি। উলটে, মায়ের দেহ ঘরে লুকিয়ে রেখে, নিজে পরচুলা পরে, স্কার্ট পরে, আর মেকআপ সেজে মায়ের বেশে নিয়মিত পেনশন তুলতে যেতেন! এভাবে তিনি প্রায় তিন বছরে লক্ষ লক্ষ ইউরো হাতিয়েছেন। ধরা পড়লেন যখন মায়ের পরিচয়পত্র রিনিউ করতে গেলেন। কর্মকর্তারা দেখেন, এত বয়স্ক মহিলার হাতে আর থুতনিতে কেমন যেন কালো কালো চুল! শেষমেশ সিসিটিভি ফুটেজে বোঝা গেল, ইনি পেনশনভোগী নন, বরং তার ছদ্মবেশী ছেলে। এই 'পেনশন পাওয়ার জন্য মায়ের বেশ' সাজার গল্পটা এখন ইতালির সবচেয়ে মজাদার অপরাধ কাহিনী।

আঁচল দেওয়া মায়ের কদর বেশি

প্রথম পাতার পর

অবধি বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে এক অদ্ভুত বাস্তবতা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বাংলাদেশ থেকে আসা বহু মানুষ ভুয়ো পরিচয় দেখিয়ে দিব্যি নিজের নিজের নাগরিকত্ব নিশ্চিত করে ফেলছেন। আর সেই 'আত্মীয়' বলতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বোঝানো হচ্ছে বিয়ের সময় আঁচল ধরা বাবা-মা'কে।

ভোটবাড়ি ও চ্যাংরাবান্ধায় প্রেম, পাচার আর পরিচয়পত্র- সব মিলিয়ে এক পরিস্থিতি। এই ধরা যাক ভোটবাড়ির গুয়াবাড়ির এক তরুণের কথা। গোরু পাচারে অভিযুক্ত সেই তরুণের সঙ্গে বাংলাদেশের এক তরুণীর প্রেমের সম্পর্ক ছিল। তরুণ সেই বাংলাদেশি মেয়েটিকে বিয়ে করে ভারতে নিয়ে আসেন।

অবশ্যই অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে। এপারে বিয়ের সময় আঁচল দেওয়া মায়ের ভূমিকা পালন করেছিলেন এক ভারতীয় মহিলা। সেই মহিলা ও তাঁর স্বামীকে প্রকৃত বাবা-মা হিসেবে দেখিয়ে ওই তরুণী শুধু ভোটার কার্ড নয়, ভারতীয় পাসপোর্ট পর্যন্ত পেয়ে গিয়েছেন।

এই ঘটনা কিন্তু কোনও ব্যতিক্রম নয়। উদাহরণ মাত্র। সর্দারপাড়াতেও বাংলাদেশ থেকে আগত বহু মুসলিম মহিলা রয়েছেন, যাঁরা এপারে এসেছেন ২০০২ সালের পর। প্রায় সকলেই এসেছেন বিবাহসূত্রে। তাঁরাও এভাবে নাম তুলছেন। ১০৮ নম্বর কুচলিবাড়ির বাসিন্দা ৩ জন বাংলাদেশি মহিলাও এভাবেই নাম তুলেছেন। আর এসব নিয়ে এখন স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে।

তিস্তার চরের এই এলাকায় একসময় আদিবাসীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন। সেখানে এখন ৯০ শতাংশ বাসিন্দাই মুসলিম। স্থানীয়রাই স্বীকার করেন, অনেক পরিবারের শিকড় বাংলাদেশে। কারা কাকে বাবা-মা সাজিয়ে নাগরিকত্ব নিয়েছে, তা খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব। কুচলিবাড়ির বাসিন্দা নিত্য রায় বলছিলেন, 'যাদের প্রকৃত বাবা-মায়ের নাম ২০০২ সালের তালিকায় নেই, তারা আজ আঁচল দেওয়া বাবা-মাকে দেখিয়ে দিব্যি নাগরিক হয়ে গিয়েছে।'

বিজেপির দাবি মেখলিগঞ্জে অন্তত তিনশো বাংলাদেশিকে শনাক্ত করা হয়েছে। দলের জলপাইগুড়ি জেলা সাধারণ সম্পাদক দধিরাম রায় বলেন, 'সবাই অন্যকে বাবা-মা সাজিয়ে ভোটার তালিকায় ঢুকেছে। বুথে বুথে আরও খোঁজ চলছে। এনুমারেশন ফর্মে কারা কাকে অভিভাবক দেখাচ্ছে, তা খতিয়ে দেখে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানানো হবে।'

তৃণমূল নেতা লক্ষ্মীকান্ত সরকার অবশ্য দায় এড়িয়েছেন। তাঁর কথায়, 'ভোটার তালিকা তৈরি নির্বাচন কমিশনের কাজ। কে কীভাবে নাম তুলছে, সেটা তারাই বলতে পারবে।'

এবিষয়ে মেখলিগঞ্জ মহকুমা শাসক অতনুকুমার মণ্ডলকে ফোন করা হলেও তিনি প্রতিক্রিয়া দেননি।

বন্ধ হচ্ছে উড়ান

প্রথম পাতার পর

পরিষেবা চালু হয়। কিন্তু চালু হওয়ার পাঁচ-ছয়দিনের মধ্যেই সেই পরিষেবা অনিয়মিত হয়ে পড়ে। শেষপর্যন্ত তা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ২০১২ সালে একবার কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে হেলিকপ্টার মহড়া শুরু হয়। শেষপর্যন্ত অবশ্য সেই পরিষেবা চালু হয়নি। ২০১৩ সালেও বিমান মহড়া হয়। ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে বিমান পরিষেবা ফের চালু হয়।

মাসখানেকের মধ্যে ছয়-সাতদিন অনিয়মিত চলার পর ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ফের তা বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হওয়ার পর নিশীথ প্রামাণিকের উদ্যোগে ২০২৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ৯ আসনের বিমান পরিষেবা এখানে শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের উড়ান প্রকল্পে তা এখনও চলছে। যদিও আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকে তা আর চলবে না।

প্রশ্ন উঠেছে, হঠাৎ করে কেন বিমান সংস্থাটি তাদের বিমান পরিষেবা এখান থেকে বন্ধ করে দিচ্ছে? এর পেছনে কী কারণ রয়েছে? বিমানবন্দর সূত্রে খবর, প্রায় তিন বছর ধরে এখান থেকে যে বিমান পরিষেবা চলছে তাতে যাত্রীর ঘাটতি দেখা যায়নি। এমনকি সোমবারও বিমানবন্দর থেকে বিমানটি সব আসনে যাত্রী নিয়েই কলকাতায় গিয়েছে। কিন্তু তারপরেও কেন সংস্থা এমন সিদ্ধান্ত নিল সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।

১ ফেব্রুয়ারি থেকে যখন এখানে বিমান পরিষেবা বন্ধ হওয়ার কথা, তার দুই-তিন মাসের মধ্যে বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে। ফলে এর প্রভাব যে কমবেশি কোচবিহারের নির্বাচনেও পড়বে তা পরিষ্কার।

এসআইআর কি বুমেরাং

প্রথম পাতার পর

এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। তাঁরা এসআইআর-এর তদারকি করবেন।

কিন্তু তাঁদের সেসব প্ল্যান ভেস্তে দিতে যেন হইহই করে আসরে নেমে পড়েছে শাসকদল তৃণমূল। এসআইআর-এর বিরোধিতা আর এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যু-আত্মহত্যার অভিযোগকে সামনে রেখে এক ঢিলে বেশ কয়েকটা পাখি মেরেছেন তৃণমূল নেত্রী। প্রথমত এসআইআর-এর বিরোধিতাকে হাতিয়ার করে গোটা দলকে ভোটের আগে পথে নামানো গিয়েছে। শুধু এখানে নয়, লড়াই দিল্লিতেও নিয়ে গিয়েছে তৃণমূল।

এমন এক ইস্যু, যাতে বাকি বিরোধী দলগুলি মমতার সুরে সুর মেলাতে বাধ্য হয়েছে। দ্বিতীয়ত, হাতের বাইরে বেরিয়ে যাওয়া মতুয়া, রাজবংশী ভোট ফেরানোর একটা সুযোগ এসেছে। সেজন্য চেষ্টায় ফাঁকফোকর রাখছে না তৃণমূল। তৃতীয়ত এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল, এসআইআর নিয়ে এই তুমুল হট্টগোলে বেমালুম চাপা পড়ে গিয়েছে এই আমলে যাবতীয় দুর্নীতির অভিযোগ।

এই আমলের ছোট-বড় নানা মাপের কেলেঙ্কারি নিয়ে কেউ আর কিছু বলছেন না। সাধারণ মানুষ ভোটার লিস্টে তাঁদের নাম আছে না কাটা পড়েছে, তা নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বাপবাপান্ত করতে করতে হন্যে হয়ে এখানে ওখানে দৌড়ে বেড়াচ্ছেন। পনেরো বছরের স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা কোথাও তেমন একটা কলকে পাচ্ছে না। বোঝার উপর শাকের আঁটির মতো এর সঙ্গে যোগ হয়েছে বাংলা বলার 'অপরাধে' এরাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর বিজেপি শাসিত রাজ্যে মারধরের ঘটনা। বাঙালি মনীষীদের ধারাবাহিক অপমান পদ্ম শিবিরকে দূরে ঠেলেছে আরও। তাই প্রশ্ন উঠছে, এসআইআর বিজেপির বুমেরাং হল না তো? তাছাড়া এরাজ্যে বিজেপির ছন্নছাড়া চেহারাটা এখনও মেরামত করা যায়নি।

দলে যে অন্য দলের দলছুটরা ছড়ি ঘোরাচ্ছেন, সেকথা আরএসএসের বাংলা, ইংরেজি মুখপত্রে ফলাও করে লেখা হচ্ছে। দলের নতুন রাজ্য সভাপতি এতদিনেও রাজ্য কমিটি পুরো তৈরি করতে পারলেন না। সবমিলিয়ে ভোটের মাস তিনেক আগে তাদের খুব একটা গোছানো বলে মনে হচ্ছে না। তার উপর দিল্লি থেকে দলে দলে অবাঙালি নেতাদের এখানে পাঠানো নিয়ে বঙ্গীয় পদ্ম শিবিরে অসন্তোষ চাপা থাকছে না। মুখ খুলতে শুরু করেছেন কেউ কেউ।

যদিও তাতে বিন্দুমাত্র আমল না দিয়ে দিল্লির পাঠানো রথী-মহারথীরা প্লেন বোঝাই করে এখানে এসে রুদ্ধদ্বার মিটিংয়ের পর মিটিং শুরু করে দিয়েছেন। তাতে নানা উপদলে ঘেঁটে যাওয়া বঙ্গ বিজেপির চেহারা কতটা ঝকঝকে হল, বোঝা মুশকিল। এখন দলের লোকজনকে চাঙ্গা করতে দিল্লি থেকে মোটিভেশন বক্তা আমদানি করা হবে বলে শোনা যাচ্ছে। তাঁরা ভোকাল টনিক দিয়ে কর্মীদের গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠার পথ বাতলে দেবেন। বঙ্গবিজয় করতে কোনও পথ বাকি রাখছে না পদ্ম শিবির।

মান্দারিনকে জিআই তকমা, কবে ঘুচবে

প্রথম পাতার পর

জিটিএ'র পর্যটন এবং উদ্যানপালন বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর সোনম ভুটিয়ার কথায়, 'মান্দারিনের উন্নয়নে কাজ করা হচ্ছে। সিঙ্কোনা প্রকল্পের অধিকর্তা এ বিষয়ে ভালো বলতে পারবেন।' অথচ সেই সিঙ্কোনা প্রকল্পের ডিরেক্টর স্যামুয়েল রাইয়ের গলায় শঙ্কার সুর, 'পাহাড়ে কমলা চাষের জায়গা ক্রমশ কমছে। যদি এর পরেও রাজ্য এবং জিটিএ যৌথভাবে উৎপাদন ও চাষের জন্য প্রয়োজনীয় সার্বিক পরিকাঠামো উন্নয়নে উদ্যোগ না নেয়, তবে পাহাড়ের কমলার ভবিষ্যৎ পুরোপুরি অন্ধকারে।'

সিঙ্কোনা প্রকল্পের একটি সূত্র বলছে, দার্জিলিং পাহাড়ে ২০০৭-'০৮ অর্থবর্ষে মান্দারিন কমলা চাষের এলাকা ছিল ১৯৭২ হেক্টর। ২০১৬ সালে সেই পরিমাণ কমে দাঁড়ায় ১১০০ হেক্টর। এরপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতির অবনতি হতে থাকে। ২০২৩ সালে ৮০০ হেক্টরের পর ২০২৪-'২৫ সালে এসে খাতায়-কলমে কিছুটা বেশি দেখানো হলেও পাহাড়ে এখন আনুমানিক ৭৬০ হেক্টরের মতো জমিতে কমলার গাছ রয়েছে। আবহাওয়ায় ব্যাপক পরিবর্তনের জেরে পাহাড়ের নীচু এলাকায় উৎপাদন কমছে। বৃদ্ধি পেয়েছে রোগপোকার আক্রমণ।

বেশিরভাগ গাছই ২০ থেকে ২২ বছরের পুরোনো। সাইট্রাস ট্রিস্টেজা ভাইরাস (এসটিভি) সহ বিভিন্ন রোগপোকার আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে গাছ ও ফল, দুই-ই। মোকাবিলার পথ খুঁজতে কৃষকদের অসহায় অবস্থা। একাংশ ইতিমধ্যে রণে ভঙ্গ দিয়ে অন্য চাষে মন দিয়েছেন। অনেকে ঝক্কি না পোহাতে পেরে লেবুর গাছই উপড়ে ফেলেছেন।

রংলি রংলিয়ট ব্লকের মংপুদাড়ার কমলাচাষি চমনসিং প্রধান। একসময় তিন-চার বিঘা জমিতে তাঁর কমলার বাগান ছিল। এখন সাকুল্যে ৮০-৯০টি গাছ রয়েছে। প্রতিবছর রোগপোকার আক্রমণে ফল নষ্ট হয়। সিঙ্কোনা প্রকল্পের ডিরেক্টর একটি ওষুধ দিয়েছিলেন, সেটা স্প্রে করে কিছু ফল বাঁচিয়েছেন। সিটং-১ ব্লকের চাষি প্রভাত রাই বলছিলেন, 'সরকারি সহযোগিতা আর পরামর্শ পেলে আমাদের ঐতিহ্য এভাবে বিপদের মুখে পড়ত না।'

অভিযোগ, জিটিএ ও রাজ্য- উভয়েই চরম উদাসীন। সরকারি কোনও দপ্তর থেকে কৃষকদের কমলা চাষে উদ্বুদ্ধ করা হয়নি কিংবা ভালো উৎপাদন ও রোগ মোকাবিলায় জরুরি পরামর্শ দেয়নি। এছাড়া, 'দার্জিলিংয়ের কমলালেবু' নামে ভিনরাজ্যের লেবু যেভাবে পথেঘাটে বিকোচ্ছে, তা পর্যটকদের মনে পাহাড়ি সম্পদটি সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব তৈরি করছে।

মান্দারিনের স্বত্বাধিকারী হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে দার্জিলিং অর্গানিক ফার্মার্স প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন (ডিওএফপিও)। উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় জিআই ট্যাগের জন্য আবেদন জানিয়েছিল। এই প্রচেষ্টার মূলে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) ডঃ তুলসী শরণ ঘিমিরে। ২০২১ থেকে ২০২৫ সালের নভেম্বর পর্যন্ত প্রচুর তথ্য আদানপ্রদান, ফলের নমুনা জমা দেওয়া এবং শুনানিতে অংশগ্রহণ সহ একাধিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়ার পর জিআই তকমা এসেছে ঝুলিতে।

প্রশ্ন উঠছে, জিআই ট্যাগ তো এল, কিন্তু পাহাড়ে কার্যত অবলুপ্তির পথে হাঁটা মান্দারিনকে কীভাবে পুনরুজ্জীবিত করা হবে? সিঙ্কোনা প্রকল্পের অধিকর্তার দাবি, 'পরীক্ষামূলকভাবে আমাদের প্রকল্প এলাকায় লেবুর নতুন প্রজাতির সামান্য পরিমাণে চাষ করা হয়েছে। সেখানকার ফলনে ঢের দেরি।' তাঁর ব্যাখ্যায়, 'দার্জিলিং ও কালিম্পং পাহাড়ে কমলা চাষের এলাকা কমছে। এর মূল কারণ, বহু বছরের পুরোনো গাছ ও তাতে রোগপোকা, ভাইরাসের আক্রমণ। মান্দারিনের গৌরব ফেরাতে রাজ্য ও জিটিএ-কে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিকল্পনা মেনে কাজ করতে হবে। অন্যথায় চার-পাঁচ বছর পর এর কোনও অস্তিত্ব থাকবে না হয়তো।'

এই অবহেলাই দার্জিলিংয়ের অপর হেরিটেজ টয়ট্রেনকে তিলে তিলে শেষ করছে। সবুজ বাগিচার আকাশও দখল নিচ্ছে কালো মেঘ। কবে ঘুম ভাঙবে প্রশাসনের? উত্তর খোঁজে পাহাড়।

বুধবার রায়পুরে হতে পারে বিশেষ বৈঠক

রোকো বনাম গুরু গম্ভীর ‘যুদ্ধ’ নিয়ে বাড়ছে উত্তাপ

রায়পুর, ১ ডিসেম্বর : লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে। গোলাগুলিও চলছে। সঙ্গে বাড়ছে উত্তাপ!

আপাতত স্কোরলাইন বিবেচনা করলে বলা যেতেই পারে, ‘রোকো’-১। গুরু গম্ভীর-০।

আরও স্পষ্ট করে বললে, ‘রোকো’ জুটিই এখন গুরু গম্ভীরের ত্রাতা, ভরসা, বিপত্তারিণীও। ২০২৪ সালে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হওয়া। দিন কয়েক আগে ঘরের মাঠে ফের টেস্ট সিরিজে চুনকাম হওয়ার লজ্জা। এবার প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা। লাল বলের ক্রিকেটে ঘরের মাঠে ধারাবাহিকভাবে মুখ পোড়ার পর কোচ গৌতম গম্ভীর প্রবল চাপে। যদিও তাঁর চাকরি হারানোর সম্ভাবনা আপাতত নেই। কারণ, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের শীর্ষকর্তাদের ‘আশীর্বাদ’ রয়েছে গম্ভীরের মাথায়।

সেই আশীর্বাদ থাকলেও গুরু গম্ভীরের ‘ডানা ছাঁটা’ ভারতীয় ক্রিকেটে শুরু হয়ে গিয়েছে। আর এই ডানা ছাঁটার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্ব হতে চলেছে বুধবার রায়পুরে। সেদিন ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচ রয়েছে। সেই ম্যাচের আগে কোচ গম্ভীর ও জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকারের সঙ্গে বিসিসিআইয়ের শীর্ষকর্তাদের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হতে চলেছে বলে খবর। বোর্ডের তরফে সরকারিভাবে আসন্ন এই বৈঠক নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরের খবর, ‘রোকো’ জুটির সঙ্গে গুরু গম্ভীরের তৈরি হওয়া দূরত্ব মেটানোর পাশে কোচ হিসেবে তাঁর অতি আগ্রাসী মনোভাব বদলের বিষয় নিয়েই রায়পুরে হতে চলেছে সাম্প্রতিককালের ভারতীয় ক্রিকেটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। বোর্ডের এক শীর্ষকর্তার কথায়, ‘রোকোর সঙ্গে গম্ভীরের

দ্বিতীয় ওডিআইয়ের জন্য রায়পুর রওনা হওয়ার আগে গৌতম গম্ভীর।

সম্পর্কের রসায়ন থেকে শুরু করে ভারতীয় কোচের অতি আগ্রাসী মনোভাব ও মন্তব্যে রাশ টানার সময় এসেছে।’

আড়াই মাস পরে টি২০ বিশ্বকাপ। ২০২৭ সালের নভেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে রয়েছে একদিনের বিশ্বকাপের আসর। এমন অবস্থায় বিসিসিআই মনে করছে, গম্ভীরকে দ্রুত নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি। সঙ্গে ‘রোকো’ জুটিকেও তাঁদের প্রাপ্য সম্মান দেওয়া প্রয়োজন। রাঁচিতে গতকালের একদিনের ম্যাচে রোহিত শর্মা শতরান না পেলেও দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছেন। বিরাট কোহলি শতরান করেছেন। তাঁর শতরানের উচ্ছাসের মধ্যে লুকিয়ে ছিল নীরব বার্তাও। সেই বার্তা যে কোচ গম্ভীরের উদ্দেশ্যে, বোঝার জন্য ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন হয় না। পরে ভারতীয় দলের সাজঘরের নানান ছবিতে দেখা গিয়েছে, কোচ গম্ভীরের দিকে ঘুরেও তাকাননি কিং কোহলি। সাজঘরে দলের সাফল্যের উৎসবের সময় ‘রোকো’-রা ছিলেন না। বিরাটের শতরানের পর সাজঘরের বারান্দায় হিটম্যানের আবেগ

রাঁচিতে ম্যাচ শেষে গৌতম গম্ভীরকে এড়িয়ে সাজঘরে ঢুকে যান বিরাট কোহলি। এই ছবি জল্পনা বাড়িয়েছে।

দেখলে একটাই কথা মনে হবে, ইয়ে দোস্তি হাম নেহি তোড়েঙ্গে। তাহলে কি ‘রোকো’ বনাম গম্ভীর, টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে এমন মেরুকরণ হয়ে গিয়েছে?

স্পর্শকাতর এমন প্রশ্নের জবাব জানে না দুনিয়া। গম্ভীরকে শেষ পর্যন্ত থামানো যাবে কিনা, তাও স্পষ্ট নয়। কিন্তু তার আগে ‘রোকো’ বনাম গুরু গম্ভীরের অদৃশ্য যুদ্ধ কোন পথে যায়, সেটাই এখন দেখার। লড়াইটা কিন্তু চলবে বলেই মনে করছে দুনিয়া।

এদিকে, সোমবার বিকালের দিকে একই বিমানে রাঁচি থেকে রায়পুর পৌঁছে গিয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম ওডিআইয়ে চেনা ছন্দে পাওয়া গেল বিরাট কোহলিকে।

সেরা ওডিআই ব্যাটার, বিরাট-বন্দনায় সানি

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর : টি২০-র জমানা।

ক্রিজে নামো আর চালাও। গত টেস্ট সিরিজে যে স্ট্র্যাটেজিতে ডুবেছে ভারতীয় ব্যাটিং। নতুন প্রজন্মের সঙ্গে ঠিক এখানেই ব্যবধান বিরাট কোহলির। ক্রিজে নেমেই ঝুঁকির শট, বিগহিটের রাস্তায় হাঁটার বদলে ধীরেসুস্থে ইনিংস গড়া। সোজা ব্যাটে যথাসম্ভব ‘ভি’-এর শট খেলার মানসিকতা বাকিদের থেকে আলাদা করেছে বিরাটকে। বক্তা সুনীল গাভাসকার।

উত্তেজক ম্যাচ। রুদ্ধশ্বাস পরিণতি। সবকিছু ছাপিয়ে বিরাট ক্লাসিক। গাভাসকারের মতে, ‘ক্রিজে নেমেই চালানোর পথে হাঁটে না ও। বিরাট জানে, এটা ওর শক্তি নয়। ওর শক্তি কভারের মধ্যে দিয়ে শট খেলা, স্ট্রেট ড্রাইভ কিংবা ফ্লিক। মাঝেমধ্যে বটম হ্যান্ড ফ্লিকে মিড উইকেটের ওপর দিয়ে ছক্কা। বেশিরভাগ শটই ‘ভি’-এর মধ্যে। ব্যাটিংয়ের সবচেয়ে নিরাপদ স্ট্র্যাটেজি। বিশেষত যে পিচে বল নীচু হয়, মুভ করে। সবমিলিয়ে আমার দেখা ওডিআই ক্রিকেটের সেরা ব্যাটার।’

বিরাটের লম্বা ইনিংস মানে ‘রানিং বিটুইন দ্য উইকেট’-এর দুরন্ত প্রদর্শনী। সাঁইত্রিশে পা রেখেও যে দৌড়ের গতি এতটুকু কমেনি। গাভাসকারের কথায় যে কোনও ফরম্যাটে ‘সিঙ্গলস’ ইনিংস তৈরির অন্যতম শর্ত। বিরাটের ব্যাটিংয়ে যা ভীষণভাবে রয়েছে। গাভাসকার আরও বলেছেন, ‘দর্শকরা চায় দ্রুতগতিতে রান উঠুক। বিগহিটের ফুলঝুরি। কিন্তু বিরাটের নিজস্ব একটা গতি রয়েছে। দলের স্বার্থে কোনটা সঠিক জানে। তারই প্রতিফলন ঘটে ওর ইনিংসে।’

বিরাট-দাপট ব্যবধান গড়ে দিলেও দক্ষিণ আফ্রিকা শেষপর্যন্ত যেভাবে লড়াই করেছে, তা নিয়ে

> ৩৭-৩৮ বছর বয়সিদের সঙ্গে কথা বলবেন, ওরা বলবে বাড়ি, তাদের পোষ্য, বাচ্চাদের ছেড়ে থাকতে ভালোবাসে না। বিরাট সেখানে দেশের হয়ে খেলার জন্য সব সময় মুখিয়ে। ওর উইকেটের মাঝে দৌড়, ফিল্ডিং, ডাইভ দেওয়া-প্রতি পদে সেই খিদেটা দেখা যায়।
>
> **ডেল স্টেইন**

গৌতম গম্ভীরদের সতর্ক করছেন সানি। তাঁর মতে, ৩৫০ রান তাড়া করে শেষ ওভার পর্যন্ত যেভাবে লড়াই করেছেন মার্কো জানসেনরা, প্রশংসার দাবি রাখে। ১১/৩ থেকে প্রতিপক্ষের মরিয়া প্রত্যাবর্তনকে গুরুত্ব না দিলে সিরিজের বাকি দুই ম্যাচে ভারত কিন্তু সমস্যায় পড়বে।

ডেল স্টেইনও মুগ্ধ বিরাটের সাফল্যের খিদে দেখে। বলেছেন, ‘৩৭-৩৮ বছর বয়সিদের সঙ্গে কথা বলবেন, ওরা বলবে বাড়ি, তাদের পোষ্য, বাচ্চাদের ছেড়ে থাকতে ভালোবাসে না। বিরাট সেখানে দেশের হয়ে খেলার জন্য সব সময় মুখিয়ে। ওর উইকেটের মাঝে দৌড়, ফিল্ডিং, ডাইভ দেওয়া-প্রতি পদে সেই খিদেটা দেখা যায়। মানসিকভাবে তরতাজা থাকে সবসময়। ওর ইউএসপি মানসিক শক্তি ও ফিটনেস। দুই-তিনদিন প্র্যাকটিসের বাইরে থাকলেও তার প্রভাব পড়ে না।’

এদিকে, ‘গ্রোভেল’ বিতর্কে শুকরি কনরাডকে একহাত নিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার হেডকোচের ‘ভারতকে পায়ের নীচে রাখতে চাই’ মন্তব্য নিয়ে গাভাসকার বলেছেন, ‘আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রত্যাবর্তনে (১৯৯১-’৯২) ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সহযোগিতার কথা মনে রাখা উচিত। প্রত্যাবর্তনে ওরা প্রথম ম্যাচ খেলেছিল ভারতের মাটিতেই। বর্তমানের দিকে তাকালে দক্ষিণ আফ্রিকার টি২০ লিগে ছয়ের মধ্যে পাঁচটি ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানা ভারতীয়দের হাতে। শুধুমাত্র সেদেশের আন্তর্জাতিক তারকারা নয়, এতে উপকৃত আগামী প্রজন্ম, ঘরোয়া ক্রিকেটাররাও। ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেটীয় সম্পর্ক বরাবরই ইতিবাচক। আশা করব, পরবর্তী সাংবাদিক সম্মেলনে নিজের ভুলটা শুধরে নেবেন।’

বিরাটকে থামানো অসম্ভব ছিল : জানসেন

রাঁচি, ১ ডিসেম্বর : ছোট থেকেই ভক্ত। নেট বোলারের ভূমিকায় প্রিয় তারকাকে বলও করেছেন। এখন প্রতিপক্ষ। যদিও বিরাট কোহলিকে নিয়ে মুগ্ধতা এতটুকু কমেনি মার্কো জানসেনের। রাঁচির মহাকাব্যিক ইনিংসের পর সেই মুগ্ধতা ঝরে পড়ল দীর্ঘকায় প্রোটিয়া স্পিডস্টারের কথায়। স্মৃতি রোমন্থনে পিছিয়ে গেলেন ২০১৭-১৮-তে। যখন সফরকারী ভারতীয় দলের নেটে বিরাটের বিরুদ্ধে বল করেছিলেন।

উত্তেজক রাঁচি ম্যাচ শেষে জানসেন বলেন, ‘ওর খেলা দেখা উপভোগ করতাম। টিভিতে ওকে দেখে বড় হয়েছি। এখন ম্যাচে বল করছি। প্রতিপক্ষ। তবে একই সঙ্গে যে লড়াই আমি উপভোগও করি।’ প্রোটিয়া স্পিডস্টারের মতে, নিখুঁত ইনিংস। গোটা ইনিংসজুড়ে দারুণ সব ড্রাইভ করেছেন বিরাট। চোখধাঁধানো পুল, কাট। প্রথমবার নেটবোলার হিসেবে যখন দেখেছিলেন তার থেকে এখন খুব বেশি পরিবর্তন ঘটেনি। এখনও বিরাটের মধ্যে সেই লম্বা ইনিংস

নেট বোলার থেকে প্রতিপক্ষ

খেলার খিদে ভীষণভাবে রয়েছে।

মহেন্দ্র সিং ধোনির পাড়ার মাঠে যে বিরাট ক্লাসিক থামানো কার্যত অসম্ভব ছিল মেনে নিচ্ছেন। জানসেনের কথায়, বিরাটের মতো বিশ্বমানের ব্যাটারদের আউট করা সবসময় কঠিন। সবসময় লক্ষ্য থাকে, প্রথম ১০-১৫ বলের মধ্যে আউট করার। কারণ, একবার ক্রিজে থিতু হয়ে গেলে বোলারদের জন্য চ্যালেঞ্জ আরও কঠিন হয়ে যায়। তখন থামানো কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়ে।

চলতি ভারত সফরে জানসেন নিজেও দুরন্ত ফর্মে। ব্যাটে-বলে অলরাউন্ড শোয়ে প্রায় প্রতি ম্যাচে নজর কাড়ছেন। রাঁচি দ্বৈরথে গতকাল যেমন টপ অর্ডারের ব্যর্থতায় বেলাইন দলকে ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে লড়াইয়ে ফেরান। প্রায় হারা ম্যাচের রং বদলে দেওয়ার সম্ভাবনায় আতঙ্কে রাখেন ভারতীয় শিবিরকে। নিজের ব্যাটিং তাণ্ডব নিয়ে জানসেনের সহজ সরল ব্যাখ্যা, ‘বলটা ঠিকঠাক দেখি এবং সেই মতো খেলার চেষ্টা করি। এটুকু বলতে পারি, এই মুহূর্তে আমার জন্য যা দারুণ কাজ করছে।’

ড্র করে মুখ ঢাকলেন রিয়াল মাদ্রিদ অধিনায়ক ফেডেরিকো ভালভের্দে।

আজ মাঠে ফিরছেন হার্দিক

হায়দরাবাদ, ১ ডিসেম্বর : অপেক্ষার অবসান। বাইশ গজে ফিরতে চলেছেন অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া। চোটের কারণে দীর্ঘসময় তিনি ক্রিকেটের বাইরে ছিলেন। আপাতত হার্দিক ফিট। চলতি সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-র আসরে মঙ্গলবার বরোদার হয়ে গুজরাটের বিরুদ্ধে ম্যাচে মাঠে নামতে চলেছেন হার্দিক। তাঁকে দেখার জন্য আগামীকাল জাতীয় নির্বাচক কমিটির অন্যতম সদস্য প্রজ্ঞান ওঝা মাঠে হাজির থাকবেন বলে খবর।

তিন ম্যাচে চার পয়েন্ট বরোদার। বাংলার বিরুদ্ধে হার দিয়ে ক্রুণাল পান্ডিয়ারা মুস্তাক আলি অভিযান শুরু করেছিলেন। সেই সময় দলের সঙ্গে ছিলেন না হার্দিক। আগামীকাল মুস্তাক আলিতে বরোদার চার নম্বর ম্যাচে মাঠে ফিরতে চলেছেন হার্দিক। ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ নিয়ে এখন ব্যস্ত টিম ইন্ডিয়া। একদিনের সিরিজের পরই রয়েছে টি২০ সিরিজ। সেই টি২০ সিরিজের দলে হার্দিকের থাকার কথা। তার আগে তিনি তাঁর ম্যাচ ফিটনেসের প্রমাণ দেওয়ার জন্যই আগামীকাল বরোদার হয়ে মুস্তাক আলি প্রতিযোগিতায় খেলতে নামছেন।

সিওই-তে রিহ্যাব শুরু শুভমানের

বেঙ্গালুরু, ১ ডিসেম্বর : ঘাড়ের চোট সারিয়ে মেন ইন ব্লু-তে ফেরার অপেক্ষা। সেই লক্ষ্যে রিহ্যাব শুরু করে দিলেন শুভমান গিল।

চণ্ডীগড় বিমানবন্দর থেকে বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের পথে শুভমান গিল।

গুয়াহাটি থেকে ফিরে মুম্বইয়ে গত কয়েকদিন ফিজিওর তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা করাচ্ছিলেন। সোমবার বেঙ্গালুরুস্থিত ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে (সিওই) শুরু করলেন চূড়ান্ত পর্বের রিহ্যাব।

৯ ডিসেম্বর কটকের বারাবাটি স্টেডিয়ামে টি২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচ। সূত্রের খবর, সবকিছু ঠিকঠাক চললে কটক থেকেই হয়তো নীল জার্সিতে প্রত্যাবর্তন ঘটবে শুভমানের। মাঠে ফেরার প্রক্রিয়ায় রীতিমতো ঘাম ঝরাচ্ছেন। আপাতত কয়েকদিন যা চলবে বেঙ্গালুরুস্থিত সিওই-তে। ফিটনেস নিয়ে সবুজ সংকেত মিললে ৬-৭ ডিসেম্বর কটকে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন।

ইডেন গার্ডেন্সে অনুষ্ঠিত টেস্টের দ্বিতীয় দিনে ঘাড়ে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন শুভমান। আইসিইউ-তে পর্যন্ত ভর্তি হতে হয়। দলের সঙ্গে গুয়াহাটিতে গেলেও শেষপর্যন্ত দ্বিতীয় টেস্ট শুরুর আগেই ফিরে আসেন। মাঝের কয়েকদিনে চোট অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছেন শুভমান। ওডিআই সিরিজে না থাকলেও টি২০ সিরিজে ফেরার সম্ভাবনা প্রবল।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড যদিও তাড়াহুড়োয় নারাজ। এক শীর্ষ আধিকারিকের দাবি, সিওই-তে রিহ্যাব চলাকালীন সেখানকার স্পোর্টস সায়েন্স টিম শুভমানের ফিটনেসের হাল খতিয়ে দেখবেন। স্কিল ট্রেনিংয়ে গিলের মুভমেন্টের বিষয়টি খুঁটিয়ে দেখা হবে। যদি ন্যূনতম অস্বস্তি থাকে, প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া দীর্ঘ হবে। এখন দেখার, টি২০ সিরিজের দল নির্বাচনি বৈঠকে বসার আগে শুভমানের ফিটনেস নিয়ে ছাড়পত্র আসে কি না।

দ্বিতীয় ওডিআই খেলতে রায়পুরের উদ্দেশে রওনা হলেন রোহিত শর্মা। সোমবার।

আজ হিমাচল অভিযানে বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : তিন ম্যাচে পয়েন্ট আট। কিন্তু তারপরও স্বস্তিতে নেই বাংলা।

গতকাল পাঞ্জাবের অভিষেক ম্যাচে শর্মার তাণ্ডবে ছারখার হয়ে গিয়েছে বাংলার ক্রিকেট সংসার। সেই ধাক্কা সামলানোর

> পাঞ্জাব ম্যাচ ভুলে আগামীকাল হিমাচলপ্রদেশের বিরুদ্ধে নতুনভাবে শুরু করতে হবে আমাদের।
>
> **লক্ষ্মীরতন শুক্লা**

আগেই মঙ্গলবার অভিমন্যু ঈশ্বরণদের প্রতিপক্ষ হিমাচলপ্রদেশ। জোড়া জয়ের সাফল্যের রেশ উধাও বাংলা দলের। বরং রয়েছে টেনশনের চোরাস্রোত। কারণ গতকাল পাঞ্জাব ম্যাচ হারের পর টিম বাংলা এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে, যেখানে মুস্তাক আলির গ্রুপ ‘সি’-তে বাকি থাকা সব ম্যাচই কার্যত ফাইনালের মতোই। কোনও একটি ম্যাচে ফের ব্যাটিং-বোলিংয়ে বিপর্যয় মানেই গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায়ের ঘণ্টা বেজে যাওয়া।

শুধু তাই নয়, দলের ব্যাটিংয়ের পাশে বোলিং নিয়েও তৈরি হয়েছে উদ্বেগ। গতকাল অভিষেক তাণ্ডব যখন চলছিল হায়দরাবাদের জিমখানা মাঠে, তখন মহম্মদ সামি, আকাশ দীপদের বোলিংয়ে কোনও প্ল্যান ‘বি’ দেখা যায়নি। ফলে বোলিং নিয়ে

সৈয়দ মুস্তাক আলি

টেনশন কাটছে না। ব্যাটিং নিয়েও একই অবস্থা। ওপেনিংয়ে অভিষেক পোড়েল ও করণ লাল সফল না হলেই মিডল অর্ডারে চাপ পড়ছে। আর সেই চাপ সামলাতে পারছেন না অভিমন্যুরা। কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা গলায় একরাশ উদ্বেগ নিয়ে আজ বলছিলেন, ‘কোনও কোনও ম্যাচে এমন হয় যার সহজে ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। পাঞ্জাব ম্যাচটা তেমনই ছিল। সেই ম্যাচ ভুলে আগামীকাল হিমাচলপ্রদেশের বিরুদ্ধে নতুনভাবে শুরু করতে হবে আমাদের।’

লা লিগায় তিন ম্যাচ জয়হীন রিয়াল মাদ্রিদ

মাদ্রিদ, ১ ডিসেম্বর : টানা তিন ম্যাচ ড্র। দুরন্ত ছন্দে লা লিগা শুরু করলেও আচমকা যেন ছন্দহীন রিয়াল মাদ্রিদ।

রবিবার ভারতীয় সময় গভীর রাতে জিরোনার বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচে ১-১ গোলে ড্র করেছে রিয়াল। ম্যাচের ৪৫ মিনিটে আজেদ্দাইন ওনাহির গোলে এগিয়ে যায় জিরোনা। ৬৭ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে সমতা ফেরান কিলিয়ান এমবাপে। এই

> এই ফল মোটেও প্রত্যাশিত নয়। তবে লিগের অনেক ম্যাচ বাকি রয়েছে। খেলার ধরন বদলাতে হবে আমাদের।
>
> **কিলিয়ান এমবাপে**

ম্যাচ ড্র করায় ১৪ ম্যাচে ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে লিগের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। শীর্ষে থাকা চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার থেকে ১ পয়েন্টে পিছিয়ে।

দল ছন্দ হারালেও নিজের ছন্দ ঠিক বজায় রেখেছেন কিলিয়ান এমবাপে। প্রায় প্রতি ম্যাচেই গোল পাচ্ছেন তিনি। জিরোনার বিরুদ্ধে গোল করলেও জয় না পাওয়ায় বেশ হতাশ ফরাসি তারকা। এমবাপে বলেছেন, ‘এই ফল মোটেও প্রত্যাশিত নয়। তবে লিগের অনেক ম্যাচ বাকি রয়েছে। খেলার ধরন বদলাতে হবে আমাদের।’

ফের হার ভারতের

চেংদু, ১ ডিসেম্বর : মিক্সড টিম বিশ্বকাপ টেবিল টেনিসে দ্বিতীয় দিনেও পরাজয় ভারতের। সোমবার মণিকা বাত্রারা ৮-৪ ব্যবধানে জাপানের কাছে পরাজিত হন। মহিলাদের সিঙ্গলসে মণিকা বাত্রা ও পুরুষদের সিঙ্গলসে মানব ঠক্কর দুইটি করে গেম জিতেছেন। তবে মিক্সড ডাবলস ও মহিলাদের ডাবলসে তিনটি গেমেই পরাজিত হন ভারতীয়রা।

চিন্নাস্বামী নিয়ে অনিশ্চয়তা জারি

বেঙ্গালুরু, ১ ডিসেম্বর : পদপিষ্টের ঘটনায় এম চিন্নাস্বামী ক্রিকেট স্টেডিয়াম নিয়ে অনিশ্চয়তা অব্যাহত। গতবারের চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। প্রথামাফিক উদ্বোধনী ম্যাচের সঙ্গে ফাইনাল অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা আরসিবি-র ঘরের মাঠ চিন্নাস্বামীতে। যদিও সেই সুযোগ আদৌ মিলবে কীনা, জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। টানাপোড়েন ২০২৬ আইপিএলে ঘরের মাঠে বিরাট কোহলিদের খেলা নিয়েও।

পিডব্লিউডি চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম নিয়ে কর্ণাটক রাজ্য ক্রিকেট সংস্থাকে নোটিশ পাঠিয়েছে স্টেডিয়ামের পরিকাঠামোর নিরাপত্তাজনিত বিশদ রিপোর্ট চেয়ে। এনএবিএল নথিভুক্ত বিশেষজ্ঞদের দিয়েই পরিকাঠামোর নিরাপত্তার বিষয়টি খতিয়ে দেখেই রিপোর্ট জমা দিতে হবে। রিপোর্ট নেতিবাচক মানে চিন্নাস্বামীতে আইপিএল আয়োজন বিশবাঁও জলে।

পিডব্লিউডি-র থেকে লিজ নেওয়া ১৭ একর জমিতে বেঙ্গালুরু শহরের মাঝে ১৯৬৯ সালে গড়ে ওঠে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম। গত ৪ জুন প্রথমবার আইপিএল জয়ের উৎসবে মর্মান্তিক ঘটনায় ছন্দপতন। স্টেডিয়ামে ঢোকার পথে পদপিষ্ট হয়ে ১১ জনের প্রাণ হারানোর জেরে অঘোষিত ‘নিষেধাজ্ঞা’ জারি। মহিলা ওডিআই বিশ্বকাপের একঝাঁক ম্যাচ সরানো হয় চিন্নাস্বামী থেকে। আইপিএল-ও সেই পথে এগোচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। নিরাপত্তাজনিত রিপোর্ট অনুকুল না হলে ম্যাচ আয়োজনের সুযোগ হাতছাড়া করবে চিন্নাস্বামী। বিরাটরা হারাবেন ঘরের মাঠে সমর্থকদের সামনে খেলার সুবিধা।

রাঁচিতে জয়ের পর টিম হোটেলে কেক কাটেন লোকেশ রাহুল। যদিও তাতে যোগ দেননি বিরাট।

সন্তোষের ট্রায়ালে পাসাং-করণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : সোমবার সন্তোষ ট্রফির জন্য বাংলা দলের ট্রায়ালে প্রিমিয়ার ডিভিশনের ফুটবলাররা যোগ দিলেন। এদিন প্রায় ৮০ জন ফুটবলার উপস্থিত ছিলেন। আইএফএ সূত্রের খবর, মোহনবাগান থেকে উত্তরবঙ্গের দুই ফুটবলার পাসাং দোরজি তামাং, করণ রাই সহ চারজন উপস্থিত ছিলেন। তেমনই ইস্টবেঙ্গল থেকে সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল বেসরা, তন্ময় দাস সহ ছয়জন ফুটবলারকে এদিন ট্রায়ালে দেখা যায়। আগামী ১০ তারিখের মধ্যে ৪০ জন ফুটবলারের প্রাথমিক তালিকা জমা দেবেন কোচ সঞ্জয় সেন।

কাল স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে বৈঠক ক্রীড়া দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : আগামী ৩ ডিসেম্বর সম্ভবত এদেশের ফুটবলের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দিন হতে চলেছে। ইন্ডিয়ান সুপার লিগ সহ এদেশের ফুটবল ইকো সিস্টেম নিয়ে আলোচনার জন্য অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন সহ যাবতীয় স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে আগামী বুধবার আলোচনায় বসতে চলেছে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া দপ্তর।

একইদিনে ছয়টা সভা করবেন ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য। হবে নয়াদিল্লিতে সাইয়ের সদর দপ্তরে। আইএসএল ক্লাব, আই লিগ ক্লাব, এফএসডিএল, ব্রডকাস্টার ও ওটিটি প্ল্যাটফর্ম, আগ্রহী অন্যান্য কোম্পানি, সবশেষে সব স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে একসঙ্গে বসবেন মন্ত্রী। এছাড়াও দরপত্র ছাড়া এবং যাচাইয়ের জন্য যে কোম্পানিকে দায়িত্ব দেওয়া হয় সেই কেপিএমজি-কেও সভায় উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। সভায় সশরীরে এবং ভার্চুয়ালি, দুইভাবেই উপস্থিত থাকা যাবে। ব্রডকাস্টারদের

গোপনে আলোচনা জিন্দাল ও মোহন-ইস্টের?

মধ্যে দূরদর্শন প্রতিনিধিরাও উপস্থিত থাকতে পারেন বলে খবর। কারণ আসন্ন আইএসএলে সরকারি এই টেলিভিশনের কথাও ভাবা হয়েছে সম্প্রচারকারী হিসাবে। এদিনই এআইএফএফ সভাপতির কাছে চিঠি দিয়ে এই সভার কথা জানানো হয়। এর আগে গত ২১ নভেম্বর দেশের শীর্ষ আদালতের পিএস নরসিমহা ও জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ ছিল, আইএসএল হওয়ার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগী হওয়ার। এফএসডিএলকে কেন আলাদা করে ডাকা হয়েছে, এই বিষয়েই এখন কৌতূহলী দেশের ফুটবল মহল। মনে করা হচ্ছে, আইএসএল আয়োজনের ধরন জানতেই এফএসডিএল প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলবেন মাণ্ডব্য। এফএসডিএলের সঙ্গে ফেডারেশনের গত ১৫ বছরের এমআরএ (মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্ট) শেষ হয়ে যাচ্ছে ৮ ডিসেম্বর। যার জেরে এই মরশুমে এখনও শুরু হয়নি দেশের সর্বোচ্চ লিগ থেকে নীচের ধাপের কোনও লিগই। কারণ দরপত্র বাজারে ছাড়া হলেও আরপিএফ (রিকোয়েস্ট ফর প্রোপোজাল) গ্রহণ করতে এগিয়ে আসেনি কোনও কোম্পানিই। আর তাতেই তৈরি হয়েছে এক অচলাবস্থা। এখন দেখার এই সভা সেই অচলাবস্থা কাটাতে পারে কি না।

এদিকে, কলকাতায় থাকা কল্যাণ চৌবে আবার আলাদা করে আলোচনায় ডাকেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট, ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের প্রতিনিধিদের। এর মধ্যে মোহনবাগান আগেই জানিয়ে দেয়, তাদের কোনও প্রতিনিধি যাবে না এই সভায়। শোনা যাচ্ছে, গত শুক্রবার পার্থ জিন্দাল এসে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল প্রতিনিধিদের সঙ্গে অতি গোপন এক বৈঠক করে যান। কী আলোচনা হয় তা অবশ্য জানা যায়নি। জিন্দালরা আই লিগ সহ বাকি লিগের জন্য দরপত্র দিতে আগ্রহী বলে খবর। এছাড়াও তারা ক্লাবগুলির টাকায় লিগ করার যে প্রস্তাব দেয়, তেমন কিছু নাকি ফেডারেশনের পরবর্তী নির্বাচন, কী নিয়ে এই আলোচনা তা পরিষ্কার নয় কোনও পক্ষই মুখ না খোলায়।

বিশ্বকাপের স্বপ্ন বিবিয়ানোর চোখে

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : শুধু এশিয়ান কাপের মূলপর্বে খেলাই নয়, এবার অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের স্বপ্নও দেখতে শুরু করেছেন বিবিয়ানো ফার্নান্ডেজ।

দল পৌঁছে গেছে এশিয়ান কাপের মূলপর্বে। কাজ শেষে আপাতত ছুটি কয়েকটা দিনের। দুপুর দুটো নাগাদ উড়ান থেকে নেমে নিজেই ফোন করলেন। বলেছেন, 'গোয়াতে এসে এই নামলাম। তাই আপনি ফোনে পাননি। এখন কয়েকটা দিনের বিশ্রাম।' দলকে ছুটি দিলেও ইতিমধ্যেই মে মাসের জন্য পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছেন দলের হেড কোচ। প্রচুর ম্যাচ খেলতে চান এখন। বিবিয়ানোর কথায়, 'এই তো সবে একটা ধাপ পেরোতে পেরেছি। এখনও অনেক পথ চলা বাকি। প্রচুর ম্যাচ খেলতে হবে। বিশেষ করে বিশ্বের উপরের দিকে থাকা দলগুলোর সঙ্গে না খেললে যোগ্যতা অর্জন করতে পারব না।' কিন্তু আপনার দল তো মূলপর্বে পৌঁছেই গিয়েছে? প্রশ্নটা শুনে উলটো দিকে মৃদু হাসির আওয়াজ। এরপর যা বললেন সেই কথা শুনে অবাক হওয়ার পালা এই প্রতিবেদকের। বিবিয়ানো বললেন, 'আমি এশিয়ান কাপের নয়, বিশ্বকাপের কথা বলছি। প্রথম আটে থাকতে পারলে সরাসরি বিশ্বকাপে পৌঁছানো যাবে।' স্বপ্ন দেখছেন নিজে, দেখাচ্ছেন

বাড়ি ফিরে স্ত্রী সাতিনার সঙ্গে বিবিয়ানো ফার্নান্ডেজ। সোমবার।

দলের ছেলেদের এবং অবশ্যই দেখাতে চান সারা দেশবাসীকে। রবিবার ম্যাচের পরই শুভেচ্ছা জানান এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবে। তাঁকেও এই স্বপ্নের কথা জানিয়ে দিয়েছেন বিবিয়ানো।

শেষ ম্যাচে ইরানের মতো দল। এত উচ্চমানের একটা দলকে হারানোর ফর্মুলা কী জানতে চাইলে গোয়ান কোচ বলেছেন, 'আমাদের কাছে এটা মাস্ট উইন ম্যাচ ছিল। জিততে না পারলে যাবতীয় স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যেত। লেবানন ম্যাচে হারের পর থেকে ছেলেদের মধ্যে জেদ এসে যায় যে শেষ ম্যাচে জিততেই হবে। এদের বিশ্বাস ছিল যে বাছাইপর্ব পার করা সম্ভব। আমার কাজ ছিল ছেলেদের ওই উৎসাহটাকে কাজে লাগানো। আর বাস্তবে কীভাবে রূপায়ণ করা সম্ভব সেই রাস্তা দেখিয়ে দেওয়া। টেকনিকালি ও ট্যাকটিকালি যা যা বলা এবং করা দরকার সবই করেছিলাম। আর একটা কথা ছেলেদের বলেছিলাম। সেটা হল, ইরান আমাদের থেকে অভিজ্ঞতাই বলুন কী টেকনিক, সবদিকেই এগিয়ে। কিন্তু তবুও সারা ম্যাচে অন্তত দুইটি কী তিনটি সুযোগ আমরা পাবই। আর সেটাকেই কাজে লাগাতে হবে। ছেলেরাও সেটা মাথায় রেখেছিল। এক গোল কী তিন গোল সেটা বড় কথা নয়। জিততে হবে, এটাই ছিল মূলমন্ত্র।'

মে মাসে এশিয়ান কাপ। তার আগে অন্তত এক মাসের শিবির চাইছেন বিবিয়ানো। সঙ্গে একাধিক প্রস্তুতি ম্যাচ। যা তিনি আগামী মাস থেকেই শুরু করতে চান। এখন দেখার যাবতীয় ডামাডোল সামলে এই দলটার জন্য কত দ্রুত প্রস্তুতির সুযোগ করে দিতে পারেন ফেডারেশন কর্তারা।

মোহনবাগানে খেলাই লক্ষ্য রাজরূপের

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : উত্তর ২৪ পরগনার মছলন্দপুর থেকে উঠে এসে মোহনবাগান সমর্থকদের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছিলেন শিলটন পাল। অনূর্ধ্ব-১৭ ভারতীয় দলের গোলরক্ষক রাজরূপ সরকারের বেড়ে ওঠাও ওই গ্রামেই। শিলটনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সবুজ-মেরুনে খেলার স্বপ্ন দেখছেন রাজরূপও। রবিবার শক্তিশালী ইরানকে হারিয়ে ২০২৬ অনূর্ধ্ব-১৭ এএফসি এশিয়ান কাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে জুনিয়ার

> প্রথম-প্রথম পরিবারকে ছেড়ে থাকতে কষ্ট হত। তবে মা-বাবার সমর্থন সবসময় সঙ্গে ছিল। পেশাদার ফুটবলার হিসাবে ভবিষ্যতে যেকোনও ক্লাবে খেলার জন্য তৈরি। তবে স্বপ্ন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের হয়ে খেলা।
>
> **রাজরূপ সরকার**

ব্লু টাইগাররা। সোমবার সকালেই আহমেদাবাদ থেকে কলকাতা হয়ে মছলন্দপুর ফিরেছেন ওই দলের গোলরক্ষক রাজরূপ। স্টেশন থেকেই তাঁকে ঘিরে শুরু হয় শোভাযাত্রা।

বাড়িতেও উৎসবের আবহ। পরিবার-পরিজনের মুখে গর্বের ঝিলিক। নিজের গ্রামে এমন সম্মান পেয়ে আপ্লুত রাজরূপও। মুঠোফোনের ওপার থেকে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বাংলার এই ১৬ বছরের গোলকিপার বলেছেন, '২০১৭ সালে ফুটবলে হাতেখড়ি। ফুটবলার হওয়ার অনুপ্রেরণা কাকা সঞ্জীব সরকার। তাঁকে দেখেই গোলকিপার হওয়া।' রাজরূপের একেবারে ছোটবেলার দুই কোচ সুরেশ মণ্ডল ও সুমিত সরকার। সেখান থেকে এফসি মাদ্রাজ হয়ে বর্তমানে জিঙ্ক ফুটবল অ্যাকাডেমি দলের সদস্য। অনেক কম বয়সেই বাড়ি ছেড়ে ভিনরাজ্যে পাড়ি দেওয়া। রাজরূপ বলছিলেন, 'প্রথম-প্রথম পরিবারকে ছেড়ে থাকতে কষ্ট হত। তবে মা-বাবার সমর্থন সবসময় সঙ্গে ছিল। পেশাদার ফুটবলার হিসাবে ভবিষ্যতে যে কোনও ক্লাবে খেলার জন্য তৈরি। তবে স্বপ্ন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের হয়ে খেলা।'

তবে আপাতত রাজরূপের লক্ষ্য ২০২৬ এশিয়ান কাপের দলে জায়গা ধরে রাখা। এবার তারই প্রস্তুতির পালা।

ইরানের বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য হয়ে ওঠেন রাজরূপ সরকার।

মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের অনুশীলনে খোশমেজাজে জেসন কামিন্স। সোমবার।

অনুশীলনে অনুপস্থিত দিমি, আলবার্তো

আইএসএল শুরুর অপেক্ষায় কামিন্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : দেশের সর্বোচ্চ লিগ কবে শুরু হবে? সাধারণ সমর্থকদের মতো এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের ফুটবলাররাও।

এক মাসের ছুটি কাটিয়ে সোমবার থেকে অনুশীলন শুরু করল সবুজ-মেরুন শিবির। বাকিরা যোগ দিলেও প্রথম দিন অনুপস্থিত দুই বিদেশি দিমিত্রিস পেত্রাতোস ও আলবার্তো রডরিগেজ। খোঁজ নিয়ে জানা গেল আলবার্তোর যে বিমানে আসার কথা ছিল তা বাতিল হয়েছে। ফলে সময়মতো কলকাতায় পৌঁছাতে পারেননি তিনি। মঙ্গলবার অনুশীলনে যোগ দেবেন স্প্যানিশ ডিফেন্ডার। পেত্রাতোস কলকাতায় আসবেন ৩ ডিসেম্বর।

এদিন প্রস্তুতির শুরুতে নিয়মমাফিক ফিজিকাল ট্রেনিং চলল আধ ঘণ্টা। তারপর বাস্তব রায়ের তত্ত্বাবধানে ঘণ্টাখানেক বল পায়ে জোরকদমে অনুশীলন করলেন জেমি ম্যাকলারেন, মনবীর সিং, শুভাশিস বসুরা। সম্প্রতি হেডকোচের পদ থেকে ছাঁটাই হয়েছেন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। যদিও মোলিনা-বিদায় সবুজ-মেরুন সাজঘরের পরিবেশে যে বড় কোনও প্রভাব ফেলতে পারেনি, অনুশীলনের মেজাজ দেখেই তা বেশ বোঝা গেল।

অনুশীলন শেষে পরিচিত সাংবাদিকদের দেখে নিজে থেকেই এগিয়ে এলেন জেসন কামিন্স। কথা বলতে গিয়ে ভারতীয় ফুটবলের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে হতাশা ঢেকে রাখতে পারলেন না বাগানের অজি ফুটবলার। কামিন্স বলেছেন, 'আমরা সবাই খেলার জন্য পুরোপুরি তৈরি। তবে এই মুহূর্তে সামনে কোনও ম্যাচ নেই। যে জন্য হতাশও লাগছে। শুনছি জানুয়ারিতে লিগ (আইএসএল) শুরু হতে পারে। তা হলে খুবই ভালো হয়।' সত্যিই তো, অন্য মরশুমে এতদিনে আইএসএলে দলগুলির ৮ থেকে ৯টা ম্যাচ খেলা হয়ে যায়। সেখানে এবার এখনও দেশের সর্বোচ্চ লিগের ভবিষ্যৎই স্পষ্ট নয়।

জিতল ২০১২ ব্যাচ

কোচবিহার, ১ ডিসেম্বর : জেনকিন্স প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে সোমবার ২০০০ ও ২০০২ প্রাক্তনীদের সংযুক্ত দলকে ৭ উইকেটে হারিয়েছে ২০১২ ব্যাচের প্রাক্তনীরা। প্রথমে সংযুক্ত দল ১০ ওভারে ৮ উইকেটে ৮৭ রান তোলে। সৌরভ দে ৪৭ রান করেন। জবাবে ২০১২ ব্যাচ ৮.১ ওভারে ৩ উইকেটে ৮৮ রান তুলে নেয়। হিমাদ্রি মুরারি ২৭ রান করেন। ম্যাচের সেরা অর্পণ ভট্টাচার্য ১৭ রানে নেন ২ উইকেট।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে অর্পণ ভট্টাচার্য। ছবি : দেবদর্শন চন্দ

উত্তরের খেলা

পুলিশ ক্রীড়া

কোচবিহার, ১ ডিসেম্বর : কোচবিহার জেলা পুলিশের বার্ষিক ক্রীড়া সোমবার শুরু হল। পুলিশ লাইনের মাঠে আয়োজিত আসরে পুলিশ, সিভিক ভলান্টিয়ার, এনভিএফ সহ প্রায় ৩২০ জন অংশ নিয়েছেন। মঙ্গলবারও প্রতিযোগিতা চলবে। এদিন প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন জলপাইগুড়ি রেঞ্জের ডিআইজি সন্তোষ নিম্বলকর।

বিরসা মুন্ডা কাপ শুরু ১৪ ডিসেম্বর

মালবাজার, ১ ডিসেম্বর : মন্ত্রী বুলু চিক বড়াইকের উদ্যোগে এবং সৎকার সমিতি ও মাল পুরসভার সহযোগিতায় ১৪ ডিসেম্বর রেলওয়ে ময়দানে শুরু হতে চলেছে বিরসা মুন্ডা গোল্ড কাপ ফুটবল। চলবে ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, অংশগ্রহণ করবে ১৪টি দল- ১২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের দল, মাল পুরসভার একটি দল এবং মাল থানার একটি দল। স্থানীয় প্রতিভাদের সুযোগ দিতে প্রতি দলে ৬ জন করে স্থানীয় ফুটবলার রাখা বাধ্যতামূলক। প্রতিদিন বিকেল পাঁচটা থেকে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।

দক্ষিণ দিনাজপুরের নেতৃত্বে তনুজা

বালুরঘাট, ১ ডিসেম্বর : সিএবি-র আন্তঃ জেলা অনূর্ধ্ব-১৮ মেয়েদের একদিনের ক্রিকেটের জন্য দক্ষিণ দিনাজপুর দলের অধিনায়ক হয়েছে তনুজা সরকার। জেলা ক্রীড়া সংস্থা ঘোষিত দলের বাকিরা হল সাহানি দাস, শুভশ্রী বর্মন, রুস্মিতা দাস, ঐশানীর রায়, রূপালী দাস, মধুরিমা ঘোষ, তনুশ্রী দাস, সীমা টুডু, সায়নী বসাক, অহনা মণ্ডল, অঞ্জলি বর্মন, ঋতুশ্রী বসাক, রীতা রায় ও প্রিয়া মহন্ত। কোচ ও ম্যানেজার রানা রায়। দল মঙ্গলবার হুগলি রওনা দেবে। বুধবার চুঁচুড়া মাঠে মানভূমের বিরুদ্ধে বুধবার অভিযান শুরু করবে দক্ষিণ দিনাজপুর।